NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

# একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বেদ বিজ্ঞান: মন্দির ভিত্তিক রাজস্ব রাষ্ট্রের আর্থিক উন্নয়ন

বৈদ্যবাটিতে এক হাঁটু জল পেরিয়ে যাতায়াত করছে স্থানীয়রা ৫

কলকাতা ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ৩১ ভাদ্র ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ৯৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 17.9.2024, Vol.18, Issue No. 99 8 Pages, Price 3.00

# ৬ ঘণ্টার সদর্থক বৈঠকে সরানো হচ্ছে সিপি ও দুই স্বাস্থ্যকর্তাকে

## জুনিয়র চিকিৎসকদের কাজে ফেরার আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** দীর্ঘ ৩৫ দিনের কর্মবিরতির পর অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে 'সদর্থক' বৈঠক শেষ করলেন আরজি কর কাণ্ডে আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকরা। রাজ্য সরকারের ডাকে সোমবার বিকেল ৬ টা ৪০ মিনিট নাগাদ বৈঠক শুরু হয় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে, মিটিং শেষ করে পৌনে বারোটা নাগাদ কালীঘাট থেকে বেরোন জুনিয়র চিকিৎসকরা। অবশেষে, সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পুরো বৈঠকের সারাংশের বিবৃতি দেন মুখ্যমন্ত্রী।

এর আগে দুবার চেষ্টা সফল না হলেও সোমবার বৈঠক ফলপ্রসূ হল। শেষবার দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মুখ্যসচিব মনোজ পন্থেরা যখন মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন জুনিয়র ডাক্তারেরা দাবি করেন, তাঁরা সরকারের শর্ত মতোই বৈঠকে রাজি। কিন্তু চন্দ্রিমা তাঁদের জানিয়ে দেন, তখন আর বৈঠক সম্ভব নয়। এর পর সোমবার আবার আলোচনার প্রস্তাব দেওয়া হয় সরকারের তরফে। রাজি হন চিকিৎসকেরাও।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'প্রায় ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত বৈঠক হয়েছে। ওঁদের পক্ষ থেকে ৪২ জন সই করেছেন। সরকারের পক্ষ থেকে মিনিটস্‌ে সই করেছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। আমরা অভিনন্দন জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা এসেছেন বলে। আমরা খুশি, তাঁরাও খুশি। ওঁরা বক্তব্য রাখতে চেয়েছিলেন। সেই সুযোগ দিয়েছি। আমরাও আমাদের বক্তব্য রেখেছি।' তিনি বলেন, 'ওঁদের পাঁচটা ডিমান্ড ছিল। আমরা বোঝালাম, যদি একটা বাড়ি যদি পুরো খালি করে দেওয়া হয় তাহলে প্রশাসনটা চালাবে কে? শেষ পর্যন্ত ডিএইচএস এবং

### বৈঠকের সারমর্ম

সরানো হচ্ছে রাজ্যের সিপি বিনিত গোয়েলকে। মঙ্গলবার বিকেলে নতুন সিপিকে দায়িত্ব সঁপবেন বিনিত। ● ডিএমই, ডিএইচএস-কে সরানো হচ্ছে। ● সরানো হচ্ছে ডিসি নর্থকেও। ● হাসপাতালগুলোর পরিকাঠামোগত ও নিরাপত্তাজনিত বিষয়গুলো নিয়ে দাবি মানা হয়েছে। ● জুনিয়র চিকিৎসকরা জানালেন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ কার্যকর হলে এবং সুপ্রিম কোর্টের শুনানির পরেই উঠবে কর্মবিরতি।

ডিএমএসকে সরানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওদের চারটে ডিমান্ড ছিল। একটা ডিএমই, ডিএইচএস, হেলথের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি। আমরা বুঝিয়েছি একসাথে পুরো ঘর খালি করে দেওয়া যায় তাহলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলবে কী করে? আমারা ওদের সিদ্ধান্ত মতো ডিএমই, ডিএইচএস-কে সরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ওরা জাস্ট নতুন হয়েছেন। তবে ছাত্রছাত্রীরা চাইছেন। তাই ওদের দাবি মেনে সরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

অন্যদিকে, ডাক্তারদের দাবি মেনে কলকাতা পুলিশ কমিশনারের পদ থেকে সরানো হচ্ছে বিনীত গোয়েলকে। মঙ্গলবার বিকেলে নতুন সিপি-কে নিয়োগ করা হবে। এ ছড়া ডিসি নর্থও বদল হবে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বলেন, 'অনেক কথা হয়েছে। সিপি-র সঙ্গেও কথা হয়েছে। ওঁর নামে অনেক কথা বলা হয়েছে। উনি নিজেই বলেছেন, 'আমারও পরিবার আছে। আমার পরিবার চাইছে। তাই এই পোস্ট ছাড়ছি। মুখ্যসচিবের সঙ্গে কথা হয়েছে। ওঁরা তিন অফিসারকে সরানোর দাবি করেছিলেন। আমরা দুটো মেনেছি। এর চেয়ে বেশি আর কী করতে পারি।'

এছাড়াও হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো ও নিরাপত্তার বিষয়গুলোও গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে বলে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এই অবস্থায় জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফেরার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আপনারা প্লিজ কাজে ফিরুন। বলেছি জুনিয়র ডাক্তারদের। অনেক মানুষ মারা যাচ্ছেন। মানুষের কাছে ডাক্তার ভগবান। তাই আপনারা কাজে ফিরুন। ৯৯ শতাংশ দাবি মেনে নিয়েছি। আর কী করব! জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফিরতে আবেদন করেছি। বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি হচ্ছে। এই অবস্থায় ওঁরা কাজে ফিরুন। আবেদন করেছি।'

# আজ সুপ্রিমে তৃতীয় শুনানি, নজর মূলত তিনটি বিষয়ে

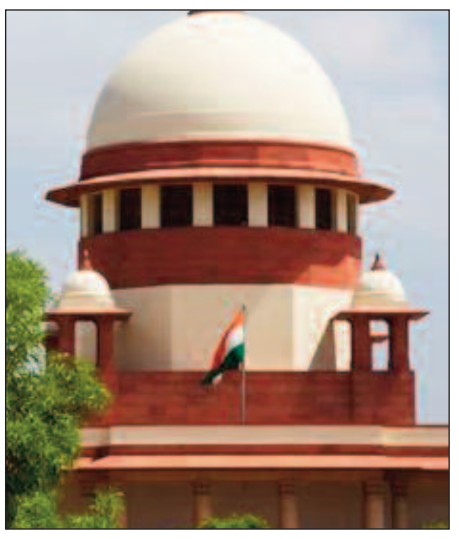

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আরজি কর-কাণ্ডে আজ ফের সুপ্রিম কোর্টে শুনানি। এদিন তৃতীয় শুনানি হতে চলেছে। সেদিকে নজর সব মহলের। ইতিমধ্যে জুনিয়র চিকিৎসকরা নিজেদের আইনজীবী বদল করেছেন। গীতা লুথরার বদলে এবার থেকে তাঁদের হয়ে শীর্ষ আদালতে সওয়াল করবেন বর্ষীয়ান আইনজীবী ইন্দিরা জয় সিং। এদিন সুপ্রিম শুনানির আগে সিবিআই-ও প্রস্তুত। নীল নকশা তৈরি করছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, মূলত তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে শীর্ষ আদালতে সওয়াল-জবাব এগোতে চায় সিবিআই।

তার মধ্যে প্রথম বিষয়টি অবশ্যই মৃতদেহের ময়নাতদন্ত সংক্রান্ত চালান। গত ৯ তারিখের শুনানিতে এই চালান শীর্ষ আদালতে পেশ করা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়। রাজ্যের তরফে আইনজীবী কপিল সিবল এই চালান দেখাতে না পারায় বিচারপতিদের তোপের মুখে পড়েন। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানিয়েছিলেন, সিবিআইকে তথ্য হস্তান্তরিত করার সময় চালান দেওয়া হয়নি। এক বিচারপতি মন্তব্যে করেছিলেন, চালান না পাওয়া গেলে বুঝতে হবে কিছু গন্ডগোল আছে। কপিল সিবলকে সেই চালান পরবর্তী শুনানিতে দিতে হবে বলে নির্দেশ দেন বিচারপতিরা। সেই চালান শীর্ষ আদালতে পেশ হল কি না, সেদিকে মঙ্গলবার নজর থাকবে সকলের। এছাড়া তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় এবার আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এটা ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে তুলে ধরতে পারে সিবিআই।

আগের শুনানিতে চিকিৎসকদের কাজে যোগ দেওয়ার কড়া নির্দেশ দিয়েও বিচারপতিরা তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা বলেন। প্রত্যেক মেডিক্যাল কলেজ এবং সরকারি হাসপাতালে নিরাপত্তা পরিকাঠামো সুনিশ্চিত হয়েছে কি না, সে বিষয়ে স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। সেই রিপোর্টে থাকবে কী কী ব্যবস্থা করা হল। ১৭ সেপ্টেম্বরের শুনানির আগে প্রত্যেক মেডিক্যাল কলেজ এবং সরকারি হাসপাতালে প্রত্যেকটি কাজ হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দেবেন সংশ্লিষ্ট জায়গায় ডিএম এবং পুলিশ সুপার।

# টালা থানার প্রাক্তন ওসির পাশে দাঁড়াল কলকাতা পুলিশ

## তদন্তটা অন্যদিকে যাচ্ছে: অভিজিৎ মণ্ডলের স্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে সোমবার বিকেলে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সের যান আরজি কর-কাণ্ডে ধৃত টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের স্ত্রী সঙ্গীতা। তার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানালেন, সিবিআই তদন্ত যে দিকে এগোচ্ছে, তাতে তাঁর মনে হচ্ছে বিষয়টি 'অন্য দিকে' যাচ্ছে। এদিনই সার্ভে পার্কের বাড়িতে যান লালবাজারের কর্তারা। পরিবারের সঙ্গে কথা বলে বেরিয়ে অ্যাডিশনাল সিপি বলেন, 'আমরা কলকাতা পুলিশের পরিবার হিসাবে ওনার পরিবারের লোকজনের পাশে আছি, থাকব।'

অন্যদিকে অভিজিৎ মণ্ডলের স্ত্রীকেও সিবিআই ডেকে পাঠিয়েছিল। এদিন তিনি বলেন, 'আমাকে সিবিআই থেকে ফোন করে জানানো হয় আমার স্বামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে তদন্তটা অন্য দিকে চলে যাচ্ছে। আমার স্বামীও খুব কষ্ট করেছেন নির্যাতিতার বিচারের জন্য। আমরাও চাই। আমারও দু'টো মেয়ে আছে, আমি বুঝি। তার জন্য যা করার সবটাই করেছেন উনি। সিবিআইয়ের সঙ্গেও সহযোগিতা করেছেন। ওনার শরীর ভাল নেই। তারপরও উনি গিয়েছেন, হাজিরা দিয়েছেন। এরপর ওখান থেকে জানাল গ্রেপ্তার করেছে।'

একইসঙ্গে টালা থানার প্রাক্তন ওসির স্ত্রী জানান, যেদিন তাঁর স্বামীকে সিবিআই গ্রেপ্তার করে, ৩ ঘণ্টার উপরে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। প্রথমে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। বহু অনুরোধের পর দেখা করতে দেন। সিবিআই এরপর আর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেনি বলেও জানান তিনি। সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই হেপাজতে থাকা স্বামীর সঙ্গে দেখা করতেই সেখানে যান সঙ্গীতা। তিনি বলেন, 'ওঁর (অভিজিৎ) শরীরটা এখন ভাল নেই। তাও সিবিআইয়ের সঙ্গে পুরোপুরি সহযোগিতা করেছেন।' গ্রেপ্তারির আগে একাধিক বার সিবিআইয়ের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হলেও অভিজিৎ সে বিষয়ে পরিবারকে কিছু জানাননি বলে দাবি করেছেন সঙ্গীতা। সেই সঙ্গেই বলেছেন, ''লালবাজার জানিয়েছে, 'পাশে আছি'।''

আরজি করে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় শনিবার রাতে র করা হয় অভিজিৎকে। গত ৮ অগস্ট মূল ঘটনার সময় তিনি টালা থানার ওসি ছিলেন। ওই থানার অধীনেই রয়েছে আরজি কর হাসপাতাল। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠেছে। রয়েছে কর্তব্যে গাফিলতি, টালবাহানা এমনকি, তদন্তের অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগও। সিবিআই আদালতে জানিয়েছে, আরজি কর-কাণ্ডে অভিজিতের ভূমিকা সন্দেহজনক। নেপথ্যে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র থাকতে পারে।

সোমবার দুপুরে টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের সার্ভে পার্কের বাড়িতে উপস্থিত হন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। ছিলেন কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (চতুর্থ) ভি সলোমন নিশা কুমার, ডেপুটি কমিশনার (এসএসডি) যাদবপুর বিদিশা কলিতা এবং ডেপুটি কমিশনার (ইস্ট ডিভিশন) আরিশ বিলাল।

ওসির স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে বেরনোর পর অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (চতুর্থ) বলেন, 'অভিজিৎ মণ্ডলের পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে আমরা এসেছি। সঙ্গীতা মণ্ডল ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেছি। কলকাতা পুলিশ তাঁর সঙ্গে আছে। কলকাতা পুলিশ এই পরিস্থিতিতে সবরকম সহযোগিতা করবে।' টালা থানার ওসির বিরুদ্ধে দায়িত্বে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। সেই অভিযোগ খারিজ করে তিনি আরও বলেন, 'টালা থানার ওসির কোনও দোষ নেই। এটা আমার ব্যক্তিগত মত। উনি স্পটে তাড়াতাড়ি পৌঁছেছেন। একটা স্পর্শকাতর অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। সেখানে চিকিৎসক-সহ যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মত নিয়ে কাজ হয়েছে। এটাই ওঁর কাজ। উনি সেই কাজ ভালো করেই করেছেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন বিষয় তাই এর বেশি আর কিছুই বলব না। টালা থানার ওসি নিজের সেরাটা দিয়েছেন আমি মনে করি। আমার বাহিনীর একজন সদস্য হিসেবে আমাদেরও খারাপ লাগছে।'

প্রসঙ্গত, রবিবার যখন অভিজিৎকে আদালতে তোলা হয়, তখন সাত জন সাব-ইন্সপেক্টর পদের অফিসার আদালতে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু ছিলেন না কোনও উচ্চপদস্থ কর্মী। ক্ষুব্ধ পুলিশকর্মীদের একাংশ রবিবারই বিষয়টি নিয়ে কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বলে খবর। তার পরেই এই পদক্ষেপ।

# জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শন করুন নেতারা: মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** গত কয়েকদিন ধরে চলা লাগাতার বর্ষণে রাজ্যের একাধিক জেলা জলমগ্ন। বেশ কয়েক জায়গায় বন্যার মত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্লাবিত এলাকাগুলি পরিদর্শনের জন্য মন্ত্রী ও দলীয় নেতাদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোথায় কী পরিস্থিতি, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সে বিষয় নিয়ে সরাসরি তাঁর কাছে রিপোর্ট জমা দিতে বলেছেন। জলমগ্ন এলাকাগুলিতে দুর্গতদের পাশে থাকার জন্যও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পাওয়ার পরেই সোমবার দুপুরে হুগলির আরামবাগে প্লাবিত এলাকাগুলি পরিদর্শনে যান মন্ত্রী বেচারাম মান্না। সোমবার দুপুরে হুগলির আরামবাগে প্লাবিত এলাকাগুলি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন বেচারাম। আরামবাগের কালিকাপুর এলাকায় একটি ত্রাণশিবির থেকে দুর্গত মানুষদের হাতে ত্রিপল ও অন্য ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন মন্ত্রী। এলাকাবাসীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যা বোঝার চেষ্টা করেন তিনি। নিম্নচাপের বৃষ্টিতে আরামবাগের জলমগ্ন এলাকাগুলি পরিদর্শনের পর বেচারাম জানিয়েছেন, পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আরামবাগ পুরসভার প্রায় ১০টি ওয়ার্ড এবং আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির প্রায় সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েত, খানাকুলে আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং গোঘাটেও সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েত জলমগ্ন। জলমগ্ন এলাকাগুলি থেকে দুর্গতদের উদ্ধার করে বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থানীয় স্কুল ও সুবিধামতো অন্য জায়গায় আশ্রয় শিবির চালু করা হয়েছে। বেচারাম আশ্বস্ত করেছেন, পর্যাপ্ত ত্রিপল ও জেনারেটরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তৈরি রাখা হয়েছে স্পিড বোটও। এলাকার জলমগ্ন পরিস্থিতি পরিদর্শনের পর মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট দেবেন তাঁরা। ঘাটালের জলমগ্ন এলাকাগুলির পরিস্থিতি পরিদর্শনে যান সাংসদ দেব। তিনি বলেন, 'আমার ঘাটাল জলে ভাসছে। মানুষ কষ্টের মধ্যে আছেন। কত মানুষের ঘর ভেঙে যাচ্ছে।' সাংসদ জানালেন, দুর্যোগপূর্ণ সময়ে মানুষ যাতে পরিষেবা ঠিক ঠাক পান সেটিই তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জলমগ্ন এলাকাগুলি থেকে দুর্গতদের উদ্ধার করে বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থানীয় স্কুল ও সুবিধামতো অন্য জায়গায় আশ্রয় শিবির চালু করা হয়েছে। সূত্রের খবর, সোমবার দুপুরেই উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীকে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন বনগাঁর লোকসভা এলাকার জলমগ্ন এলাকাগুলি পরিদর্শনে যাওয়ার জন্য। মঙ্গলবার জেলা পরিষদের একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে বনগাঁয় যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর।

প্রসঙ্গত, নিম্নচাপের জেরে গত কয়েক দিন ধরে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টি হয়েছে। তার জেরে বিভিন্ন জায়গা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। কোথাও চাষের জমিতে জল প্রবেশ করেছে। কোথাও রাঙ্গ স্তাঘাট ডুবে গিয়েছে। অনেক জায়গায় বাড়িগুলিও আংশিক জলের তলায়। কোথাও কোথাও নদীবাঁধ ভেঙে গ্রাম প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী এবং সেইমতো দলের নেতা ও মন্ত্রীদের পরামর্শ দিয়েছেন। নিম্নচাপের জেরে গত কয়েক দিন ধরে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টি হয়েছে গত কয়েক দিনে। তার জেরে বিভিন্ন জায়গা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। কোথাও চাষের জমিতে জল প্রবেশ করেছে। কোথাও রাস্তাঘাট ডুবে গিয়েছে। কোথাও আবার নেমেছে ডিঙি। অনেক জায়গায় বাড়িগুলিও আংশিক জলের তলায়। কোথাও কোথাও নদীবাঁধ ভেঙে গ্রাম প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সব দিকেই নজর রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী এবং দলীয় নেতাদের সেই মতো পদক্ষেপেরও নির্দেশ দিচ্ছেন।

### নিখোঁজ বাংলার ৪৯ মৎস্যজীবী

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** দুর্যোগের মাঝে ট্রলার নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়ে বঙ্গোপসাগরে মহা বিপদের মুখে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৪৯ জন মৎস্যজীবী। রবিবার রাতভর তাঁদের কোনও খোঁজ মেলেনি। সোমবার দুপুর পর্যন্তও নিখোঁজের খোঁজে তল্লাশি চালিয়েও হতাশাই প্রাপ্তি। কারও কোনও খোঁজই মিলছে না। উপকূল রক্ষী বাহিনীর তরফে দুটি জাহাজ এবং একটি এয়ারক্রাফট নিয়ে তল্লাশি হলেও, তাতে ভরসা করতে পারছেন না অন্যান্য মৎস্যজীবীরা। আর তাই সতীর্থদের খোঁজ করতে সোমবার ভোরে নিজেদের ট্রলার নিয়ে ঝোড়ো সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছেন ডায়মন্ড হারবার ও কাকদ্বীপের একদল মৎস্যজীবী। উদ্বেগ বাড়ছে নিখোঁজদের পরিবারেরও। এই মুহূর্তে কাকদ্বীপের নিখোঁজ হওয়া মৎস্যজীবী পরিবার চরম উদ্বেগে। তাঁরা বলছেন, ঈশ্বরের উপর এখন প্রিয়জনদের জীবন সঁপে দিতে হচ্ছে।

### অযোধ্যায় রামমন্দিরের কর্মীকে গণধর্ষণ, ধৃত ৮

**অযোধ্যা, ১৬ সেপ্টেম্বর:** রামমন্দিরের এক মহিলা সাফাইকর্মীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল অযোধ্যায়। নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে আট জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। উত্তরপ্রদেশের রামনগরীতে এই গণধর্ষণের অভিযোগের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সরকারকে নিশানা করেছে বিরোধীরা।পুলিশ জানিয়েছে, সাফাইকর্মী ওই তরুণী স্থানীয় এক কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। তাকে অন্যত্র 'ভাল কাজ' দেওয়ার নাম কয়ে একটি গেস্ট হাউসে নিয়ে গিয়েছিল ধৃতেরা। তার পর দু'দিন ধরে আটকে রেখে দফায় দফায় ধর্ষণ করা হয়। অভিযুক্তেরা সকলেই অযোধ্যার বাসিন্দা। অভিযুক্তেরা খুনের হুমকি দেওয়ায় প্রাণের ভয়ে এক মাস আগের ওই ঘটনা সম্পর্কে তিনি এত দিন অভিযোগ জানাননি বলে নির্যাতিতার দাবি।

## মেট্রো-সফর

*সোমবার গুজরাতে আমদাবাদ মেট্রো রেল প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এরপরই তিনি নিজের এক্স হ্যান্ডলে মেট্রোয় সফররত অবস্থায় পড়ুয়াদের সঙ্গে আলাপচারিতার একটি ছবি পোস্ট করেন। তাঁর এই মেট্রো সফরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গী ছিলেন গুজরাতের রাজ্যপাল আচার্য দেবরত এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল। মোতেরায় নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম ও গান্ধিনগর সেক্টর ১-এর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে মোট ৮টি স্টেশন রয়েছে। এই ২১ কিমি মেট্রো পথ তৈরি করতে খরচ হয়েছে আনুমানিক ৫ হাজার ৩৮৪ কোটি টাকা। এদিন শুধু মেট্রো প্রকল্পেরই নয়, আরও বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মোদি।*

# শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

## নাম-পদবী

গত ১১/০৯/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬০১৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Prakas Chandra Samanta S/o. Moni Mohan Samanta, Prakash Samanta S/o. Mani Mahon Samanta ও Prakash Samanta S/o. Moni Mohan Samanta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

আমি Shrimani Bibi Mandal, স্বামী- Jalim Mandal, সাং ও পোঃ চন্দনপুর, থানা- নাকাশিপাড়া, জেলা নদীয়া, আমার পুত্র Aptab Mandal এর জন্ম সার্টিফিকেটে Reg. No. 72 dt. 14.4.2005, আমার নাম Sonali Bibi হইয়াছে। ১১.৯.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিট বলে Shrimani Bibi Mandal ও Sonali Bibi একই ব্যক্তি বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

আমি Shila Bibi, W/o. Rupchand Sekh গ্রাম ও পোঃ- নটিয়াল, থানা- সাগরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। গত ১১/০৯/২০২৪ তারিখে বহরমপুর এস.ডি.ই.এম (এম) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমার পুত্র Abdulla Hoque Sekh এর পরিবর্তে Abdulla Hoque নামে পরিচিত হল।

## নাম-পদবী

আমি Shefali Sardar, W/o Shambhu Sardar কলাবেরিয়া, পোঃ- বালিয়াডাঙ্গা, থানা- করিমপুর, জেলা- নদিয়ার বাসিন্দা। গত ০৪/০৯/২৪ তারিখে SDEM বহরমপুর এর এফিডেভিট বলে আমার কন্যা Anamika Sardar এর পরিবর্তে Asha Sardar নামে পরিচিত হল।

## নাম-পদবী

আমি Rana Shaikh, S/O. Anisur Shaikh, সাং ও পোঃ চন্দনপুর, থানা- নাকাশিপাড়া, জেলা নদীয়া, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে Reg. No. 149 dt. 9.2.2004, আমার পিতার নাম Anichhur Sekh হইয়াছে। ১১.০৯.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিট বলে পিতা Anisur Shaikh ও Anichhur Sekh একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

## DECLARATION

I, MALAY KUMAR BERA S/O Sri Bijoy Krishna Bera residing at Nilgunj Kalitala, P.O. - Nilgunj Bazar, P.S. - Titagarh now Mohanpur, District- North 24 Parganas, Kolkata- 700121 do hereby declare vide affidavit filed in the court of the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore, 24 Pgs (N) dated 12.09.2024 that my actual and correct name is MALAY KUMAR BERA which is recorded in my all relevant papers and documents like Aadhar, PAN and Voter Cards. But in my daughter Pratiksha Bera's birth certificate issued by Kalyani Municipality, my name is recorded as MALAY BERA in place of MALAY KUMAR BERA. In all relevant papers of my daughter Pratiksha Bera like Aadhar and PAN Cards, my correct name MALAY KUMAR BERA is recorded. MALAY KUMAR BERA S/O Sri Bijoy Krishna Bera and MALAY BERA S/O Sri Bijoy Krishna Bera is the same and one identical person.

## DECLARATION

I, MALAY KUMAR BERA S/O Sri Bijoy Krishna Bera residing at Nilgunj Kalitala, P.O. - Nilgunj Bazar, P.S. - Titagarh now Mohanpur, District- North 24 Parganas, Kolkata- 700121 do hereby declare vide affidavit filed in the court of the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore, 24 Pgs (N) dated 12.09.2024 that my actual and correct name is MALAY KUMAR BERA which is recorded in my all relevant papers and documents like Aadhar, PAN and Voter Cards. But in my daughter Pratyasha Bera's birth certificate issued by Naihati Municipality, my name is recorded as MALAY BERA in place of MALAY KUMAR BERA. In the Aadhar Card of my daughter Pratyasha Bera, my correct name MALAY KUMAR BERA is recorded. MALAY KUMAR BERA S/O Sri Bijoy Krishna Bera and MALAY BERA S/O Sri Bijoy Krishna Bera is the same and one identical person.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১




## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ১৭ ই সেপ্টেম্বর, ৩১ শে ভাদ্র। মঙ্গল বার। চতুর্দশী তিথি, জন্মে কুম্ভ রাশি, অষ্টোত্তরী রাহু ও বিংশোত্তরী রাহু র মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।**

**মেষ রাশি :** নতুন তথ্য পাবেন, যা প্রচারের ফলে সামাজিক সম্মানবৃদ্ধি হবে। দিদি বা শালী সম্পর্কের স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারে বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ তা পূর্ণতা পাবে। প্রতিবেশীর আচরনে সমস্যা মুক্তি। বিদ্যায় সফলতা। মন্ত্রঃ দেবী দুর্গা চন্ডি পাঠ।

**বৃষ রাশি :** যে কথাটা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাটা পুনরায় বোঝাতে গিয়েই সমস্যাটা তৈরী হবে। সতর্ক থাকা ভাল। প্রেমিক কিছুতেই আজ প্রেমিকার কথা মানবে না। এ বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কথাকেই গুরুত্ব দেবে। বিদ্যার্থীদের শুভ নয়। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

**মিথুন রাশি :** দিনটি শুভ হবে। দুই নারীর বুদ্ধির বলে, আপনার কৌশলে আজ সমস্যা মুক্তি। ধৈর্য্য ধরার ফল মিঠা হলো। প্রেমিকের বাড়ির স্বজনরা কথা পাকা করতে পারে। কোন বস্তু বা কৃষি জমি থেকে আয় বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাশক্তি দুর্গা মন্ত্র।

**কর্কট রাশি :** অর্থ বৃদ্ধি হবে। দোকান ব্যাবসায়ীদের জন্যে নতুন পথের সন্ধান উচ্চবিদ্যাযোগে সফলতা। বিদ্যাযোগে শুভ। দেশের বাইরে কাজ করতে থাকা সন্তান বা স্বজনদের থেকে লাভ প্রাপ্তি। লেখক সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা প্রাপ্ত মন্ত্রঃ দেবী কাত্যায়নী মন্ত্র।

**সিংহ রাশি :** মানুষের সেবা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া স্বজন পরিজন-বান্ধবদের নিয়ে শুভ চিন্তাকরার ফল আজ সম্মানপ্রাপ্তি শ্বশুর বাড়ির তিন সদস্য আপনার প্রসংশায় পঞ্চমুখ কোন বাস্তু বা কৃষিজমি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ গণেশমন্ত্র।

**কন্যা রাশি :** সামাজিক বাতাবরনে আপনার সহযোগিতায় কোন শুভ কাজ সু-সম্পন্ন হবে। বিদ্যালয় নিয়ে সন্তানকে কেন্দ্র করে যে মানষিক দুঃশ্চিন্তা ছিল-তা আজ মিটে যাবে। প্রতিবেশী আচরনে যে মানষিক আঘাত পেয়েছিলেন-আজ আনন্দযুক্ত দিন। মন্ত্রঃ অদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

**তুলা রাশি :** সততা শুভত্ব। আনন্দ। বিদ্যাভাগ্য শুভ। অর্থ প্রাপ্তি। বিশেষত যারা পরামর্শদাতা তাদের ধনপ্রাপ্তি। যে ব্যবসায়িক চুক্তি হলে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন আজ তার দিন। তবে ঐ বিরুদ্ধ মতের মহিলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

**বৃশ্চিক রাশি :** ঘরদোর সাজানো হবে। পরিবারে নতুন গৃহসরঞ্জাম আসবে। ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য দ্বারা দাম্পত্যে খুশীর বাতাবরণ। যিনি পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ তাকে সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর প্রীতি হবেন, তাই আজ আপনার অতীব শশুভ দিন।

**ধনু রাশি :** বাণিজ্যে অর্থ লাভ। কোন পোষ্য থাকে এতোদিন নিজের সন্তানের মতো ভালবেসে এসেছেন, আজ তার জন্যে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, যারা কর্ম উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন-কোন সুখবর প্রাপ্তির দিন আজ মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

**মকর রাশি :** ধৈর্য্য ধরতে হবে-আজ দিনটি মিশ্রনিদ, শুভাশুভ মিত্র। বাড়ি-জমি-বাস্তু কৃষিজমি বিষয়ে কিছু ভাবছেন-তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তির কারন-তৃতীয় ব্যক্তি। বিদ্যায় অশুভ। মন্ত্রঃ দুর্গামন্ত্র।

**কুম্ভ রাশি :** প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষাতে সাফল্য। কর্মের অনুসন্ধানে নতুন রাস্তা। গৃহশান্তি। বাণিজ্যে লাভ। দাম্পত্যে সুখ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র। অবিবাহিত র বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নতি।

**মীন রাশি :** প্রতাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের যে কাজের গতি এসেছিল আজ তা সমস্যা যুক্ত। যারা মাছের ব্যবসা করেন-তাদের দুঃশ্চিন্তা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

**(আজ ভাদ্র সংক্রান্তি, শ্রী শ্রী বিশ্বকর্মা পুজো। অষ্টানাগ পুজা সমাপনী। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)**

**ঘোষণা**- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

## নাম পরিবর্তন

আমরা **অভিষেক দায়মা** পিতা বসন্ত কুমার দায়মা এবং **সুনীতা দায়মা** স্বামী অভিষেক দায়মা, সাকিন সংহিতা, ফ্ল্যাট নং ৪এ,১বি৭, থানা : নিউ টাউন, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১৩৫, প.ব., মহামান্য ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা সমীপে ১৬.০৮.২০২৪ তারিখে হলফনামা দাখিল বলে ঘোষণা করছি আমাদের পুত্র **লক্ষ্যবীর দায়মা** (জন্ম তারিখ ১৮.১০.২০১৮) এখন থেকে **সম্মার্ট দায়মা** হিসেবে পরিচিত এবং স্বীকৃত হল এবং পরবর্তীতে সকল আইনি এবং সরকারি ক্ষেত্রে এই নামই জারি থাকবে।

## বিজ্ঞপ্তি

**In the Court of Ld. District Delegate Court at Tamluk, Purba Medinipur**
**Probate Case No. 9 /2024**

**শ্রীমতী অর্পিতা চক্রবর্ত্তী**, স্বামী-শ্রী শঙ্কর কুমার ঘটক, পিতা-স্বর্গীয় খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, সাং-পার্ব্বতীপুর, পোঃ ও থানা- তমলুক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর। **... দরখাস্তকারী।**

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারন কে জানানো যায় যে, দরখাস্তকারিনীর অনুকূলে দীপা চক্রবর্ত্তী (স্বামী- স্বর্গীয় খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী), সাং- পার্ব্বতীপুর, পোঃ ও থানা- তমলুক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর। গত ইং ১৫-০৪-২০১৯ তারিখে উইল করিয়া যান। উক্ত উইলের তপশীল সম্পত্তি প্রবেট লইবার জন্য দরখাস্তকারী উপরোক্ত নম্বর মামলা উক্ত আদালতে দায়ের করিয়াছেন। উক্ত উইল প্রবেটের ব্যাপারে কাহারোও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা এ্যাডভোকেট বাবুর দ্বারা উক্ত কেসে আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন। অন্যথায় আইনানুযায়ী কার্য্য করা হইবে।

**তপশীল সম্পত্তির বিবরণ -**

জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, থানা- তমলুক, জে. এল. নং-১৪৩, মৌজা- পার্ব্বতীপুর, আর.এস. খতিয়ান নং- ৪৮৬ ও অন্যান্য

আর.এস.৩৭৮ ও ৩৭৯ দাগ, এল.আর, ১০৬৮ দাগে ০.৫০০ ডেসিমল, আর.এস .৩৭৮ ও ৩৭৯ দাগ, এল.আর, ১০৬৯ দাগে ০.২০০ ডেসিমল, আর.এস .৩৭৮ ও ৩৭৯ দাগ, এল.আর, ১০৭০ দাগে ০১ ডেসিমল, একুনে ১.৭০০ ডেসিমল সহ প্রায় ৩৫ বৎসরের পুরাতন পাকা গৃহ যাহার নীচতলের আয়তন ৫৫০ বর্গফুট, দ্বিতলের আয়তন ৫৫০ বর্গফুট, তৃতীয় তলের আয়তন ৫৫০ বর্গফুট যুক্ত তিনতালা পাকা বাড়ী।

অদ্য সন ইং ২০২৪ সালের ৩/৭ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত মতে দেওয়া হইল।

অনুমত্যানুসারে
স্বাঃ/-
শ্রী অসীম মূলা,
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,
তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর।

## নোটিশ

আমার মক্কেলদয় ১) নিশীথ সাহা, ২) অশোক সাহা, উভয়ের পিতা- অসিত কুমার সাহা, উভয় সাং- মুক্তিপাড়া, পোঃ- দীঘড়া, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২২২, ১২৪ নং মুক্তিপাড়া মৌজায় এল.আর ৩৯১ নং খতিয়ান ভুক্ত আর.এস. ও এল.আর ২২৩ নং দাগের মোট ২২ শতক (১১ শতক + ১১ শতক) জমি চাকদহ এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩৯৭১/২০২৪ ও ৩৯৭২/২০২৪ নং দলিলমূলে বিক্রেতা শ্রী অরবিন্দ কুমার বর্মন, পিতা- মৃত- শশধর বর্মন, সাং- কে/৩ পূর্বাচল কো-অপারেটিভ হাউজিং, পোঃ- হাতিয়ারা, থানা- নিউ টাউন, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, এর পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারগণ ১) শুভঙ্কর ঘোষ, পিতা- সুশান্ত ঘোষ, ২) লাবনী ঘোষ, স্বামী- স্বপন ঘোষ, ৩) সঞ্জয় অধিকারী, পিতা- মৃত অনিল অধিকারী, ৪) সুশান্ত ঘোষ, পিতা- মৃত গিরীন্দ্র ঘোষ ১ নং ও ৪ নং সাং- লোহা সরমস্তপুর, পোঃ- দীঘড়া, ২ নং সাং- ছাতিমতলা, ৩ নং সাং- লালপুর, পোঃ- চাকদহ এবং সর্বথানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, ৪ নং বহির ১২৫ নং রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তার দলিল যাহা গত ইং- ১৮/০৮/২০১৭ সালে নদীয়া জেলার চাকদহ এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত, ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া উপরিউক্ত আমার মক্কেলদ্বয় বরাবর বিক্রয় করিয়াছেন। এক্ষনে উক্ত জমি আমার মক্কেলদ্বয় নিজ নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করিবার জন্য চাকদহ বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে আবেদন করিয়াছেন। যাহার নং MN/2024/1301/26223, MN/ 2024/1301/26567 উক্ত মর্মে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিম্ন ফোন নাম্বার -এ যোগাযোগ করিবেন।

স্বা/- অমিত প্রামানিক
এ্যাডভোকেট
En- F/1269/1021/2021
M-9732413719

## বিজ্ঞপ্তি

করিমপুর-১ সমষ্টী উন্নয়ন আধিকারীকের করণ শিকারপুর, নদীয়া, ব্লকের এর অধিনস্ত ৭ টি বহুমুখী সংঘ সমবায় সমিতি এর বিশেষ সাধারন সভা ও পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের নির্ঘন্ট সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। ব্লকের এর অধিনস্ত ৭ টি বহুমুখী সংঘ সমবায় সমিতি সমুহের অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, এতদ্বারা ব্লকের এর অধিনস্ত ৭ টি বহুমুখী সংঘ সমবায় সমিতি এর সমস্ত প্রতিনিধি নির্বাচক গনকে জানাচ্ছি যে ব্লকের এর অধিনস্ত ৭ টি বহুমুখী সংঘ সমবায় সমিতির সম্পাদিকা কর্তৃক ১৫.০৯.২০২৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আগামী ২৭.১০.২০২৪ (রবিবার) বেলা ১১ টাই করিমপুর -১ ব্লক, SGSY বিল্ডিং, শিকারপুর , নদীয়া তে বিশেষ সাধারন সভা ২০২৪-২৫ এর আহ্বান করেছেন। উক্ত সভায় সমিতির পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন নিম্নলিখিত সূচী অনুযায়ী অনুষ্ঠীত হবে। সকল যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচকগণকে উক্ত প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের নির্ঘন্ট ক্রমিক নং, বিষয়, তারিখ, স্থান, সময় দেওয়া হল। ১) মনোনয়ন পত্র বিতরন ও গ্রহন, ২৪.০৯.২৪ থেকে ২৬.০৯.২৪, করিমপুর -১ ব্লক অফিস, বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত। ২) মনোনয়নপত্র পরীক্ষা, ২৮.০৯.২৪, করিমপুর -১ ব্লক অফিস, বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত। ৩) বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ, ২৮.০৯.২৪, করিমপুর -১ ব্লক অফিস ও ৭ টি বহুমুখী সংঘ সমবায় অফিস, বিকেল ৪ টা। ৪) মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার, ২৯.০৯.২৪, করিমপুর-১ ব্লক অফিস, বিকেল ৩টে পর্যন্ত। ৫) চূড়ান্ত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ, ২৯.০৯.২৪, করিমপুর-১ ব্লক অফিস ও ৭ টি বহুমুখী সংঘ অফিস, বিকেল ৪টা। ৬) প্রয়োজন অনুসারে ভোটগ্রহণ, ২৭.১০.২৪, করিমপুর -১ ব্লক SGSY বিল্ডিং, শিকারপুর নদীয়া, বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত। ৭) ভোট গননা, ঐ স্থানেই, ভোট শেষ হবার পর। ৮) ফল ঘোষণা, ঐ স্থানেই, ভোট গননার শেষে। বিঃদ্রঃ নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন নির্বাচন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য করিমপুর-১ সমষ্টী উন্নয়ন আধিকারীকের করণ তথা অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের অফিস ও সমিতির অফিস থেকে জানা যাবে।

**Sd/- অমিত কুমার মন্ডল,**
**অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার,**
**করিমপুর-১ ব্লকের এর অধিনস্ত**
**৭ টি বহুমুখী সংঘ সমবায় সমিতি।**

## বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

## NOTICE

My client Sri Bilash Saha, is going to purchase a plot of land with structure, measuring about 5 Cottahs 3 Chittaks 2 Sq.ft. appertaining to R.S. Dag No. 150, R.S. Khatian No. 137, L.R. Dag No. 271, L.R. Khatian Nos. 6071, 6072, 6073, 6074, 6075, 6076, 6077, 6078, Mouza Uttar Baksara, P.S. Jagacha at present Santragachi, Dist. Howrah, HMC Ward no. 45, from Debdas Saha, Ram Narayan Saha, Lakshmi Narayan Saha, Satya Narayan Saha, Gopal Chandra Saha, Arati Saha, Bharati Saha, Saswati Saha (Das). If anybody has any interest over the said property, he is requested to contact me with his right or claim within 15 days from the day of publication of this notice.

**Mrs. Karabi Ray**
Advocate
S.N. Ghosh Road, Howrah-10
Mob. No. 9831105903

## বিজ্ঞপ্তি

রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তারদাতাগন ঃ (১) শ্রী সুজয় মূখার্জী, (২) শ্রী সত্যচরন মুখার্জী, (৩) শ্রী সঞ্জয় মূখার্জী, সকলের পিতা- স্বর্গীয় শিবপ্রসাদ মূখার্জী, ঠিকানা-সাং- গৌরীবাটী, পোঃ ও থানা-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২৪১০, প.ব., এনাদের পক্ষে রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তারগ্রহীতা ও স্বয়ং- শ্রী জিমুতা প্রান মল্লিক, পিতা-স্বর্গীয় জগৎপতি মল্লিক, সম্পত্তির পরিমান মোট- ৪৮.৮৫ (আটচল্লিশ দশমিক আট পাঁচ) শতক শালি সম্পত্তি, সন্তোষপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, মৌজা- গৌরীবাটী, জে.এল. নং-৭, এল.আর. খতিয়ান নং-২৩৩৫, ২৩৩৬, ২৩৩৭, (১) আর.এস. দাগ নং-১২৯৫, এল.আর. দাগ নং-১৭৫৪, পরিমান- ৩৮.৮৫ (পঁয়ত্রিশ দশমিক আট পাঁচ) শতক, (২) আর.এস. দাগ নং-১২৯৩, এল.আর. দাগ নং-১৬৮৭, পরিমান ১৩ (তেরো) শতক, একুনে দুই বন্দে মোট-৪৮.৮৫ (আটচল্লিশ দশমিট আট পাঁচ) শতক শালি সম্পত্তি, এই স্থিত সম্পত্তি আমার মক্কেল খরিদ করিয়াছেন, উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারও বৈধ আপত্তি থাকিলে, অদ্য ১৭.০৯.২০২৪ তারিখ হইতে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে তারকেশ্বর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে অথা নিম্ন ঠিকানায় বৈধ কাগজপত্র লইয়া যোগাযোগ করুন, অন্যথায় মেয়াদান্তে কাহারও দাবী বৈধ হইবে না।

সুকুমার নস্কর
অ্যাডভোকেট
রেজি. নং.- F/81/78/91
গৌরীবাটী, তারকেশ্বর,
হুগলী, পিন-৭১২৮১০,
মোবাইল নং-৯০০২৮৭৬০৮৬

## ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

**আমমোক্তার নামা**

**১) আনসার উদ্দিন আহমেদ, ২) সেখ আকতার উদ্দিন, ৩) জামালউদ্দিন আহমেদ,** সকলের পিতা মরহুম আব্দুস সালাম ওরফে আব্দুস সাল্লাম **৪) মাসুদ আকতার, ৫)জাবেদ আকতার**, ৪ ও ৫ এর পিতা নাজির নুরুল ইসলাম, **৬) নাজমা আহমেদ** স্বামী জামালুদ্দিন, ১, ৩, ৫ ও ৬-এর সাকিম দৌলতপুর, পোঃ ও থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৯ এবং ২নং এর সাকিম ভুঁইপাড়া, পোঃ বেলুন, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৯, এবং ৪নং এর সাকিম পান্ডুয়া কাজিমহল্লা, পোঃ ও থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৯ বিগত ইংরাজি 26/07/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর. পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-3973/23 নং আমমোক্তার দলিলমূলে আমাকে **(মহঃ নূর ইসলাম** পিতা মরহুম মহঃ সফিউদ্দিন সাকিম পান্ডুয়া জয়পুর, পোঃ ও থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা বলে আমি এ.ডি.এস.আর. পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে I-1250/2024 নং দলিল মূলে বিক্রেতা **জামালউদ্দিন আহমেদ** এর পক্ষে আমমোক্তার হিসাবে **নাসিরা খাতুন** স্বামী কমলেশ কোলে সাকিম নবগ্রাম পশ্চিম, পোঃ মানকুণ্ডু, থানা ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৩৯ মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছি।

**তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা দৌলতপুর, জে.এল নং ১০৬, হাল এল. আর. ৬৩ ও ৪১৯ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল. আর. ২২০ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২৯ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে ২ কাঠা বা ৩.৩০ শতক বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, নাসিরা খাতুন স্বামী কমলেশ কোলে উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

**মহঃ নূর ইসলাম**
আমমোক্তার

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

**উত্তর ২৪ পরগনা**

**অ্যাড কানেক্সন**
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

**এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র**
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

**হুগলি**

**মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,** সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

**জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,** প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

**নদিয়া**

**টাইপ কর্ণার,** নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

**রাজ টেলিকম,** অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

**সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,** শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

**অবসর,** ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

**সবিতা কমিউনিকেশন,** প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

**পূর্ব মেদিনীপুর**

**আইনক্স অ্যাড এজেন্সি**
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

**শ্যাম কমিউনিকেশন,** দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

# টানা বৃষ্টি জেরে ফুল চাষে ব্যাপক ক্ষতি



**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বিশ্বকর্মা পুজোর আগে নিম্নচাপের বৃষ্টির জেরে ফুল চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর হাওড়া দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মত ফুল উৎপাদক জেলাগুলির সব জায়গা থেকে এই ক্ষয় ক্ষতির খবর মিলেছে। এর প্রভাব পড়েছে বাজারে। শাকসবজি ফলমূলের পাশাপাশি ফুলের দামও আকাশ ছুঁয়েছে। রাজ্যের উদ্যান পালন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, টানা বৃষ্টিতে বহু জমিতে জল জমে যাওয়ায় গত তিন দিনে প্রচুর ফুল নষ্ট হয়েছে। পাশাপাশি বৃষ্টির জন্য চালান দেওয়ার সময় ও প্রচুর ফুল পচে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সামনেই পুজোর মরশুম। তাই নিম্নচাপের দৃষ্টিতে ফুলের ক্ষতি হওয়ায় দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হয়েছেন ফুল চাষিরা। অগস্ট মাসে স্বাধীনতা দিবসের সময় ফুলের দাম ভালো ছিল তখন এক কোটি মালা ৭০০ থেকে ৮০০ টাকায় পাইকারি বাজারে বিক্রি হত।

একটি গাঁদা ফুলের মালা বিক্রি হত ৩০ থেকে ৪০ টাকা দরে। কিন্তু স্কুলের উৎপাদন মার খাওয়ায় সেই দাম অনেকটাই চড়ে গিয়েছে। চাষীরা জানাচ্ছেন টানা বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ো হাওয়ায় ফুল গাছ সব মাটিতে নুয়ে পড়েছে গত কয়েক দিনে। বহু ফুল চাষের ক্ষেতে জল জমে গিয়েছে। ফুল গাছগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে একটানা বৃষ্টিতে ফুলে পচন ধরেছে। এমত পরিস্থিতিতে বিশ্বকর্মা পুজোতে ফুলের চাহিদা বাড়লেও তার সঙ্গে দাম বাড়বে আকাশ ছোঁয়া। কারণ অধিকাংশ ফুল পচে গিয়েছে।

এদিকে, ফুল গাছের চাষের জমিতে জল জমলে সেই জল সঙ্গে সঙ্গে বের করে দিতে হয়। না হলে ফুল গাছের ক্ষতি হয়। তবে শনিবার থেকে এক নাগাড়ে বৃষ্টি হওয়ায় সেই জল বের করার সুযোগ ফুল চাষিরা পাননি। এসেছে বিশ্বকর্মা পুজো। আর তার আগে নিম্নচাপের বৃষ্টিতে ফুলের ক্ষতি হওয়ায় ফুল চাষিরা মনে করছে তাদের যে ক্ষতি হলো তাতে তাঁরা এই মরশুমে আর লাভের মুখ দেখবে না। খরচের টাকাটুকু উঠবে কিনা তা নিয়ে চিন্তিত ফুল চাষিরা। যদি আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে আজ বিশ্বকর্মা পুজোর দিন থেকে ধীরে ধীরে আবহাওয়ার উন্নতি হতে শুরু করবে। দুর্যোগ কাটবে। সামনে শারদীয়ার হাতে গোনা কয়েকটি দিন। তার আগে ঝলমলে আকাশ হলে হয়তো ফুল চাষের জমিতে ফুল ফোটার পরিবেশ দেখা যাবে। কিন্তু পুজোর সময় যদি ফের নিম্নচাপ বা বৃষ্টি শুরু হয় তাহলে এবছর উৎসবের মরশুমে ফুলের আকাল ঘটবে। চাহিদার তুলনায় ফুলের জোগান না থাকায় বাড়বে আকাশছোঁয়া দাম।



*৯ সেপ্টেম্বর নবান্ন সভাঘরে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, পুজোর আগে জিনিসিপত্রের দাম বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দেয়। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে তিনি বৈঠক ডাকার নির্দেশ দেন। তাই মঙ্গলবারের বৈঠকটি হচ্ছে। খাদ্য সামগ্রীর দাম নিয়ে নবান্নে কিছুদিন আগে মুখ্যসচিব একটি বৈঠক করেন। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হঠাৎ করেই চলে যান। ভিন রাজ্যে আলু পাঠানোর জন্য শর্তসাপেক্ষে ব্যবসায়ীদের অনুমতি দেওয়া হয়। তার আগে ভিন রাজ্যে আলু পাঠানোয় নিষেধ ছিল। নবান্নের বৈঠকে রাজ্য সরকারের তরফে ব্যবসায়ীদের সংগঠনগুলিকে জানানো হয়, ভিন রাজ্যে পাঠানো হলেও রাজ্যের বাজারে যেন আলুর দাম না বাড়ে। ২ লক্ষ টন আলু পাঠানোর অনুমতি দেওয়া হয়।*

# মদ খেয়ে পানশালায় গন্ডগোল, হাওড়াতে গ্রেপ্তার তিন পুলিশ কর্মী




**নিজস্ব প্রতিবেদন:** অভয়াকাণ্ডের মধ্যেই পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার তিন পুলিশ কর্মী। সূত্রের খবর, রবিবার রাতে পানশালায় মদ খেয়ে গন্ডগোলের অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধেই। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার সাকরাইল থানার অন্তর্গত আলমপুর সংলগ্ন জালান ১ নম্বর গেটের, ভারত হোটেলে।

১১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন আলমপুর এলাকাতে রাতে মদ খেতে এসে একটি পানশালায় ঝামেলার অভিযোগ ওঠে তিন জন পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে সাকরাইল থানার আধিকারিকরা। অভিযুক্তদের সেখান থেকে আটক করে থানাতে নিয়ে আসার পর গ্রেপ্তার করা হয় ওই তিন পুলিশ কর্মীকে বলেই সাঁকরাইল থানা সূত্রে খবর। ঘটনার সূত্রপাত ঘটে রবিবার রাতে, ওই তিন পুলিশ কর্মী হোটেলে মদ খেয়ে টাকা দিতে অস্বীকার করা নিয়ে গন্ডগোল শুরু হয়। এই ঘটনাতে গ্রেপ্তার হওয়া পুলিশ কর্মীরা হলেন কনস্টেবল পাঞ্জাব মণ্ডল, অস্থায়ী হোমগার্ড বিজয় পাল ও সিভিক ভলান্টিয়ার অরিন্দম কোঙার। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠি জানিয়েছেন, তিন জনকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে মদ খেয়ে ঝামেলা করার অভিযোগ রয়েছে। রবিবার এরা ভারত হোটেলে গিয়েছিলেন। হোটেল থেকে গন্ডগোলের খবর পেয়ে সাঁকরাইল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে চলে আসে। ওই তিনজনকে আটক করে নিয়ে যায়। সোমবার তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ কর্মীদের গ্রেপ্তারের মতো নজিরবিহীন ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।




*কলেজ স্ট্রিট থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে মিছিল করল শিক্ষক সমাজ।*



বাম নেতা কলতান দাশগুপ্তকে নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে প্রতিবাদ মিছিল এসএফআই ডিওয়াইএফআই-এর।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ৩১ ভাদ্র ১৪৩০ মঙ্গলবার

# আরজি করের ঘটনাকে ‘স্টেট স্পনসর্ড ক্রাইম’ তকমা চিকিৎসকদের একাংশের

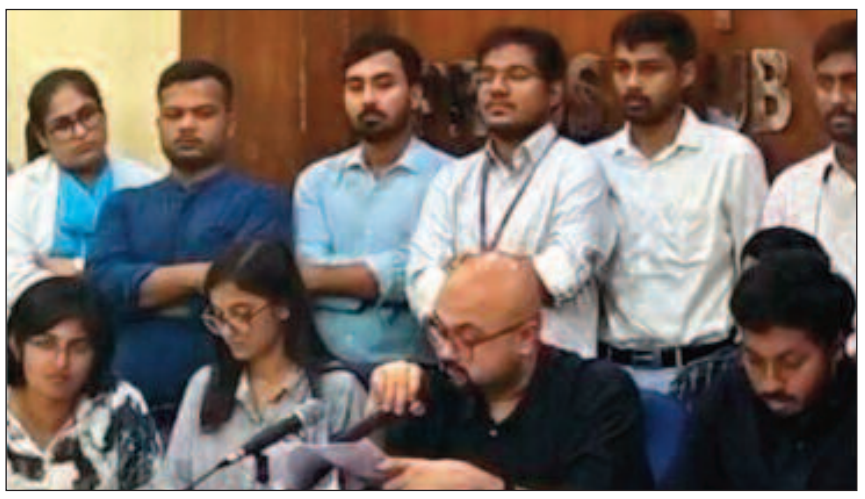



**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আরজি কর কাণ্ডে চাপানউতোর ক্রমশ বাড়ছেই। গত ৯ অগাস্ট আরজি করের সেমিনার হল থেকে তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়। এরপর থেকে জুনিয়র ডাক্তাররা আন্দোলন শুরু করেন। টানা আন্দোলন চালিয়ে যান তাঁরা। পাশাপাশি বিরোধীদের অভিযোগ ওঠে, প্রমাণ লোপাট করা হয়েছে। এদিকে পরপর সরকারের সঙ্গে বৈঠক ভেস্তে যাওয়ার পর আবার সোমবার ১৬ অগস্ট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক ঠিক হয় আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের। এমনই এক প্রেক্ষিতে কালীঘাটে বৈঠকে আগেই দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের চিকিৎসক ও জুনিয়র ডাক্তাররা। সেখানে চিকিৎসকদের অভিযোগ, ‘আরজি করের ঘটনা স্টেট স্পনসর্ড ক্রাইম।’ অর্থাৎ আরজি করের ঘটনাকে ‘রাজ্যের মদতপুষ্ট অপরাধ’ বলে উল্লেখ করেন চিকিৎসকরা।

চিকিৎসক সুবর্ণ গোস্বামী বলেন, ‘আমরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সবরকম নৃশংস ঘটনার নিন্দা করছি। কিন্তু, আরজি করের ঘটনা স্টেট স্পনসর্ড ক্রাইম। হেলথ সিন্ডিকেটের ফল এটা। বর্তমান শাসকদলের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা এই সিন্ডিকেট চালান।’ প্রায় একইসঙ্গে সুর মিলিয়ে চিকিৎসক সিদ্ধার্থ .....বলেন, ‘এটা সাধারণ ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা নয়। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি হয়েছে। যার জেরে এই অপরাধ ঘটেছে। তাই, এই অপরাধ চাপা দিতে এত চেষ্টা হয়েছে। যদি এটা সাধারণ ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা হত, তাহলে তা চাপা দিতে এত চেষ্টা হত না।’ কলকাতার জুনিয়র ডাক্তারদের দাবিগুলিকে তাঁরা সমর্থন করেন বলে জানান চিকিৎসকরা।

অন্যদিকে আবার সুপ্রিম কোর্ট জুনিয়র ডাক্তারদের ১০ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টার মধ্যে কাজে যোগ দিতে বলেছিল। কিন্তু, সেই সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও জুনিয়র ডাক্তাররা কাজে যোগ দেননি। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে এই ইস্যুতে মামলা রয়েছে। তার আগে এদিন জুনিয়র ডাক্তাররা বলেন, ‘আমরাও দ্রুত কাজে যোগ দিতে চাই। কিন্তু, আমরা এখনও হাসপাতালে নিরাপদ মনে করছি না। শুধু সিসিটিভি লাগিয়ে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা যাবে না। যারা আমাদের সহযোগীকে হত্যা করেছে, ধর্ষণ করেছে, তারা এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। তাই আমরা এখনও নিরাপদ বোধ করছি না।’

# বিজেপির ধরনা থেকে নবান্ন অভিযানের ডাক মিঠুনের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আরজি কর ইস্যুতে সোমবার ফের পথে নামতে দেখা গেল বাংলার রুপোলি পর্দার মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তীকে। সোমবার বিকেলে বিজেপির ধর্না অবস্থানের শেষ দিন ডোরিনা ক্রসিংয়ের সভামঞ্চে হাজির হন তিনি। আরজি করে চিকিৎসকের খুন ও ধর্ষণ কাণ্ডের পর ভিডিও বার্তায় ঘটনা তীব্র নিন্দা করতে দেখা গিয়েছিল মিঠুনকে। শুধুমাত্র ভিডিও বার্তা দেওয়াই নয়, নাগরিক সমাজের ডাকে স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ি থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত একটি প্রতিবাদ মিছিলের আগে অংশও নেন তিনি। এরপর সোমবার বিজেপির ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কমিটির অন্যতম সদস্য মিঠুন চক্রবর্তী দলের রাজনৈতিক কর্মসূচির শেষ দিনের ধর্না অবস্থানে ধর্মতলায় হাজির হয়ে বক্তব্য রাখেন।

এদিনের সভায় মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, ‘আবার নবান্ন অভিযান হবে। আমি থাকব। এই অভিযান আর ব্রিজে গিয়ে থামবে না। ১৪ তলায় গিয়ে থামবে। তৈরি থাকুন। দিন এসে গিয়েছে, আত্মহুতি দিতে হতে পারে। আমাদের তৈরি থাকতে হবে। ওরা গুলি চালাবে, আমরা সামনে থাকব। কত গুলি চালায়, চালাক। কিন্তু আমাদের ১৪ তলায় গিয়ে থামতে হবে। উৎসবের বিপক্ষে নই আমি। তিলোত্তমা চলে গিয়েছে আর ফিরবে না। উৎসব যাঁরা করবেন, তারা আগে তিলোত্তমাকে সামনে রেখেই মর্যাদা দেবেন। যতক্ষণ না বিচার পাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভুলব না। বিজেপিকে সবাই আন্ডার এস্টিমেট করে। বিজেপি হেরে যায়নি। আমাদের গ্রোথ হচ্ছে। আমরা বাড়ছি। হয়তো কিছু ভুল হয়েছিল। হয়তো কিছু লোভ বেশি ছিল। আমরা জিতব। আমরা তিলোত্তমাকে ভুলতে দেব না।’

আরজি কর ঘটনার পরে পরেই মিঠুন চক্রবর্তী এক ভিডিও বার্তায় আগেই বলেছিলেন, ‘আমি অনেকদিন ধরে অনেক জায়গায় অনেকবার এই কথাটা বলে এসেছি যে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা খুবই ভয়াবহ হয়ে উঠবে। কী বলব, বাঙালি হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছি। নির্যাতিতার পরিবারের প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি রইল। আর যারা যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাড়াতাড়ি তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়া হোক।’

# নিম্নচাপ সরল ঝাড়খণ্ডে, আবহাওয়ার উন্নতির সম্ভাবনা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** নিম্নচাপ সরছে ঝাড়খণ্ডে। সোমবার সকালের পর শক্তি হারিয়ে অতি গভীর নিম্নচাপ থেকে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে সিস্টেম। তবে এই প্রক্রিয়া হচ্ছে অত্যন্ত শ্লথ গতিতে, এমনটাই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

নিম্নচাপের জেরে শনিবার থেকেই একটানা বৃষ্টিতে নাজেহাল রাজ্যবাসী। তবে মঙ্গলবার থেকে আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতি হবে দক্ষিণবঙ্গে। শুক্রবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কমবে উত্তরবঙ্গেও। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে।

এর পাশাপাশি মঙ্গলবার থেকে আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতি হবে দক্ষিণবঙ্গেও। কলকাতায় সোমবার ছিল মূলত মেঘলা আকাশ। বেলার দিকে বৃষ্টি কমে। মেঘলা আকাশ ও বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা অনেকটাই কমেছে। মঙ্গলবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতির সম্ভাবনা। শুক্রবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, সোমবার কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ১.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। রবিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ৯৫ থেকে ৯৮ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা শহরে তাপমাত্রা থাকবে ২৫ থেকে ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। গত ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে ৩৬.৬ মিলিমিটার।

# ভস্মীভূত তপসিয়ার অ্যালুমিনিয়াম কারখানা



**নিজস্ব প্রতিবেদন:** শহরে ফের অগ্নিকাণ্ড। তপসিয়ার ৮ নম্বর অবিনাশ চৌধুরী লেনের একটি অ্যালুমিনিয়াম কারখানায় আগুন। আগুনের খবর পেতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের ৯টি ইঞ্জিন। ঘিঞ্জি এলাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে, কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই কারখানাটিতে অ্যালুমিনিয়ামের সামগ্রী তৈরি করা হতো। সোমবার সকালে হঠাৎ ওই কারখানার ভিতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন স্থানীয়রা। তড়িঘরি আগুন নেভানোর কাজে হাত দেন স্থানীয় বাসিন্দারাই। কিন্তু দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে দ্রুত। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে প্রথমে আসে দমকলের ২টি ইঞ্জিন। পরিস্থিতি বুঝে পরে আরও তিনটি ইঞ্জিন আসে। এরপর আগুন নেভানোর চেষ্টা চালাতে থাকে দমকলের ৯টি ইঞ্জিন। বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ দমকল আধিকারিকরা জানান, আগুন আয়ত্তে, তবে এখনও পুরোপুরি নেভানো সম্ভব হয়নি। কী থেকে আগুন লেগেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিটের জেরেই আগুন লাগে। সারা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ‘সকাল সাড়ে সাতটায় আগুন লাগে। অ্যালুমিনিয়ার ফ্যাক্টরিতে একটা ঘরে আগুন লেগেছিল। মুহূর্তের মধ্যে সব কটা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে।’ ঘিঞ্জি এলাকায় বসতবাড়িও থাকায় আতঙ্কিত রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সূত্রে খবর, কারখানার ভিতরের সামগ্রী প্রায়ই ভস্মীভূত।

# মৌসুমীকে বিদ্রুপে সমাজমাধ্যমে ঝড়, বিপাকে দেবাংশু ও কুণাল

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আরজি কর-কাণ্ডে পর পথে নামতে দেখা গেছে বাম ঘেঁষা অভিনেত্রী মৌসুমা ভট্টাচার্যকে। এরপরই মৌসুমী বলেন, ‘কুণাল ঘোষ ও দেবাংশু ভট্টাচার্যকে জনগণ যে দিন হাতে পাবেন, সে দিন ওদের কে বাঁচাবে আমি দেখব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু ওদের বাঁচাতে আসবেন না।’

মৌসুমীর এই ভিডিয়োটি নিজের ফেসবুকে ভাগ করে নেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল। সঙ্গে জুড়ে দেন দেবাংশুকে। কুণাল ব্যঙ্গ করে লেখেন, ‘হ্যাঁ রে দেবাংশু, তোর পাত্রী দেখার কাজটা এগোব?’ এরই পাশাপাশি মৌসুমীর পেশা এবং চেহারা নিয়ে কটূক্তি করতে দেখা যায় দেবাংশুকে। তৃণমূল নেতা করা এই মন্তব্যের জেরে সমাজ মাধ্যমে সোচ্চার হন বঙ্গের নানা স্তরের মানুষ। একইসঙ্গে গর্জে উঠতে দেখা যায় রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীলেখা মিত্র, সৌরভ পালধিকেও।

নেটাগরিকদের একটা বড় অংশের দাবি মৌসুমীর চেহারা নিয়ে কটাক্ষ করেছেন দেবাংশু। পরে অবশ্য নিজের পোস্টে ‘বদন বিগড়ে গিয়েছে’ অংশটি মুছে ফেলেন। তবে দেবাংশুকে সমালোচনা করতে ছাড়েননি রাহুল। তিনি লেখেন, ‘এরা দেবে ধর্ষকদের সাজা?’ অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র অবশ্য কুণাল ও দেবাংশুর পোস্টের প্রতিছবি দিয়ে লেখেন, ‘এরাই সুযোগ পেলে ধর্ষক হবে।’ পাশপাশি দেবাংশু বাবা, মা-কে টেনে অভিনেত্রী লেখেন, ‘কত বড় স্পর্ধা। ওর বাবা-মায়ের লজ্জা হয় না এমন ছেলে জন্ম দিয়ে?’ নাট্যকর্মী সৌরভ পালোধি এই পোস্টের প্রতিছবি দিয়ে লেখেন, ‘দু’জনেই তৈরি থাকুন। সুব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই অসভ্যতাকে প্রশ্রয় দেবেন না।’ এই ঘটনার পর মৌসুমী নিজে প্রতিক্রিয়া দিয়ে লেখেন, ‘একটু যদি পড়াশোনা করতো, হায়রে ভগবান ক্ষমা করে দিও।’

# উচ্চ প্রাথমিক নিয়ে হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিমে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** দীর্ঘ ৮ বছরের আইনি জট কাটিয়ে অগাস্ট মাসে উচ্চ প্রাথমিকে ১৪,০৫২ জনকে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। যা নিয়ে আশায় বুক বাঁধছিলেন চাকরিপ্রার্থীরা। তবে এরই মাঝে কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হল মামলা।

সূত্রের খবর, হাইকোর্টের নিয়োগের নির্দেশ সংরক্ষণ নীতির বিরোধী, এই দাবি তুলে সুপ্রিম কোর্টে যান বেশ কিছুজন চাকরিপ্রার্থী। দায়ের হয় মামলা। চলতি সপ্তাহেই সর্বোচ্চ আদালতে মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। প্রসঙ্গত, হাইকোর্টে আইনি জটে আট বছর ধরে উচ্চ প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে ছিল।

২০১৬ সালে উচ্চ প্রাথমিকের ১৪ হাজার ৩৩৯টি শূন্যপদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে রাজ্য সরকার। এদিকে এসএসসি বলেছিল প্রাইমারি টেট উত্তীর্ণদের পরীক্ষায় বসার যোগ্য। সেই নিয়েই শুরু হয় টানাপোড়েন। এরপর হাইকোর্টে মামলা গেলে বিচারপতি মৌসুমী ভট্টাচার্য গোটা মেধাতালিকা বাতিল করে নতুন মেধাতালিকা তৈরির জন্য স্কুল সার্ভিস কমিশনকে নির্দেশ দেন। সেই অনুসারে ২০২১ সালে কমিশন জানায়, ওএমআর শিট পুনরায় মূল্যায়ন করে ১ হাজার ৪৬৩ জনকে ওই মেধাতালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। এই নির্দেশের বিরোধিতা করেই আবার বাদ পড়া প্রার্থীরা ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন। একাধিক মামলায় যুক্ত হন তারা। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলা উঠলে আদালতের পর্যবেক্ষণ, ওই ১ হাজার ৪৬৩ প্রার্থীকে যে প্রক্রিয়ায় বাদ দেওয়া হয়েছিল তা সঠিক ছিল না, বাদ পড়া ১,৪৬৩ জনকে মেধাতালিকায় সংযুক্ত করতে হবে বলে নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট।

এরপর গত ২৮ অগাস্ট বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চের রায় ছিল, ৪ সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ মেরিট লিস্ট অর্থাৎ মেধাতালিকা প্রকাশ করতে হবে।

# বাংলার মানুষ তৃণমূলকে ঝেটিয়ে বিদায় করবে: গার্গী চট্টোপাধ্যায়

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** যুব আন্দোলনের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব কলতান দাশগুপ্তকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সোমবার বিকেলে জগদ্দল থানা ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছিল বামেরা। এদিন সিপিএমের ভাটপাড়া-জগদ্দল ও শ্যামনগর লোকাল কমিটির উদ্যোগে আতপুর বাজার থেকে জগদ্দল পর্যন্ত মিছিল করেন বাম ছাত্র-যুব-মহিলারা। মিছিল শেষে তারা কিছুক্ষণ থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভ শেষে তাঁরা থানায় স্মারকলিপি জমা দেন। এদিনের কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে বাম নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায় দাবি করেন, ‘বাংলায় জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। বাংলার মানুষ ঝাঁটা হাতে প্রস্তুত আছেন। বাংলার মানুষ তৃণমূলকে ঝেটিয়ে বিদায় করবে। তাঁর কটাক্ষ, ছয়মাস ধরেও কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বর মিলল না। অথচ কণ্ঠস্বর না মিলিয়ে যুব নেতা কলতান দাশগুপ্তকে গ্রেপ্তার করা হল।’ জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলন নিয়ে তাঁর মন্তব্য, ‘জুনিয়র চিকিৎসকরা স্বাস্থ্য ভবন এবং হাসপাতালের দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছেন। আশা করছি, আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা নতুন দিশা দেখাবেন।’

# মিসলিড করেছেন সন্দীপ, দাবি সিবিআইয়ের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে রয়েছে আরজি কর মামলার শুনানি। তার আগে বড় বিপদ বাড়ল আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের। কারণ, পলিগ্রাফ টেস্টের রিপোর্ট বলছে, সিবিআইকে মিসলিড করেছেন সন্দীপ। তদন্তে উঠে আসছে, আরজি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ খুনের ঘটনা ৯টা ৫৮ মিনিটে জানতে পারেন সন্দীপ ঘোষ এবং সকাল ১০টা ০৩ মিনিট থেকেই বারবার টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের সঙ্গে কথা বলেছেন সন্দীপ ঘোষ। যদিও অভিজিৎ মণ্ডল সিবিআই-এর কাছে সেই কথোপকথনের বিষয়টি অস্বীকার করে গিয়েছেন। সিবিআই-এর তরফে দাবি করা হয়েছে, অভিজিৎও তথ্য প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করেছেন। ওসি হিসাবে নিজের দায়িত্ব পালন করেননি।

এদিকে সিবিআই-এর তরফ থেকে আগেই দাবি করা হয়েছিল, সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডলের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। সেই কথোপকথনের প্রমাণ রয়েছে সিবিআই-এর হাতে। রবিবারের শুনানি শিয়ালদা আদালতে সে বিষয়টি উল্লেখ করেন সিবিআই-এর আইনজীবী।

শুধু তাই নয়, সিবিআই-এর আইনজীবী এদিন আদালতে সওয়াল করতে গিয়ে জানান, ‘কল রেকর্ডিং ডিটেলস-এ সন্দীপের সঙ্গে কথোপকথন আছে। এরমধ্যে ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। আমরা সত্যি সামনে আনতে চাই।

# সন্দীপের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ, জানতে চাইল ন্যাশানাল মেডিক্যাল কমিশন

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা জানতে চেয়ে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলকে এবার চিঠি দিল ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন। কেন সন্দীপ ঘোষের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হল না তাও এই চিঠিতেই জানতে চেয়েছে জাতীয় মেডিক্যাল কমিশন।

ওদিকে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের তরফে মেডিক্যাল কাউন্সিলের রেজিস্ট্রারের বক্তব্য, গত সপ্তাহের শেষ ওয়ার্কিং ডে-তে তাঁরা চিঠি পেয়েছেন। তারপর তিন দিন ছুটি ছিল। ছুটি থাকায় তাঁরা উত্তর দিতে পারেননি। মঙ্গলবারই তাঁরা ওই চিঠির উত্তর দেবেন। এখন সন্দীপ ঘোষের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা না করা প্রসঙ্গে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের বক্তব্য, কাউন্সিলের নিয়ম অনুযায়ী যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ দোষী সাব্যস্ত হচ্ছেন, ততক্ষণ তাঁর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা যায় না। কিন্তু কেউ যদি অবাঞ্ছনীয় কোনও কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন, তাহলে সে ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কাউন্সিলের পরিচালন সমিতির বৈঠক ডাকতে হয়। আর সেই বৈঠক ডাকার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সভাপতি নেবেন।

প্রসঙ্গত, দুর্নীতির অভিযোগের পর খুন ও ধর্ষণের মামলাতেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে। একইসঙ্গে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার টালা থানার তৎকালীন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। তাঁর বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ লোপাট ও ইচ্ছাকৃতভাবে দেরিতে এফআইআর করার অভিযোগ উঠেছে। আদালতে সিবিআইয়ের বিস্ফোরক দাবি, আরজি কর-কাণ্ডে সন্দীপ ঘোষ ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যান্যদের সঙ্গে মিলে ওই চিকিৎসকের মৃত্যু দেরিতে ঘোষণা করেন। এফআইআর দেরিতে রেজিস্টার করা হয় যাতে ওই ঘটনায় সাক্ষ্যপ্রমাণ নষ্ট করা যায়। পরিকল্পিতভাবেই দেরি করা হয়েছে। এই এফআইআর দেরিতে করা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সুপ্রিম কোর্টেও।

# টানা বৃষ্টিতে টিটাগড়ের ভেঙে পড়ল প্রাচীন বাড়ির একাংশ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ দশায় পরিণত বাড়ির সংখ্যা শিল্পাঞ্চলে প্রচুর। টিটাগড় পুর অঞ্চলেও রয়েছে বেশ কয়েকটি বাড়ি। কালের নিয়মে সেই বাড়িগুলোর এখন জীর্ণ দশা। রবিবার রাতে টিটাগড়ের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের উড়ান পাড়ায় এমনই একটা শতাব্দী প্রাচীন জীর্ণ বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ল। স্থানীয়দের দাবি, দু’তিনদিন ধরে একনাগাড়ে বৃষ্টির জেরেই ওই বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়েছে। বাড়ি ভেঙে পড়ার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন টিটাগড় পুরসভার পুরপ্রধান কমলেশ সাউ, স্থানীয় কাউন্সিলর মুজিবর রহমান, টিটাগড় থানার পুলিশ ও দমকল কর্মীরা। স্থানীয়দের দাবি, ভারাটে-মালিক কজিয়ার জেরে দীর্ঘদিন ধরে প্রাচীন বাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয় নি। ফলস্বরূপ বাড়িটি বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ে ছিল। পুরসভার তরফ থেকে একাধিকবার জরাজীর্ণ বাড়িটিকে সংস্কার করার নোটিশও দেওয়া হয়েছিল। তবুও সংস্কার করা হয়নি। ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে টিটাগড় পুরসভার পুরপ্রধান কমলেশ সাউ বলেন, ‘দু’দিন ধরে টানা বৃষ্টির জেরে পুরানো বাড়িটির একাংশ ভেঙে পড়েছে। যদিও পুরসভার তরফ থেকে আগেই নোটিশ দেওয়া হয়েছিল বাড়িটি সংস্কার করার। কিন্তু কোনও কারণবশত সংস্কার হয়নি। ওই বাড়িতে বর্তমানে দুটো ভাড়াটিয়া পরিবার বসবাস করেন। ঘটনায় একজন সদস্যের মৃদু আঘাত লেগেছে।’ পুরপ্রধান আরও বলেন, ‘পুর অঞ্চলে কয়েকটি বাড়ি এখনও বিপজ্জনক অবস্থায় আছে।

**রোগীমৃত্যু ঠেকাতে ‘মে আই হেল্প ইউ’ বুথ চালু করল রাজ্য:** জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি এখনও অব্যাহত। রাজ্য সরকারের বারবার অনুরোধ করার পরও তাঁরা কাজে ফিরতে নারাজ। রাজ্য সরকারের দাবি, পরিষেবা না পেয়ে রাজ্যে ২৯ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ৭ হাজার রোগী অপারেশনের জন্য অপেক্ষা করছেন। এরকম অবস্থায় রোগীদের সহায়তায় রাজ্য সরকার ‘মে আই হেল্প ইউ’ বুথ চালু করতে চলেছে। রোগীদের বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা পেতে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য ‘মে আই হেল্প ইউ’ বুথ খুলছে রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর। আপাতত কলকাতার ৭টি জায়গায় ওই বুথ খোলা হচ্ছে।এইসব বুথের কাজ হল বিভিন্ন হাসপাতালে রোগী ভর্তি করতে সাহায্য করা ও দ্রুত রোগী ভর্তি নিশ্চিত করা। শুধু তাই নয়, এখানে পাওয়া যাবে অ্যাম্বুল্যান্সও। রোগীদের হয়রানি যাতে কমে তার জন্য হাত বাড়িয়ে দেবে বুথগুলি। ওইসব বুথ খোলা হচ্ছে সাঁতরাগাছি বাসস্ট্যান্ডের কাছে কোণা এক্সপ্রেসওয়েতে, নিবেদিতা সেতুর টোল প্লাজার কাছে, কামালগাজি মোড়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে, তারাতলা মোড়, রাজারহাটে মঙ্গলদীপ আন্ডারপাস, জোকা ট্রাম ডিপো এবং গড়িয়ায়।

## সম্পাদকীয়

### তিলোত্তমার মায়ের বুকের ভিতরের অন্ধকারকে আমরা কি উৎসবের আলোয় ভরিয়ে দিতে পারবো?

যখন রাজ্য জুড়ে তিলোত্তমার নৃশংস ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে শোকের আবহ চলছে, তখন মুখ্যমন্ত্রীর উৎসবে ফেরার আহ্বান যেন 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে'র মতো। কেউ ভাবতে পারছেন না; মা, মাটি, মানুষের সরকার এতটা অসংবেদনশীল হতে পারে। হাসপাতালের পরিষেবা যাতে বিঘ্নিত না হয়, তা দেখা অবশ্যই মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কিন্তু কোন পরিস্থিতিতে জুনিয়র ডাক্তাররা আন্দোলন করছেন, তা বিচার করার দায়িত্বও তো ছিল তাঁরই। অথচ তিনি বললেন; অনুরোধ করব, পুজোতে ফিরে আসুন, উৎসবে ফিরে আসুন। শোকের আবহে এই আবেদন কতটা মানবিক আর কতটা প্রচ্ছন্ন হুমকি; তা রাজ্যের মানুষকে নিশ্চয়ই ভাবিত করবে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আরও যা বলেছেন; প্রতি দিন রাতে রাস্তায় মাইক লাগালে অনেক বয়স্ক মানুষের ঘুমের অসুবিধা হয়। রাতে মাইক বাজানো যাবে না, ইত্যাদি। মুখ্যমন্ত্রী কি জানেন এখনও পাড়ায় পাড়ায় জলসা থেকে শুরু করে, রাজনৈতিক জনসভা, বিভিন্ন উৎসব আর অনুষ্ঠানে তারস্বরে গভীর রাত পর্যন্ত মাইক বাজে? প্রশাসন কি এই সবের বিরুদ্ধে কোনও দিন সক্রিয় ভাবে ব্যবস্থা করেছে? বরং দেখা গেছে প্রতিবাদী মানুষদের আক্রান্ত হতে। তিলোত্তমার মা বলছেন তাঁর ঘরের আলো নিবে গেছে। আমরা পারব কি অন্ধকারে ঘিরে থাকা তাঁর মনের ভিতরটাকে উৎসবের আলোয় ভরিয়ে দিতে?

### শব্দবাণ-৪৭

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | ২ | ■ | ৩ | | ৪ |
| | ■ | | ■ | | ■ | |
| ৫ | | | ■ | ৬ | | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ৭ | | ৮ | ■ | ৯ | | ১০ |
| | ■ | | ■ | | ■ | |
| ১১ | | | ■ | ১২ | | |

শুভজ্যোতি রায়

**সূত্র—পাশাপাশি:** ১. চট্টগ্রামের প্রাচীন নাম ৩. সরীসৃপ ৫. পর্বতের নীচের দিকে অঞ্চল ৬. শবাধার ৭. তালগাছের — হাত ৯. স্বার্থ, প্রয়োজন ১১. বিনিময় ১২. পাজি, দুষ্ট।

**সূত্র—উপর-নীচ:** ১. চালু ২. ঝুলের মাপ ৩. অসত্য, মিথ্যা ৪. অগ্নি ৭. —ঘর ৮. তেঁতুল ৯. বিন্যাস, গড়ন ১০.পেট।

### সমাধান: শব্দবাণ-৪৬

**পাশাপাশি:** ২. অনুশীলন ৩. ধারাবর্ণনা ৬. খাসনবিশ ৭. আগরবাতি।

**উপর-নীচ:** ১. পরানসখা ২. অনুধাবন ৪. বংশগতি ৫. নানারকম।

### জন্মদিন

### আজকের দিন

*প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি*

১৮৬৭ *বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন।*
১৯৫০ *ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন।*
১৯৮৫ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রবিচন্দ্রন অশ্বিনের জন্মদিন।*

# লাইভ স্ট্রিমিংয়ে কিসের এত ভয় রাজ্যের?

**দিগন্ত চক্রবর্তী**

*'আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা,*
*করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*
*আমি উন্মাদ আমি ঝঞ্ঝা!'*

স্বাধীনতার প্রাক্কালে বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতায় এই লাইনগুলি লিখেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। যদিও প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন, কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থার সাথে 'আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা' এই লাইনটি বোধহয় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কবিতা, সাহিত্য, গান, চিত্রকলা প্রভৃতি বিবিধ গুণসম্পন্না আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীই প্রথম দেখিয়ে দিয়েছেন নিজের বিরুদ্ধেও কিভাবে প্রতিবাদে নামা যায়। আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে তাই তিনি স্বয়ং রাস্তায় নেমেছিলেন, নিজের বিরুদ্ধেই। না না, অবাক হবেন না এও হয়, অন্তত মাননীয়া করেছেন যখন না হয়ে উপায় কই! তার দলের নেতা-কর্মীদের একাংশ আবার আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বারবার বলে বসেছেন 'সিবিআই জবাব দাও'। বাংলায় একটি প্রাচীন প্রবাদ আছে ক্ষ্যমত দোষ, নন্দ ঘোষক্ষ্ম, রাজ্যের শাসকদলের একাংশ এখন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইকেই 'নন্দ ঘোষ' এর স্থানে বরণ করে নিয়েছেন।

আর জি করের ডাক্তার দিদিটির সাথে ঘটে যাওয়া জঘন্য অপরাধকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলন যে গত কয়েক দশকের সর্ববৃহৎ অরাজনৈতিক গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে তা বুঝতে বাকি নেই রাজ্য সরকারের। তাই এই আন্দোলনের অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার নানারকম অপচেষ্টা বারংবার করা হচ্ছে বিভিন্ন তরফ থেকে। সেরকমই এক চক্রান্ত স্বরূপ, এই ঘটনার প্রতিবাদ আন্দোলন থেকে বামপন্থীরা স্লোগান তুলেছেন 'পিতৃতন্ত্র সে আজাদি, মনুবাদ সে আজাদি'। তারা আজাদি চাইছেন মনুবাদ থেকে। সনাতন ধর্মের যে প্রাচীন মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা।' যার অর্থ, যে দেশ নারীজাতিকে সম্মান করে, যে দেশে নারী জাতি পূজিত হয় সেখানে দেবগণ প্রীত হন।

২০১৬ সালে দিল্লির জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে, কুখ্যাত জঙ্গি আফজাল গুরুর ফাঁসির বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনের সেই এক স্লোগান, সেই একই সুর। কিন্তু, আর জি করের এরকম একটি মর্মান্তিক ঘটনাকে সামনে রেখে যারা এই পুরোনো স্লোগানগুলো তুলে নিজেদের রাজনৈতিক অস্থিত্ব রক্ষা করতে চাইছেন তাদের কাছে আমার একটাই প্রশ্ন, লজ্জা করেনা নিজেদের মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতে? মানুষের এহেন ঘৃণ্য স্বরূপ দেখে মনে পরে যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'মনুষ্যত্ব কি' প্রবন্ধের প্রথম লাইন, 'মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া কি করিতে হইবে, আজিও মনুষ্য তাহা বুঝিতে পারে নাই।'

অন্যদিকে, আমজনতার আইওয়াশ করার একটি ভালো উপকরণ হিসেবে রাজ্য সরকার তড়িঘড়ি বিধানসভায় পাশ করিয়েছে অপরাজিতা বিল। ঠিক তেমনই মুখ্যমন্ত্রী ১২ সেপ্টেম্বর হঠাৎ সহৃদয় হয়ে উঠে বলে বসলেন, মানুষের স্বার্থে আমি পদত্যাগ করতে রাজি আছি, আমি পদ চাই না। আপনি যদি পদ নাই চান তাহলে কেনো এই কথা বলার পর এত ঘন্টা কেটে গেলেও মুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন রইলেন? মানুষের আইওয়াশের চক্রান্ত আবারো আপনি স্বয়ং প্রমাণ করে দিলেন।

এতরকম রাজনৈতিক চাপনোতরের মধ্যেও জুনিয়র ডাক্তাররা কিন্তু নিজেদের দাবিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। স্নান-খাওয়া ভুলে একই দাবিতে অনড় হয়ে বিক্ষোভরত দেশের সম্পদ এই জুনিয়র ডাক্তারদের কুর্নিশ জানাতেই হয়। তারা যে অদম্য সাহস ও দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, তা নিশ্চিতভাবে নাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে রাজ্যের শাসকদলের প্রধানের গদিটিকে।



নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'উলঙ্গ রাজা' কবিতার লাইন ধরে বললে, 'রাজা, তোর কাপড় কোথায়?' এই প্রশ্ন আজ তুলছেন আন্দোলনরত শত শত ডাক্তার তথা বিচারের দাবিতে অনড় থাকা আমার-আপনার মত লক্ষাধিক সাধারণ মানুষ। দেশের কোণায় কোণায় আজ ছড়িয়ে পড়েছে একটাই দাবি, 'দোষীর বিচার চাই', 'জাস্টিস ফর অভয়া'।

গত মঙ্গলবার থেকে স্বাস্থ্যভবনের সামনে ধর্নায় বসেছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। পাঁচ দফা দাবি নিয়ে এই অবস্থানে রয়েছেন তারা। 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডাক্তার ফ্রন্ট' -র এই পাঁচদফা দাবির প্রথমেই রয়েছে, ৯ই আগস্টের নারকীয় ঘটনায় জড়িত দোষীদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিহ্নিত করা এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয় দাবি,

তথ্যপ্রমাণ লোপাট এর ঘটনার যে বা যারা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িত তাদের সকলকে চিহ্নিত করে তদন্ত ও বিচারের আওতায় আনা এবং স্বাস্থ্য ভবনের প্রত্যক্ষ মদতে যে দুষ্টচক্র এতে সক্রিয় ছিল তাদের প্রকাশ্যে আনা। স্বাস্থ্যভবনের তরফ থেকে অবিলম্বে সন্দীপ ঘোষ কে সাসপেন্ড করা। তৃতীয় ও চতুর্থ দাবি যথাক্রমে, কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের ইস্তফা এবং চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। পঞ্চম এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দাবি, রাজ্যের প্রতিটি মেডিকেল কলেজে যে ভয়ের রাজনীতির পরিবেশ রয়েছে, যে থ্রেট কালচার রয়েছে তা অবিলম্বে বন্ধ করা। সাথে সাথে, সমস্ত কলেজ কিংবা হাসপাতালের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সমস্ত কমিটিতে গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত জুনিয়র ডাক্তার ও মেডিকেল ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা।

মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনায় বসার জন্য যে শর্তগুলি জুনিয়র চিকিৎসকরা রেখেছিলেন তার মধ্যে প্রধান হলো, অন্তত ৩০ জনের জুনিয়র ডাক্তারদের দলকে এই আলোচনায় অংশগ্রহণে সম্মতি দিতে হবে এবং স্বচ্ছতার জন্য পুরো আলোচনা লাইভ স্ট্রিমিং করতে হবে। 'লাইভ স্ট্রিমিং' শব্দবন্ধটির সাথে অনেকেই ওয়াকিবহাল না থাকলেও এই দু-একদিনে যে পরিমাণে এই শব্দবন্ধটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে তাতে আশাকরি সকলেই এখন এর অর্থ জানেন। জুনিয়র চিকিৎসকের এই দাবি কি খুব অন্যায্য ছিল?

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, আপনি তো বরাবরই লাইভ স্ট্রিমিং করতে ভালোবাসেন বলেই জানি। রাজ্যের বন্যা পরিদর্শনে গিয়ে জলে নেমে যাওয়া হোক কিংবা কোনো প্রকল্পের উদ্বোধন, বা প্রশাসনিক বৈঠক; আপনার লাইভ স্ট্রিমিংগুলো সমাজ মাধ্যমে বেশ হিট হয় বলেও মানতে হয়। তাহলে আজ হঠাৎ কি হল আপনার? কেনো আপনি কোনোভাবেই লাইভ স্ট্রিমিং করতে রাজি হলেন না? যে কারণে ১২ তারিখও জুনিয়র ডাক্তারদের সাথে বৈঠক বাতিল হল। আমার বেশ মনে আছে, একটি রিয়েলিটি শোতে আপনি বলেছিলেন ফোন দেখতে দেখতে হাঁটার কারণে আপনি নাকি খুব হোঁচট খান। মাননীয়া, কি এমন হল আপনি ১২ তারিখ নিজের মোবাইল ফোনটা ছাড়াই মিটিং রুমে ঢুকলেন?

জানেন মাননীয়া, এতদিন যাদের আপনি আইওয়াশ করে এসেছেন, যাদের সামনে সরকারি প্রকল্পগুলিকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যেন আপনার নিজের পকেট থেকে দেওয়া প্রকল্প বলে মনে হয়, তারাও কিন্তু এই স্বতঃস্ফূর্ত গণ আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। আজ আর মানুষের বুঝতে বাকি নেই সরকারি সুযোগ সুবিধা পাওয়া আসলে তাদের হকের জিনিস, এবং সেগুলোর আর্থিক উৎস তাদের দেওয়া রাজস্ব থেকেই আসে। ঠিক তেমনই, আপনি যতই বলুন জুনিয়র ডাক্তাররা সত্যি সত্যি বিচার চাইছে না, আপনি তিনবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু ডাক্তাররা রাজি হননি বলেই নাকি বৈঠক ভেস্তে গেছে; সাধারণ মানুষ কিন্তু বুঝে গেছে কোনটা আপনার আসল উদ্দেশ্য আর কোনটা আইওয়াশ।

মুখ্যমন্ত্রী বলতে চাইছেন এই বৈঠক লাইভ স্ট্রিমিং করাটা নাকি বেআইনি। এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায় একটি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'বিচারাধীন বিষয়ের কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী যে ভাবে লাইভ স্ট্রিমিংয়ে রাজি হননি, তা একেবারেই ওঁর মস্তিষ্কপ্রসূত যুক্তি। বিচারাধীন বিষয় নিয়ে যদি আলোচনা হতে পারে, তা যদি রেকর্ড করা হতে পারে, তা হলে লাইভ স্ট্রিমিংয়ে আপত্তি থাকবে কেন? আইনে এ রকম কিছু নেই'। (সূত্র - আনন্দবাজার অনলাইন)

এত চক্রান্ত, এত হেনস্থা তথা এই প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে একই দাবিতে যে জুনিয়র ডাক্তাররা অবিচল রয়েছেন তাদের জয় হবে নিশ্চয়ই। তবে এ লড়াই যে শুধুমাত্র জুনিয়র ডাক্তারদের লড়াই তা নয় বরং এ লড়াই সমগ্র সমাজের লড়াই, তাইতো সকলে যে যার নিজের সাধ্যমত এগিয়ে এসেছেন। কবিগুরুর ভাষায় বললে, সমগ্র সমাজ আজ বলছে, 'আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।'

বলা যেতে পারে, এই লড়াই, আন্দোলন ডাক্তার দিদিটির সুবিচার পাওয়ার জন্য আন্দোলনের সাথে সাথে সমাজের খারাপগুলোকে পরিবর্তনের এক স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক আহ্বানও বটে। এই লড়াইয়ের উদ্দেশ্য কী তা কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাষায় বললে,

*'চলে যাব - তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ*
*প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,*
*এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি*
*নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।'*

# বেদ বিজ্ঞান: মন্দির ভিত্তিক রাজস্ব রাষ্ট্রের আর্থিক উন্নয়ন

**বৈদিক পন্ডিত ইন্দ্রনীল মুখার্জী**

সমাজে দেবদেবী র মন্দির, ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার দৈনন্দিন কার্যকলাপ, প্রাত্যহিক জীবনে গভীরভাবে স্পর্শ করে ভক্তদের জীবন। মন্দিরগুলি শুধুমাত্র উপাসনার স্থান নয় বরং সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রমের কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করে। ধর্মীয় সমাবেশ এবং সম্প্রদায়ের সু -সংহতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ও হতে পারে। মন্দির-কেন্দ্রিক সমাজগুলি প্রায়ই এমন অঞ্চল বা সভ্যতার সাথে যুক্ত থাকে, যেখানে ধর্ম সংস্কৃতি এবং জীবনধারার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব রাখে।

রাষ্ট্রের রাজস্ব আদায়।ধর্মীয় স্থান থেকে অর্থ ভান্ডারে জমাকৃত রাশি কয়েক লক্ষ নয়, কয়েক হাজার কোটি টাকা। ধর্মীয় স্থানগুলি হল রাষ্ট্রের উন্নয়নের ভিত। আর্থিক স্থিতি। পবিত্র মন্দিরে দান ধ্যান করেন ভক্ত বৃন্দ। এমনকি বিদেশি পর্যটকরাও।

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সম্পূর্ণ তথ্য না থাকলেও, গুপ্ত ভাবে ভক্তবৃন্দরা দান করেন সোনারবাট সোনার গহনা, স্বর্ণমুদ্রা । যা মন্দিরের ট্রাস্টি বোর্ডের জমাকৃত রাশি।

ভারতের ধনীতম মন্দির শ্রী পদ্মনাভ স্বামী মন্দির। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজা হয়। গুপ্তধন হিসেবে পাওয়া যায় এক লক্ষ কোটি টাকার নগদ ও সম্পত্তির কাগজ। তিরুপতি মন্দির ৩০ হাজারের বেশি ভক্ত ৬০ লক্ষ টাকার উপর দান প্রদান করেন ।জম্মু ও কাশ্মীর শ্রী বৈষ্ণ দেবী মন্দির। অনুমান প্রায় ২০০ কিলোগ্রাম সোনা ভক্ত বৃন্দ দান করেছেন মন্দির কর্তৃপক্ষকে। ভগবান শ্রীগণেশ সিদ্ধি বিনায়ক রূপে পূজিত হোন সিদ্ধি বিনায়ক মন্দিরে। মুম্বাইয়ের সর্বাধিক জনপ্রিয় এই মন্দিরে প্রায় ১৫৮ কেজি স্বর্ণ মজুদ রয়েছে। শিরিডি সাই মন্দির। শ্রী সাইবাবা পুজিত হন এই মন্দিরে সরকারি হিসেবে দেখা যাচ্ছে প্রায় ৩৬০ কোটি টাকা আয় করে এই মন্দির কর্তৃপক্ষ। পাঞ্জাবের অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে ৭৫০ কেজির বেশি সোনার অনুদান ও প্রতি বছরে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা দান করা হয়। উড়িষ্যার পুরীর মন্দিরে, প্রভু শ্রী জগন্নাথ মন্দিরে ২৫০ কেজি স্বর্ণ দান প্রতিদান রূপে আছে। প্রতি বছর কোটি টাকা দান পায় ।কেরলের শবরীমালা মন্দিরে আর্থিক অনুদান প্রায় ১০০ কোটি টাকা, ভক্তবৃন্দের কাছ থেকে জমাকৃতরাশি হিসেবে পড়ে। আর স্বর্ণদান? প্রায় ১৫ কেজি প্রতিবছরে।

আরো বিস্ময়কর এবং অজানা তথ্য দ্রাবিড় শৈল্পিক স্থাপত্যের ওপর স্বর্ণ নির্মিত শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বর্ণ গিরি মন্দির ২০২৪ সালে এক বৃহত্তম ধর্মীয় শান্তি কামনার স্থান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ সম্ভব হয়েছে।

আধ্যাত্মিক আত্মদর্শন পরম ঈশ্বরের দর্শন। শান্তি কামনা হলো মন্দিরের প্রধান উদ্দেশ্য। তিরুপতি তিরুমালা ভেঙ্কটেশ মন্দিরের মোট সম্পত্তি ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা। বিভিন্ন ব্যাংকের কাছে গচ্ছিত অর্থ ১৫,৯৩৮ কোটি টাকা। দৈনিক আয় ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকা প্রায় ৬০ থেকে ৭০ হাজার দর্শনার্থী দর্শন করেন মন্দির প্রতিষ্ঠিত দেব শ্রী বিষ্ণু ভগবানকে।

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় অবস্থিত, ইচ্ছাপূরণ দেবী, মা তারা। কলিতে শক্তি। অশুভ নাশিনী দেবী দুর্গার দশমহাবিদ্যা শক্তি নিহিত রয়েছে, নীল সরস্বতী দেবী মা তারার মধ্যে। কৌশিকি অমাবস্যা তিথি মুহূর্ততে, শুধুমাত্র তিন থেকে চার লক্ষ ভক্তদের সমাগম হয় মন্দিরে। ঐ দিনে প্রায় এক কোটি টাকা সংগ্রহ হয় মন্দিরে। এই মন্দির থেকেও সরকারের রাজস্ব আদায় হয়।



কলকাতার কালীঘাট মন্দিরে, ৪ঠা জুলাই ২০২৪ থেকে মন্দিরের আর্থিক দান-অনুদান স্বচ্ছতার ভিত্তিতে, কয়েকজন হালদার সেবক, ট্রাস্টি বোর্ডকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। কালীঘাট মন্দিরের কোষাধক্ষ্য কল্যান হালদার জানান, মন্দিরের ভল্টে অনেক তোলা সোনা আছে। দেবীর গহনা ও স্বর্ণ দ্রব্যের সত্যতা দেখার জন্য ব্যাংকের ভল্ট খোলার আবেদন জানিয়েছেন, জেলা জজ এর কাছে মাননীয় বিচারকের কাছে। কালীঘাট মন্দিরের প্রতিদিন দানের হিসেব কারো কাছে নেই। তবে আনুমানিক হিসাব বলে প্রতিদিন এক থেকে দেড় হাজার ভক্ত দর্শনার্থী মন্দিরে আর্থিক দান করেন।

আসামের নীলাচল পাহাড়ের চূড়ায় মা কামাখ্যা দেবীর মন্দির। অম্বুবাচী তিথি মুহূর্ত, তন্ত্র-মন্ত্র -শক্তিতে দেবী মায়ের মাতৃযোনি নির্গত রক্তিম বর্ণের তরল, মিলিত হয় ব্রহ্মপুত্র নদে। যুগ যুগ ধরে বিশ্বাসী ভক্তবৃন্দ অম্বুবাচী, ছাড়াও প্রতি মাসে প্রতিদিন, অশুভ যোগ নাশ করতে মায়ের কাছে ছুটে আসেন। অতীতে মুসলমান নবাব হোসেন শাহ এবং কালাপাহাড় মন্দির দু দুবার ধ্বংস করে। পুনঃ নির্মাণ করেন কোচ বংশ চোল বংশ রাজারা। আর্থিক আয় বৎসরে প্রায় তিন কোটি টাকার ঊর্ধ্বে। সরকারের রাজস্ব বিভাগ এখান থেকেও রাজস্ব সংগ্রহ করেন।

রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে লাভ প্রাপ্তি হয় মন্দির থেকে। শুধু মন্দির নয় যে কোন ধর্মীয় স্থান থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব আদায় হয়। রাষ্ট্রের উন্নয়নের স্বার্থে তা কাজে লাগে, প্রত্যেকটি প্রাচীন মন্দির সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদানে সফলতা দিয়েছে। জন কল্যাণ কর্মে। ধর্মীয় সংগঠনগুলি একত্রে রাষ্ট্রের পক্ষে কাজ করে। মন্দির বা ধর্মস্থানকে কেন্দ্র করে এক বাণিজ্যিক নগরী গড়ে ওঠে সর্বত্র। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি পূর্ণতা পায়।

মন্দিরের প্রচার জন মানসে এক ধর্মীয় বাতাবরণ তৈরি করে, এর কারণে বহু ভক্ত ছুটে আসেন তার প্রাণের দেবদেবী কে দর্শন করতে। যানবাহন, দোকান, বাজার হাট, নগরী ও ছোট অনুসারী শিল্প সর্বত্র লাভ প্রদানে সক্ষম। মন্দির বা ধর্মস্থানগুলির পাশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আঞ্চলিক মানুষজন আয় করে জীবন যাপন করে।

ভারতবর্ষের রাজস্ব বিভাগ হাজার হাজার কোটি টাকা তীর্থস্থানীয় পর্যটনে আয় করে। মাদুরাই- বেনারস- পুষ্কর- উজ্জয়নী -তারাপীঠ- বৃন্দাবন কালীঘাট।

মন্দির ভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় উন্নতির সূচক। ধর্মীয় সংগঠনের দ্বারা তৈরি হয়েছে বিজ্ঞান চিকিৎসা, বিদেশি এম বি বি এস, বা গুরু কুল আয়ুর্বেদ। শিল্প কেন্দ্রিক কলেজ। তৈরি হয়েছে ধর্মীয় সংগঠনের দ্বারা দাতব্য চিকিৎসালয়, দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র বা চিকিৎসক শিক্ষা দেওয়ার প্রতিষ্ঠান, বিশ্ব বিদ্যালয়। প্রতিদিন দৈনিক আহার দিয়ে ক্ষুধা কাতর মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তি হচ্ছে, ধর্ম স্থান থেকে। মন্দির থেকে রাজস্ব আদায়, রাষ্ট্রের আর্থিক স্থিতি শুভ হবে। ঐ কারনে পন্ডিত কৌটিল্য চানক্য অতীতে অর্থ ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করতে, ধর্মীয় সংগঠনের বা মন্দির সংস্কার চেয়েছিলেন। যেমন কৃষি ও শিল্প বাণিজ্য থেকে আর্থিক রাজস্ব, কর্ম সংস্থান রাষ্টকে দিতে পারে, তেমনি মন্দির বা ধর্মস্থান ও পারে তাদের দান থেকে রাজস্ব, কর্ম সংস্থান দিয়ে রাষ্ট্রের উন্নয়নের ভিত মজবুত করতে।

## আনন্দকথা

কামিনী-কাঞ্চনের ঝড় তুফানগুলো কাটিয়ে গেলে তখন শান্তি।

**(ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগতত্ত্ব — যোগভ্রষ্ট — যোগাবস্থা — "নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম" — যোগের ব্যাঘাত)**

"কারু কারু যোগীর লক্ষণ দেখা যায়। কিগন্তু তাদেরও সাবধান হওয়া উচিত। কামিনী-কাঞ্চনই যোগের ব্যাঘাত। যোগভ্রষ্ট হয়ে সংসারে এসে পড়ে, — হয়তো ভোগের বাসনা কিছু ছিল। সেইগুলো হয়ে গেলে আবার ঈশ্বরের দিকে যাবে, — আবার সেই যোগের অবস্থা। সট্‌কা কল জানো?"

মাস্টার — আজ্ঞে না — দেখি নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ও-দেশে আছে। বাঁশ নুইয়ে রাখে, তাতে বঁড়শি লাগানো দড়ি বাঁধা থাকে। বড়শিতে টোপ দেওয়া হয়। মাছ যেই টোপ খায় অমনি সড়াৎ করে বাঁশটা উঠে পড়ে। যেমন উপরে উঁচুদিকে বাঁশের মুখ ছিল সেইরূপই হয়ে যায়।

*(ক্রমশঃ)*

## লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# হুগলি শিল্পাঞ্চল বন্ধ, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন বিশ্বকর্মা, আক্ষেপ কাজ হারানো শ্রমিকদের



**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** দেখতে দেখতে বিশ্বকর্মা পুজো এসে গেল প্রত্যেক বছরের মতো এ বছর। হুগলি শিল্পাঞ্চলের বন্ধ কলকারখানাগুলির শ্রমিকরা আশা করে থাকেন এই বুঝি বিশ্বকর্মার আশীর্বাদ পাওয়া যাবে কিন্তু সেই আশীর্বাদ আর তারা পায় না। তারা বলেন, বিশ্বকর্মা এই শিল্পাঞ্চল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। উত্তরপাড়া হিন্দমোটর থেকে বাঁশবেড়িয়া পর্যন্ত গঙ্গা পাড়ের শিল্পাঞ্চলগুলির কলকারখানা একের পর এক বন্ধ। একসময় এই কল কারখানাগুলোই চালু ছিল তখন সেখানে এই বিশ্বকর্মা পুজোর সময় রমরমা পুজো হত। শ্রমিকেরা আনন্দ করত এশিয়ার বৃহত্তম মোটর গাড়ির কারখানা ছিল হিন্দমোটরে সেখানে একসময় ১৪০০০ শ্রমিক ছিল আর সেই কারখানা বন্ধ। নেই বিশ্বকর্মা পুজো, শ্রমিকদের হাহাকার। রিষড়ায় অনেক কল কারখানা ছিল এখন সব বন্ধ, দুই একটা হয়তো চলছে। বন্ধ জেকে স্টিল কুসুম কোম্পানি সহ অনেক কারখানা শ্রীরামপুরেও কারখানা বেশ কিছু বন্ধ। এছাড়া রিষড়া শ্রীরামপুর ভদ্রেশ্বর ত্রিবেনীতে বেশ কিছু কারখানা রয়েছে সেগুলো বেশিরভাগ সময় বন্ধ থাকে, আবার কখনো কখনো চালু থাকে। যখন বন্ধ থাকে হাজার হাজার শ্রমিক পথে বসে যায়। একসময় বিখ্যাত ব্যান্ডেল শাহাবগঞ্জের ডানলপ কারখানা বিশাল বড় ছিল হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করতো এখন সেই কারখানা বন্ধ। হাজার হাজার শ্রমিক বেকার। এইসব কারখানা থেকে বিশ্বকর্মা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এক সময় এখানে ঘটা করে বিশ্বকর্মা পুজো হত। বন্ধ কারখানার বেশ কিছু শ্রমিক তারা এখন সেই সব দিনগুলির কথা ভাবে এদের কথা না ভেবেছে বাম ফ্রন্ট সরকার না ভেবেছে বর্তমান রাজ্য সরকার, তাই আক্ষেপ করেন শ্রমিকরা। তারা বলেন, আমরা বেকার, খেতে পারছি না কেউ আর ভাবে না আমাদের কথা। বিশ্বকর্মা পুজো আসলে মন খারাপ হয়। এই কথাগুলো বলেন বন্ধ হিন্দমোটর কারখানার বেশ কিছু শ্রমিকেরা। তারা আরো বলেন, আগে কারখানার বিভাগে বিভাগে বিশ্বকর্মা পুজো হত। আলোকসজ্জা ছিল। এখন সব ফাঁকা শুনশান কারখানায় এখন জঙ্গলে ভরা। কবে বিশ্বকর্মা আশীর্বাদ করবেন মুখ ফিরে তাকাবেন সেই আশায় আছেন শ্রমিকেরা। দিল্লি রোড ও দুর্গাপুর রোডের ধারে কিছু কল কারখানা গড়ে উঠেছে যেখানে বিশ্বকর্মা পুজো হচ্ছে। কিন্তু হুগলি শিল্পাঞ্চলের বন্ধ কল কারখানা নেই বিশ্বকর্মা পুজো। চারিদিকে নীরবতা, তাই শ্রমিকদের আশা কবে আবার দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ফিরে তাকাবেন।

## পোলবায় ভেঙে পড়ল পুরনো দোতলা বাড়ি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পোলবা:** তিনদিন ধরে একনাগাড়ে বৃষ্টি। তারই দাপটে পোলবায় ভেঙে পড়ল পুরনো দোতলা বাড়ি। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে বাড়ির বাসিন্দা হালিমা বিবি আগেভাগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। তাই প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। যে অংশটুকু এখনও রয়েছে, সেটাও ভেঙে পড়লে বড় ক্ষতি হতে পারে, আশঙ্কায় এলাকার লোকজন। কয়েকদিন ধরে একটানা বৃষ্টি হয়। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। পোলবার শুনকো গ্রামে একটি পুরনো দোতলা বাড়ির একাংশ রবিবার ভেঙে পড়ে। সোমবার সকালেও সেই বাড়ির আরও একটা অংশ ধসে যায়। প্রাচীন নড়বড়ে এই বাড়িতে বসবাস করতেন হালিমা বিবি। এত বৃষ্টি, হওয়ায় বিপদ হতে পারে ভেবে আগেই তিনি বাড়ি ছেড়ে তাঁবু খাটিয়ে থাকছিলেন। এলাকার এক বাসিন্দার কথায়, তাঁদের মাটির বাড়ির ওপর ওই দোতলা বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ে। স্বভাবতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাঁদের বাড়ির একাংশও। তবে বাড়ির ভিতরে আসবাবপত্র-সহ বহু জিনিস নষ্ট হয়েছে বলে জানান তিনি। প্রশাসনকে জানালেও ছুটির মরশুমে কতটা কী কাজ হবে, ধন্দ রয়েছে এলাকার বাসিন্দাদের।

# বেড়েছে অজয় নদের জলস্তর, ফেরিঘাট পরিষেবা বন্ধ থাকায় সমস্যা



**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** গত ৩ দিনের লাগাতার ভারী বৃষ্টির জেরে স্তব্ধ হয়ে যায় জনজীবন। গত তিনদিন আগে বাংলাদেশের ওপর সৃষ্টি হওয়া নিম্নচাপের জেরে গত শনিবার থেকে এক নাগাড়ে শুরু হয় দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টি। ৩ দিনের লাগাতার বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়ে কাঁকসার বিভিন্ন এলাকা। নিকাশিনালা সাফাই না হওয়ার কারণে বেশ কিছু রাস্তার উপরে জল জমে যাওয়ায় যাতায়াতের সমস্যা দেখা দেয়। অন্যদিকে অজয় নদে জলস্তর বেড়ে যাওয়ার ফলে বীরভূম থেকে কাঁকসার শিবপুরে আসার ফেরিঘাট পরিষেবা শুরু না হওয়ায় দুই জেলার মানুষের যাতায়াত বন্ধ হয়ে রয়েছে। এর ফলে ক্ষতির মুখে পড়েন দুই জেলার ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, দুই জেলার অনেক ব্যবসায়ী আছেন যারা কাঁচা সবজি ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে অজয় নদের এপার ওপার করেন। বর্তমানে তাদের ব্যবসা প্রায় বন্ধ রয়েছে। অন্যদিকে প্রবল বৃষ্টির জেরে কাঁকসার ডাকবাংলোয় রাস্তার ওপর একটি গাছ পরে গিয়ে ওই রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সেই গাছ কেটে ওই ডাকবাংলো থেকে পানাগড় যাওয়ার রাস্তায় যানচলাচল স্বাভাবিক করা হয় সোমবার বিকালে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গাছের একটি ডাল রাস্তার ধারে এক ব্যক্তির বাড়ির পাঁচিলে পড়ে। পাঁচিল ও লোহার গেট ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তবে করোর প্রাণহানি হয়নি। অন্যদিকে প্রবল বৃষ্টির জেরে কাঁকসার শিবপুরে টুমনি নদীর জল ভাসা পুলের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার ফলে যাতায়াতের সমস্যা দেখা দেয়। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, যেহেতু ওই নদীতে বর্ষা হলেই জল বাড়ে। আর সেই জল ভাসা পুলের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার ফলে বর্ষা হলেই যাতায়াতের সমস্যা হয়। তবে সোমবার বিকালে জল কমে গেলে স্বাভাবিক হয় যান চলাচল। অন্যদিকে কাঁকসার আমলা জোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সিলামপুরে বৃষ্টির জলে জলমগ্ন হয়ে পড়ে বেশ কয়েকটি এলাকা। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সোমবার সকাল থেকেই এলাকার সমস্ত নিকাশি নালা সাফাই করে এবং পাম্পের সাহায্যে বৃষ্টির জমা জল নিষ্কাশন করা হয়। তবে কাঁকসা ব্লকে ভারী বৃষ্টির জেরে তেমন বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি বলেই প্রশাসন সূত্রে খবর।

## এক হাঁটু জল পেরিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে স্থানীয়দের বৈদ্যবাটিতে



**নিজস্ব প্রতিবেদন, বৈদ্যবাটি:** সমস্যায় রয়েছেন বৈদ্যবাটির কৃষকরা। দুই দিনের বৃষ্টিতে জল যন্ত্রণা বৈদ্যবাটিতে, জলের তলায় ঘরবাড়ি থেকে কৃষি জমি। মাথায় হাত চাষিদের। অভিযোগ নেই সুষ্ঠু নিকাশি। বৈদ্যবাটি ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের ধান মাঠ সংলগ্ন নতুন পাড়া এলাকায় একটানা বৃষ্টিতে জলের তলায় একাধিক ঘরবাড়ি। এক হাঁটু জল পেরিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে স্থানীয়দের।

অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই অবস্থাতেই বসবাস করতে হচ্ছে তাদের। অল্প বৃষ্টিতেই রাস্তায় জল জমে যায়। আর দু'দিনের একটানা বৃষ্টিতে কার্যত হাঁটু জলে জনজীবন বিপর্যস্ত ওই এলাকায়। জলের মধ্যেই ঘুরে বেরাচ্ছে সাপ জোক। ভয়ে ভয়ে বাস করতে হচ্ছে তাদের। এলাকা স্থানীয়দের দাবি, সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থা। অন্যদিকে বৈদ্যবাটি ধানমাঠ সংলগ্ন এলাকায় একটানা বৃষ্টিতেই জলের তলায় বিঘার পর বিঘা কৃষি জমি। বর্ষাতেই আমন ধান চাষ করেছিলেন চাষিরা। আর টানা বৃষ্টিতে সেই ধান জমিতেই দাঁড়িয়েছে জল। ফলে বিঘা বিঘা জমিতে ধান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখছেন চাষিরা। দ্রুত আবহাওয়ার উন্নতি না হলে সমস্তটাই নষ্ট হয়ে যাবে বলে দাবি চাষিদের।

চাষিদের অভিযোগ, ধান জমিতে অবৈধ নির্মাণের জন্যই নিকাশি ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। বৃষ্টি হলে জল যাওয়ার কোনও রাস্তা থাকে না। চাষিদের দাবি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থা করা হোক। যদিও নিকাশি ব্যবস্থা না থাকার কথা শিকার করেছেন ওয়ার্ড কাউন্সিলর। তার কথায় এখানে সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থা নেই তার জন্য কৃষকরা দায়ী। বার বার তাদের বসতে বলা হয়েছিল নিকাশির জন্য কিন্তু তারা কেউ বসেননি। জমি জট রয়েছে কিছু সেগুলোর জন্যই নিকাশি গড়ে ওঠেনি।

## বন্যা পরিস্থিতিতে ঘাটালে প্রশাসনিক বৈঠক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর:** ঘাটাল মহকুমার বেশ কয়েকটি ব্লক সহ গ্রাম পঞ্চায়েত জলের তলায়। কয়েকদিনের টানা বৃষ্টির ফলে শিলাবতী, ঝুমি ও কেঠিয়া নদীর জল বেড়ে প্লাবিত হয়েছে ঘাটাল পুর এলাকা, চন্দ্রকোনা সহ ঘাটাল মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকা। রাজ্য সড়ক সহ বিস্তীর্ণ গ্রামীণ এলাকা জলের তলায় রয়েছে। ডুবেছে বিঘের পর বিঘে কৃষি জমি। নৌকো ও ডিঙিতে করে চলছে যাতায়াত। ঘাটালে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস, দাসপুর ও চন্দ্রকোনার বিধায়ক মহকুমার পাঁচটি ব্লকের বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ সভাপতি ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধি সহ প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে ঘাটালের উদ্বেগজনক বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে জরুরি বৈঠক করেন জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরী, পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার এবং জেলা প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা। বৈঠক শেষে ঘাটালের আজবনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের রথীপুর এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি দেখেন জেলা শাসক, পুলিশ সুপার ও জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা।

## উদ্ধার নিষিদ্ধ মাদক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট:** পাচারের আগে উদ্ধার নিষিদ্ধ মাদক। সব মিলিয়ে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের মাদক উদ্ধার হয়। যদিও ঘটনায় কাউকে আটক করতে পারিনি বিএসএফ জওয়ানরা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী শ্রীরামপুর ও বালুপাড়া বিওপি এলাকার ঘটনা। জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ওই এলাকাগুলোতে অভিযান চালায় বিএসএফ জওয়ানেরা। সেই সময় প্রায় ৩ হাজার ৭০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট এবং প্রায় ৩০০ বোতলের কাছাকাছি ফেনসিডিল উদ্ধার করে বিএসএফ। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৬১ নং ব্যাটেলিয়ানের বিএসএফ এর তরফে।


বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

**SBI** — এসবিআই আরএসিপিসি- কাম-এসএআরসি, হাওড়া (১০২৬৩)
২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ই-মেইল- sbi.10263@sbi.co.in
পরিশিষ্ট ৪ [রুল-৮(১)]
**দখল বিজ্ঞপ্তি**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

অ্যাকাউন্ট নং. ৩৮৫১০৩৫০০৩৪ (এইচবিএল টপআপ)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়া** শাখার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২(২০০২ এর নং-৩) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে **০৩.০৫.২০২৪** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রী দেবু কাঁঠাল, বাসস্থান- ৩৩/৪, নবনারীতলা, ১ম বাই লেন, ওয়ার্ড নং- ৪১, হাওড়া-৭১১১০১** -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **৮,৭৬,৮১৮/- টাকা (আট লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার আটশো আঠারো টাকা মাত্র) ০৩.০৫.২০২৪ অনুযায়ী** তদুপরি হাল নাগাদ অর্জিত সুদ পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল ।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও প্রকার লেনদেনে, **৮,৭৬,৮১৮/- টাকা (আট লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার আটশো আঠারো টাকা মাত্র) ০৩.০৫.২০২৪ অনুযায়ী** এবং তদুপরি আরও সুদ, খরচ, আনুষঙ্গিক খরচ, ইত্যাদি, **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়া শাখার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**
(জমি ও বিল্ডিংয়ের বিবরণ)
১ কাঠা ৪ ছটাক এবং ৪২ বর্গফুট পরিমাপের জমি ও তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা কাঠামোর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার অবস্থান- হোল্ডিং নং ৩৩/৪, নবনারীতলা ১ম বাই লেন, মৌজা শিবপুর, জেলা হাওড়া, থানা-শিবপুর, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আওতার মধ্যে ওয়ার্ড নং-৪১এর অন্তর্গত। সম্পত্তিটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:- **উত্তরে-** অজিত বোসের জমি ও বাড়ি দ্বারা; **দক্ষিণে-** ৬ ফুট প্রশস্ত কমন প্যাসেজ দ্বারা; **পূর্বে-** সুরবালা দাসীর জমি ও বাড়ি দ্বারা; **পশ্চিমে-** ৮ ফুট চওড়া নবনারীতলা ১ম বাই লেন এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ড্রেন দ্বারা।
২০০০ সালের দলিল নং-১৭১৭ -এর মাধ্যমে **সম্পত্তিটি শ্রী দেবু কাঁঠালের নামে আছে,** বই- আই, ভলিউম নং- ৩৬, পৃষ্ঠা ১৯১ থেকে ১৯৭ পর্যন্ত, এডিএসআর এবং ডিএসআর- হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ -তে নিবন্ধিত।
তারিখ: ১২.০৯.২০২৪
স্থান: হাওড়া
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া



পাঞ্জাব নैशनल बैंक punjab national bank

সার্কেল অফিস মুর্শিদাবাদ, জেনারেল সার্ভিসেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, গোরাবাজার, পো. এবং থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, www.pnbindia.in

**ব্যাঙ্কের ভেহিকেল বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কের একটি (১) ভেহিকেল কেনার জন্য আগ্রহী ক্রেতাদের কাছ থেকে প্রস্তাব আহ্বান করছে। ভেহিকেলের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

| ক্রম নং | রেজিস্ট্রেশন নং | মেক এবং মডেল | রং | তৈরির বছর | ইঞ্জিন নং | চ্যাসিস নং | বিক্রির মূল্য (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | WB02AJ0924 | Maruti Swift LXI, BS-IV | সাদা | ২০১৬ | K12MN1700643 | MA3EHKD1S00A13393 | ১,১০,৩০০.০০ টাকা |

বিস্তারিতর জন্য দেখুন ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট www.pnbindia.in
কোনও সংশোধনী/সংযুক্তি ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে। দরদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে নিয়মিত আমাদের ওয়েবসাইট দেখতে আপডেটের জন্য।
সার্কেল হেড



নূতন গোয়াড়া সহিষপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
[illegible]



**IDBI BANK**
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি সেল
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল)
এস. সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭,
ফোন নং - ০৩৩ ৬৬৫৫৭৭৬৬/০৩৩ ৬৬৫৫৭৮৩৯

**পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১)] দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড,-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২১.০৪.২০২৩ তারিখে দাবি নোটিশ রেফ : আইডিবিআই/সারফেসি/মহ. শহীদুল ইসলাম** ঋণগ্রহীতা **মহ. শহীদুল ইসলাম (ঋণগ্রহীতা)**, কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩৪,৮৬,৩৮১.০৯ টাকা (চৌত্রিশ লাখ ছিয়াশি হাজার তিনশ একাশি টাকা এবং নয় পয়সা) টাকা ০৯.০১.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড**-এর নিকট বকেয়া **৩৪,৮৬,৩৮১.০৯ টাকা (চৌত্রিশ লাখ ছিয়াশি হাজার তিনশ একাশি টাকা এবং নয় পয়সা) টাকা ০৯.০১.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

**সম্পত্তির বিস্তারিত**
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ একতলা ভবন অবস্থিত হোল্ডিং নং ২৭৪৪/১, মৌলানা আজাদ রোড চন্দননগর, জেএল নং ২৮, আরএস নং ১১৯, তৌজি নং ১৪৬,দাগ নং ৩৩৩ এবং ৩২৩, আরএস খতিয়ান নং ১৩৩, ৫১, ২১৬, এলআর খতিয়ান নং ৫০১, থানা : বারাসত, বারসত পুরসভার ওয়ার্ড নং ৭, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন কোড : ৭০০১২৬, রাজ্য : পশ্চিমবঙ্গ। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৮ ১/২ শতক অবস্থিত মৌজা : চন্দননগর গ্রাম , পরগনা : আনোয়ারপুর, জেএল নং ২৮, আরএস নং ১১৯, তৌজি নং ১৪৬, দাগ নং ৩৩৩ এবং ৩২৩, আরএস খতিয়ান নং ১৩৩, ৫১, ২১৬, এলআর খতিয়ান নং ৫০১, হোল্ডিং নং ২৭৪৪/১, মৌলনা আজাদ রোড, থানা : বারাসত, জেলা : ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ৭, বারাসত পুরসভার অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিনকোড : ৭০০১২৬, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্রাইমারি স্কুল; **দক্ষিণ :** আবদুল মতলেব; **পূর্বে :** রতন বিশ্বাস; **পশ্চিম :** সড়ক।
তারিখ : ১৭.০৯.২০২৪
স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.



Bank of Baroda — ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, যাদবপুর শাখা
২৩, রাজা এস সি মল্লিক রোড, কলকাতা - ৭০০০৩২, পব ভারত, ইমেল : jadavp@bankofbaroda.com
পরিশিষ্ট IV [ রুল -৮(১)]
**দখল নোটিশ**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব বরোদা, যাদবপুর শাখা** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১০.০৬.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স অশ্মি ইলেক্ট্রনিকস, স্বত্বা - শ্রীমতি সোনি কুমারি, ফ্ল্যাট নং ৫, ৪র্থ তল, সোনার তরি অ্যাপার্টমেন্ট, ৩০, ঠাকুরপাড়া রোড, কলকাতা - ৭০০০৯৩ এবং জামিনদাতা - শ্রী অমিত রঞ্জন ফ্ল্যাট নং ৫, ৪র্থ তল, সোনার তরি অ্যাপার্টমেন্ট, ৩০, ঠাকুরপাড়া রোড, কলকাতা - ৭০০০৯৩** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৯,৯৯,৪৫৬.৫০ টাকা (উনিশ লাখ নিরানব্বই হাজার চারশ ছাপান্ন টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) টাকা ১০.০৬.২০২৪ অনুযায়ী (৩০.০৩.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ)** অধার্য সুদ এবং চার্জ সহ নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব বরোদা,** নিকট বকেয়া **১৯,৯৯,৪৫৬.৫০ টাকা (উনিশ লাখ নিরানব্বই হাজার চারশ ছাপান্ন টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) টাকা ১০.০৬.২০২৪ অনুযায়ী (৩০.০৩.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ)** সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্তপরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা : পূর্ব পুটিয়ারি, থানা : রিজেন্ট পার্ক, পো : পূর্ব পুটিয়ারি, জেএল নং ৪৩,তৌজি নং ১৮, আরএস নং ২৭৫, দাগ নং : ২৬৯, আরএস খতিয়ান নং ৬৯, ওয়ার্ড নং ১১৪, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন,জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, প্রেমিসেস নং ৩০, ঠাকুরপাড়া রোড, কলকাতা : ৭০০০৯৩, "**সোনারতরী অ্যাপার্টমেন্ট**" ফ্ল্যাট চতুর্থ তলে, দক্ষিণ পশ্চিম দিকে জি-৩ তলা ভবনে।
**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রী অমিত রঞ্জন এবং শ্রীমতি সোনী কুমারী।**
**উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : পূর্বে :** শ্রী চৌধুরীর ভবন; **পশ্চিমে :** শ্রী নিয়োগীর ভবন ; **উত্তরে :** শ্রী এ সাহার ভবন; **দক্ষিণে :** ১৬ ফুট কেএমসি সড়ক।
তারিখ : ১২.০৯.২০২৪
স্থান : যাদবপুর
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা



ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
**জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ**
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা-৭০০০০১
**দখল বিজ্ঞপ্তি**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪, [ রুল ৮(১)]

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতাগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও কমনভাবে জনকমনকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং কমনভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন যেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
**"আমরা এখানে বিশদভাবে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) ধারার বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।"**

| ক্র. নং. | অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ শাখার নাম | দাবি বিজ্ঞপ্তি ও দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ | দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকায়) | সম্পত্তির বর্ণনা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ১) মেসার্স মিল্টন ল্যাবরেটরিজ (ঋণগ্রহীতা) (স্বত্বা : শ্রী সুদীপ ভৌমিক), ঠিকানা : ১৬৩, এলাচি চক্রবর্তী পাড়া রোড, পো : পশ্চিম জগদ্দল, থানা : সোনারপুর, ওয়ার্ড নং ২৮, কলকাতা : ৭০০১৫১ এবং আরও ১৫/২, কেন্দুয়া মেন রোড, গড়িয়া কলকাতা : ৭০০০৮৪। ২) শ্রী সুদীপ ভৌমিক (স্বত্বাধিকারী/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা), পিতা প্রয়াত শশীকান্ত ভৌমিক, ঠিকানা : ১৫/২, কেন্দুয়া মেন রোড, গড়িয়া, কলকাতা : ৭০০০৮৪, শাখা : লস্করপুর শাখা | ০৭.০৯.২০১৮ এবং ১৩.০৯.২০২৪ | ৩৫,২১,২২০.০০ টাকা (পঁয়ত্রিশ লাখ একুশ হাজার দুশো কুড়ি টাকা) টাকা ০৭.০৯.২০১৮ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ | বন্ধকদত্ত সম্পদ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন শ্রী সুদীপ ভৌমিকের নামে মৌজা : এলাজি,দাগ নং ১৭৯৮,খতিয়ান নং ৪৯২, জেএল নং ৭০, আরএস নং ২২৩, তৌজি নং ৬৩, ৬৪, হোল্ডিং নং ১৬৩,এলাচি চক্রবর্তী পাড়া রেডা, পো : পশ্চিম জগদ্দল, থানা : সোনারপুর, ওয়ার্ড নং ২৮, কলকাতা : ৭০০১৫১। চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্যর সম্পত্তি দাগ নং ১৭৯৯ অধীন,দক্ষিণে : অন্যান্যর সম্পত্তি দাগ নং ১৭৯৮ অধীন; পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি দাগ নং ১৭৯৮ অধীন; পশ্চিমে : সাধারণ চলার পথ। |

দ্রষ্টব্য : অনুগ্রহ করে অবগত হবেন যে এই নোটিশ (তারিখ ১৩.০৯.২০২৪) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে জারিকৃত পূর্বের সকল নোটিশ প্রত্যাহার এবং বাতিল করা হল, সংশ্লিষ্ট আইন এবং রুলসের সংস্থান অধীনে আমাদের কোনও অধিকারের প্রতি বাধ্যবাধকতা ছাড়াই।
তারিখ- ১৩.০৯.২০২৪
স্থান- কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক



**অভয়নগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড**
রেজি নং-৩১৯(এন), তাং-১৮-০৫-১৯৬৪
গ্রাম: -অভয়নগর,পোস্ট অফিস:-সাহেবনগর,থানা:-পলাশিপাড়া,জেলা:--নদীয়া,পিন:-৭৪১১৫৬

স্মারক সংখ্যা-০৫/অভয়নগর/এ.আর.ও তাং- ১৭.০৯.২০২৪

এতদ্বারা অভয়নগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড -এর সমস্ত সদস্য/সদস্যাগণকে অবগত করা হচ্ছে যে সমিতির প্রতিনিধি(Delegate)নির্বাচনের জন্য এই বিজ্ঞপ্তিতে নির্বাচনী নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হইলো (সমিতির নোটিশ বোর্ডে)। প্রতিনিধি (Delegate) নির্বাচন আগামী ০৬.১০.২০২৪ তারিখে অভয়নগর শিশু কল্যান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সকাল ১০ টা থেকে বেলা ৩ টো পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।সমিতির উক্ত ভোট প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম থাকা সমস্ত ভোটারদের ভোটদানে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে এবং নির্বাচনক্ষেত্র অনুযায়ী প্রতিনিধি সংখ্যা এই বিজ্ঞপ্তির সাথে সংযোজিত হইয়া সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হইলো যাহা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগণিত হইবে।নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য জানার জন্য সমিতির কার্যালয়ে যে কোনো কাজের দিন সকাল ১১ টা থেকে বেলা ২ টোর মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।
**বিঃদ্র-** সমস্ত নির্বাচন প্রক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন-২০০৬(ধারা ৩২) ও নিয়মাবলী-২০১১ অনুযায়ী ও পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন অনুসারে পরিচালিত হইবে ।

**সমিতির প্রতিনিধি নির্বাচনের নির্ঘণ্ট**

| ক্রমিক সংখ্যা | বিষয়/বিবরণ | তারিখ | সময় | স্থান |
|---|---|---|---|---|
| ১ | মনোনয়ন পত্র বিলি | এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ১৯ -০৯-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত | সকাল ১১ টা হইতে বেলা ৩ টে পর্যন্ত | সমিতির অফিস |
| ২ | মনোনয়ন পত্র গ্রহণ | ২০ -০৯-২০২৪ ও ২১.০৯.২০২৪ তারিখ | সকাল ১১ টা থেকে বেলা ৩ টে পর্যন্ত | সমিতির অফিস |
| ৩ | মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা | ২৩-০৯-২০২৪ | বেলা ১২ টা থেকে | সমিতির অফিস |
| ৪ | বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ | ২৩-০৯-২০২৪ | মনোনয়নপত্র পরীক্ষার অব্যবহিত পরে | সমিতির অফিস |
| ৫ | মনোনয়ন পত্র/প্রার্থীপদ প্রত্যাহার | ২৪-০৯-২০২৪ | বেলা ৩ টে পর্যন্ত | সমিতির অফিস |
| ৬ | চূড়ান্ত(বৈধ)প্রার্থী তালিকা প্রকাশ | ২৪-০৯-২০২৪ | বেলা ৩ টের পর | সমিতির অফিস |
| ৭ | প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বণ্টন | ২৫ -০৯-২০২৪ | দুপুর ১২ টা | সমিতির অফিস |
| ৮ | প্রয়োজন অনুসারে ভোট গ্রহণ | ০৬-১০-২০২৪ | সকাল ১০ টা থেকে বেলা ৩ টো পর্যন্ত | অভয়নগর শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় |
| ৯ | ভোট গণনা | ০৬-১০-২০২৪ | ভোট শেষ হওয়ার পর | অভয়নগর শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় |
| ১০ | ফল ঘোষণা | ০৬-১০-২০২৪ | ভোট গণনা শেষ হওয়ার পর | অভয়নগর শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় |

স্বা/- পঙ্কজ কুমার রায়
সহকারী রিটার্নিং অফিসার,
অভয়নগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

দ্রষ্টব্য: প্রতিনিধি (Delegate) নির্বাচনের জন্য পরিচালক নির্বাচিত হবার যে যোগ্যতা তা থাকতে হবে। অনুরূপ ভাবে Disqualification বা অযোগ্যতার শর্তাবলীও প্রতিনিধি (Delegate) নির্বাচনের ক্ষেত্রে বলবত থাকবে। [দেখুন: U/S 32(2), (5) with Provisio, (6) (a), (b), (7) and (8). U/S 134 C, (10) (a), (b) and (12) (c) of W.B.C.S Act, 2006 as amended up to date. Rule 42 of W.B.C.S Rules 2011] ভোট প্রদানের সময় সকল ভোটারদের ভারতীয় নির্বাচন স্বীকৃত যেকোনো সচিত্র পরিচয়পত্র সঙ্গে আনার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

# দ্বারকেশ্বর নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত আরামবাগের বিস্তীর্ণ এলাকা

**নিজস্ব প্রতিবেদন,আরামবাগ:** অতি বৃষ্টি ও জলাশয় থেকে ছাড়া জলের চাপে দ্বারকেশ্বর নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত বেশ কয়েকটি এলাকা। আরামবাগ মহকুমার বেশ কয়েকটি এলাকা বন্যায় প্লাবিত। খানাকুলের কিশোরপুর দুই ও কিশোরপুর এক নম্বর অঞ্চলের দ্বারকেশ্বর নদীর বাঁধ ভাঙে এবং আরামবাগ শহরের মনসাতলা এলাকায় বাঁধ ভেঙে যায়। পাশাপাশি দ্বারকেশ্বর নদীর জল উপচে আরামবাগ পুরসভার বেশ কয়েকটি এলাকা জলমগ্ন হয়। এলাকার প্রধান সড়ক জলের তলায়। বিপদের মধ্যে রয়েছেন পুরসভার ১৫, ১৮, ২, ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মানুষ জন। দ্বারকেশ্বর নদীর জলের চাপে আরামবাগের দৌলতপুর এলাকায় বাঁধে ফাটল দেখা দিয়েছে। সেই ফাটলের মধ্যে দিয়েই জল ঢুকছে এলাকায়। গত বছরেও একই স্থানে বাঁধে ফাটল ধরে এলাকায় জল ঢুকে পড়ে প্লাবিত করেছিল। অপরদিকে দ্বারকেশ্বর নদের ভয়ংকর পরিস্থিতি। আরামবাগের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কালিপুর এলাকায় নদের জল উপচে বইছে রাস্তার উপর দিয়ে। ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে বাঁধ মেরামতির কাজ চলছে। জরুরি ভিত্তিতেই

বাঁধ মেরামতির কাজ চলছে। টানা তিন দিনের অতিবৃষ্টির জলে প্লাবিত হয়েছে গোঘাটের বিস্তীর্ণ এলাকা। উঁচু উঁচু রাজ্য সড়কের ওপর দিয়েও যেমন বন্যার জলের স্রোত বইছে তেমনি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন স্কুল কলেজেও ঢুকতে শুরু করেছে জল। কামারপুকুর কলেজে বন্যার জল ঢুকেছে। তাছাড়াও গ্রামের রাস্তাগুলিও ডুবতে শুরু করেছে বন্যার জলে। অপরদিকে ত্রাণ সামগ্রী না পেয়ে পথ অবরোধ বন্যা দুর্গতদের। ত্রাণের দাবিতে বিডিওকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ। আরামবাগের গির্জাতলা-পার্বতীচক এলাকায় বন্যা দুর্গতরা ত্রাণ না পেয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ বন্যা দুর্গতদের। বিক্ষোভ চলাকালীন আরামবাগের বিডিও অনন্যা ঘোষ এলাকার কি পরিস্থিতি তা খতিয়ে দেখতে হাজির হওয়া মাত্রই তাকেই ঘিরে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখালেন বানভাসিরা। বন্যা দুর্গতদের দাবি, নদীর জল উপচে পড়েছে এলাকায়। এরই মধ্যে তাদের খাবার দাবারের রসদ শেষ। ত্রাণ সামগ্রী না পেয়ে তারা পথ অবরোধ করতে বসেন। বিডিও অন্যন্যা বিশ্বাস বলেছেন, শুকনো খাবার দেওয়া হয়েছে। খাবার বানিয়েও দেওয়া হবে। আরামবাগের বিধায়ক মধুসূদন বাগ বলেন, দ্বারকেশ্বর নদীবাঁধ সংস্কারের জন্য কয়েক কোটি টাকা খরচ হয়ে গেলেও ২০২৪ সালে আবারও কিভাবে নদী বাঁধ ভেঙে পড়ে। নদীর বাঁধ মেরামতের বিষয়ে আরামবাগ বিধায়ককে অন্ধকারে রেখে কাজ করা হয়। অতিবৃষ্টি ও দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে কয়েক হাজার কিউসেক জল ছাড়ার ফলে দ্বারকেশ্বর নদী বাঁধ ভেঙে যায়। অন্যদিকে হুগলি জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখ্যার্জী বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বন্যা মোকাবিলা করার জন্য প্রশাসনের সকল স্তরে আধিকারিকরা উপস্থিত আছেন। পর্যাপ্ত শুকনো খাবার ও ত্রিপল পাঠানো হয়েছে। প্রয়োজনে স্পিডবোট আনা হচ্ছে।

# ইউনিয়ন অফিসের দরজা বন্ধ করে হকারদের বেধড়ক মারধরের অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, গোবরডাঙা:** অভয়ার বিচার চেয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের সমর্থনে হকারদের প্রতিবাদ মিছিল শুরুর আগেই কয়েকজন হকারকে তুলে নিয়ে গিয়ে হেনস্তার অভিযোগ। গোবরডাঙা আইএনটিটিইউসি ইউনিয়ন অফিসের দরজা বন্ধ করে হকারদের বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ তৃণমূল পরিচালিত আইএনটি ইউনিয়নের কয়েকজন সদস্যদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ দায়ের বনগাঁ জিআরপি থানায়। আরজি কর কাণ্ডে গোটা রাজ্য তোলপাড়। ইতিমধ্যে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ তারা প্রত্যেকেই প্রতিবাদ জানিয়েছে চলছে লাগাতার, জুনিয়র চিকিৎসকদের কলকাতা স্বাস্থ্য ভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্নভাবে প্রতিদিনই চলছে প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচি। রানিং হকার সংগ্রাম সমন্বয় সমিতির পক্ষ থেকে অভয়ার দোষীদের শাস্তি এবং জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের সমর্থনে গোবরডাঙা স্টেশন চত্বরে প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিল শুরু হওয়ার আগেই হকাররা যখন জমায়েত শুরু করেন তখন গোবরডাঙা আইএনটিটিইউসি নেতা উত্তম সাহা সহ একাধিক ব্যক্তির উপস্থিতিতে প্রথমে বলা হয় মিছিল করতে হলে তাদের কাছ থেকে পারমিশন নিতে হবে, তবে তারা পারমিশন এখন দেবেন না এই নিয়ে মারধর করা হয় কয়েকজন রানিং হকারদের। এমনকী তাদেরকে ইউনিয়ন ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করেন বলে অভিযোগ। আরো অভিযোগ তারা ভিডিও করতে গেলে তাদের ভিডিও করতে বাঁধা দেওয়া হয় এবং যিনি ভিডিও করছিলেন তাকেও মারধর করা হয়। ইতিমধ্যেই বনগাঁ জিআরপি পুলিশকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে। যদিও এই নিয়ে ইউনিয়নের নেতার কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। গোবরডাঙার পুরসভার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল নেতা শংকর দত্ত জানান, আমি যতটুকু শুনেছি কিছু মানুষ অভয়ার বিচারের নামে এসে অশ্লীল মন্তব্য করছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে, কুরুচিকর মন্তব্য করছিল তাই কেউ কেউ এই ঘটনার প্রতিবাদ করেন এবং বাগবিতণ্ডায় জরিয়ে পড়েন। পাল্টা কটাক্ষ বিজেপির, গোবরডাঙা পুর মণ্ডলের সভাপতি আশিস ব্যানার্জি বলেন, আমরা কোন রাজ্যে বাস করছি। আপনারা প্রতিবাদ করুন আপনাদের সঙ্গে আমরা আছি। মানুষ এর জবাব দেবে।

# ডাক্তারদের দাবি মেনে নেওয়া উচিত, মন্তব্য সাংসদ দেবের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর:** আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের দাবি রাজ্য সরকারের মেনে নেওয়া উচিত বলে মনে করেন ঘাটালের সাংসদ অভিনেতা দেব। তারা যে দাবিতে আন্দোলন করছে সে আন্দোলনের পাশে আমিও রয়েছি। আমরা সকলেই চাই ন্যায় এবং দোষীদের শাস্তি। সোমবার ঘাটাল মহকুমার বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখ তে কেশপুর ব্লকের হাজীচক ও কলাগ্রাম এলাকায় যান সাংসদ দেব। এলাকার বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখ ার পাশাপাশি এলাকাবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি জানান, শুধু রাজ্যে নয় সারা দেশ জুড়ে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। ভূমিধস হচ্ছে। তার উপর ৪৮ হাজার কিউসেক জল ছেড়েছে জলাধারগুলি। প্রশাসন প্লাবন মোকাবিলায় প্রস্তুত। জেলাশাসক মহকুমা শাসক সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হয়েছে। এলাকাবাসীদের পাশে রয়েছেন তারা। আরজি কর ইস্যুতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সাংসদদের বলেন, রাজ্যে শুধু আরজি কর সমস্যাই নয়। অনেক সমস্যা রয়েছে আজ সে সব কথা বলতে চাই না। ঘাটাল জলে ভাসছে সেটা এখন আমার দেখার বিষয়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দেব বলেন, ডাক্তারদের প্রথম থেকেই কাজে ফেরার অনুরোধ জানিয়ে আসছি। তাদের দাবি মতো, সবাই আমরা ন্যায় বিচার চাই। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। তারা কাজে ফিরে আসুক। কারণ সিনিয়ারদের মতো জুনিয়র ডাক্তারদেরও সমান প্রয়োজন রয়েছে হাসপাতালগুলোতে। ডাক্তারদের কাজে ফেরার কথা শুনে অনেকে হয়তো বলবেন যে আমি সরকারের হয়ে বলছি। কিন্তু সেরকম না, আমি মানুষের হয়ে কথা বলছি। জুনিয়র ডাক্তারদের দাবিগুলি ন্যায্য এবং সেগুলি রাজ্য সরকারের মেনে নেওয়া দরকার বলে মনে করি। আমি জুনিয়র ডাক্তারদের পক্ষে রয়েছি।

*বীরভূম সাহিত্য পরিষদ শতবার্ষিকী হলে অনুষ্ঠিত হল বীরভূম জেলা কবিতা কার্নিভাল। যোগ দেন বীরভূমের ৬০ জন কবি সাহিত্যিক।*

# মহিলার রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর:** পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের কেন্দ্রা পঞ্চায়েতের ডালুরবাঁধ ৮ নম্বর ইসিএল আবাসন এলাকা থেকে উদ্ধার হয় এক মহিলার মৃতদেহ। মৃতের নাম বুলবুল দেবী (৪৪)। আবাসনের ভিতর থেকে রবিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ দেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আবাসনের ভেতর খাটের পাশে মেঝের উপর পড়েছিল বুলবুল দেবীর ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার। গলার বাঁদিকে আঘাতের চিহ্নের পাশাপাশি রক্তের ছাপও রয়েছে। যার ফলে মৃত্যুর কারণ নিয়ে তৈরি হয়েছে রহস্য। প্রতিবেশী সূত্রে জানা যায়, বুলবুল দেবীর স্বামী ডালুরবাঁধ কোলিয়ারিতে স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। তিনি কয়েক বছর আগে মারা যান। স্বামীর মৃত্যুর কারণে সেই চাকরি পান বুলবুল দেবী। স্বামীর মৃত্যুর পর ইসিএলের চাকরিতে যোগদান করার পরেই বুলবুল দেবী অশোক পাসওয়ান নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে করেন বলে জানা যায়, যাদের একটি সন্তানও রয়েছে। হঠাৎ নিজের ইসিএলের আবাসনে মৃত অবস্থায় উদ্ধার হয় বুলবুল দেবীর রক্তাক্ত মৃতদেহ। ঘটনার পর থেকেই পলাতক মৃতার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী অশোক পাসওয়ান। জানা যায়, অশোক পাসওয়ানের আগের পক্ষের স্ত্রী ও রয়েছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান কোনও পারিবারিক অশান্তির কারণে অশোক পাসওয়ান বুলবুল দেবীকে খ ন করে পলাতক। তবে এভাবে খুনের ঘটনায় রহস্য আরো ঘনীভূত হচ্ছে। মৃতা বুলবুল দেবী ডালুরবাঁধ সাইডিং এর কর্মরত ছিলেন। বুলবুল দেবীর এভাবে মৃত্যুর ঘটনায় তার প্রথম পক্ষের মেয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনায় অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ। পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

*বীরভূম সাহিত্য পরিষদ সভাকক্ষে পুজোর আগে শুরু হয়েছে সহচরীর হস্তশিল্প ও বস্ত্র মেলা। স্থানীয় শিল্পীদের তৈরি সামগ্রী নিয়ে এই মেলা চলবে দশ দিন। শনিবার শিল্পীদের তৈরি এই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন নাট্যকার কবি ও চলচ্চিত্র অভিনেতা অতনু বর্মন।*

# নবী দিবস পালন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই কাঁকসায় সাড়ম্বরে নবী দিবস উদযাপিত হয়। একদিকে নিম্নচাপের জেরে গত তিনদিন ধরে ভারী বৃষ্টির জেরে স্তব্ধ জনজীবন। তার মধ্যেই সোমবার ছি:ল জশনে ইদ উল মিলাদ। অর্থাৎ নবী দিবস। নবী দিবস উপলক্ষ্যে প্রতি বছর আনন্দে মেতে ওঠেন কাঁকসার ইসলাম সম্প্রদায়ের

মানুষেরা। সেই মতো বৃষ্টি উপেক্ষা করে বিশ্ব নবী দিবস উপলক্ষ্যে সোমবার কাঁকসার দানবাবা মাজার থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়। ইসলাম ধর্মের মানুষদের কাছে এই দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। প্রতি বছরের মত এবছরও মহা ধুমধামে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রায় কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইসলাম ধর্মের মানুষরা যোগদান করেন। প্রবল বৃষ্টি মাথায় নিয়েই এদিন শোভাযাত্রা দানবাবা থেকে শুরু করে কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে শেষ হয় পানাগড় গ্রামে। সেখানে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই এই দিনটিকে পালন করে সকলে আনন্দে মেতে ওঠেন।

# প্রবল বর্ষণের জেরে এলাকায় চারদিন ধরে বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন এলাকা, জেনারেল ম্যানেজার অফিসে বিক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর:** বিগত চারদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যজুড়ে নিম্নচাপের কারণে চলছে প্রবল বর্ষণ। বর্ষণের জেরে খনি অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় যেমন ধসের খবর সামনে এসেছে, তেমনি এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন বহু এলাকাবাসী।

এমনই ঘটনার প্রতিবাদে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার ইসিএল এর সোনপুর বাজারি প্রজেক্টের অধীনে বসবাসকারী আর এন কলোনি এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, বৃষ্টির কারণে এলাকায় নেই বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় চলছে না ইসিএল এর পাম্প। আর ঠিক সে কারণেই বিদ্যুতের পাশাপাশি এলাকায় সংকট দেখা দিয়েছে জলের। এলাকায় শীঘ্রই বিদ্যুৎ সংযোগ চালু ও জল সরবরাহের দাবিতে আর এন কলোনির লোকেরা সোমবার সোনপুর বাজারি প্রজেক্ট এর জেনারেল ম্যানেজারের অফিসের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন। স্থানীয় বাসিন্দা কৌশিক বাবু জানান, কত শুক্রবার থেকে এলাকায় বিদ্যুৎ নেই পাশাপাশি বন্ধ হয়েছে জলের সরবরাহ আর সে কারণেই চরম সমস্যায় পড়েছেন তারা। তিনি জানান এই সময়ে প্রায় প্রত্যেকটি স্কুলেই চলছে হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষা। বিগত কয়েকদিন এলাকায় বিদ্যুৎ না থাকায় পরীক্ষার্থীরা পড়েছেন চরম সমস্যায় মোমবাতির আলোয় চলছে পড়াশুনা। তাই শীঘ্রই ব্যবস্থা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের নামার হুমকি দেওয়া হয়।

অন্যদিকে সোনপুর বাজারি প্রজেক্টের পার্সোনাল ম্যানেজার আবির মুখার্জী স্থানীয়দের সঙ্গে একমত হয়ে জানান, ইসিএলের তরফে এলাকায় শীঘ্রই বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা চলছে। পার্সোনাল ম্যানেজারের আশ্বাসে স্থানীয়রা বিক্ষোভ তুলে নেন।

# ঝুঁকি নিয়ে হল ফেরি চলাচল

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** গভীর নিম্নচাপের জেরে গত তিনদিন ধরে সারা রাজ্য জুড়ে এক টানা ভারী বৃষ্টির জেরে নদীগুলিতে জলের পরিমাণ অনেকটা বেড়ে যায়। পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নসরতপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নসরতপুর ফেরিঘাটে নিম্নচাপের জেরে খারাপ আবহাওয়ার কারণে ভাগীরথীর জল উত্তাল হয়ে ওঠে। নসরতপুরের ভাগীরথীর অপর পাড়ের গ্রামগুলি যেমন ঘোলা পাড়া ফকিরডাঙা ইত্যাদি গ্রামের মানুষজনের পারাপারের একটাই পথ নসরতপুর ফেরিঘাট। খারাপ আবহাওয়ার জন্য নদীতে সোমবার

সকাল থেকে বেশ বড় বড় ঢেউ লক্ষ্য করা যায়। তারই মধ্যেই ঝুঁকি নিয়ে চলে ফেরি চলাচল। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক রাখতে যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয় ফেরি ঘাটের মালিকদের। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে এই কাজে হাত লাগান নসরতপুর ফেরিঘাটের মালিক হারাধন ঘোষ। তিনি বলেন, ফেরি চলাচল বন্ধ রাখলে ওপারের মানুষজন এপারে আসতে পারবে না। তারা অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়বেন। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়েই জনসাধারণের সুবিধার্থে নৌকো চালাতে বাধ্য হয়েছেন।

# বন্দি বিষধর কেউটে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি:** খাবারের সন্ধানে লোকালয়ে ঢুকে মাছ ধরা আটলে বন্দি বিশাল আকৃতির কেউটে সাপ। উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার সুন্দরবনের সন্দেশখালি-১ ব্লকের কালীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোষপুর এলাকায় মৎস্যজীবী অমিত মণ্ডলের মাছ ধরা আটলে ধরা পড়ে ওই ৬-৭ ফুটের কেউটে সাপ। সেই দেখে মাছের আটল না তুলে সেখান থেকে গ্রামবাসীদের খবর দেয় ওই মৎস্যজীবী, ঘটনাস্থলে গ্রামবাসী ছুটে এসে দেখার পর তাদের চক্ষু চড়ক গাছ এই বিশাল আকারের কেউটে সাপ দেখে। এর পর একে একে সাপটিকে দেখার জন্য ভিড় জমায় গ্রামের বহু মানুষ। গ্রামবাসীরা যোগাযোগ করে মিনাখাঁ বন দপ্তরের কর্মীর সঙ্গে। আটল থেকে ওই বিষধর সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

# নিম্নচাপের জেরে দোকান মুখো হচ্ছে না খদ্দের, পুজোর মরশুমে ক্ষতি ব্যবসায়ীদের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** পুজোর বাকি আর মাত্র কিছুদিন। তার মধ্যে মালদায় নিম্নচাপের জেরে তিনদিনের অবিরাম বৃষ্টিতে মাথায় হাত পড়েছে পোশাক ব্যবসায়ীদের। সকাল থেকে দোকান খুলে রাত পর্যন্ত কার্যত ক্রেতাদের অপেক্ষায় বসে থাকছেন ব্যবসায়ীরা। দুর্গা পুজোর মুখে এরকম বেচাকেনার পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় রীতিমতো দুশ্চিন্তার কালো মেঘ নেমে এসেছে মালদা শহরের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন প্রসাধনী সামগ্রী দোকানিদের। দুর্গাপুজোর জন্য অধিকাংশ শপিং মল থেকে শুরু করে রকমারি পোশাকের দোকানিরা লক্ষাধিক টাকা খরচ করে নানান সামগ্রী দোকানে মজুত করেছেন। কিন্তু তারপরেও বেচাকেনা তেমন নেই মালদা শহরের বিভিন্ন মার্কেট থেকে শপিংমলগুলিতে। অধিকাংশ ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, টানা একমাস ধরে আরজি করের একটা রেশ চলছে। তার ওপর মালদায় গত শনিবার থেকে যেভাবে নিম্নচাপের জেরে অবিরাম বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তারজন্য দোকানে ক্রেতাদের মধ্যে ভিড় হচ্ছে না। এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে সমস্ত পোশাক ব্যবসায়ীদের মোটা টাকার লোকসান হবে বলেও আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

উল্লেখ্য, মালদা শহরের রবীন্দ্র এভিনিউ, রথবাড়ি, স্টেশন রোড সহ একাধিক এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে শপিংমলগুলি। এছাড়াও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পুর মার্কেট, নেতাজি পুর মার্কেট, মকদমপুর মার্কেট, ঝলঝলিয়া কাজী আজারউদ্দিন মার্কেট সহ একাধিক এলাকায় অসংখ্য পোশাকের আধুনিক শোরুম এবং দোকান রয়েছে। প্রতিবছরই পুজোর মরশুমে মোটা টাকার লাভের আশায় আগে থেকেই বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করে নানান ধরনের সামগ্রী তুলে রাখেন ব্যবসায়ীরা। কিন্তু গত শনিবার থেকে একটানা হালকা মাঝারি আবার কখনো জোরে বৃষ্টির জেরে রীতিমতো মাথায় হাত পড়েছে ব্যবসায়ীদের। দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা নামলেও দেখা মিলছে না ক্রেতাদের বলে অভিযোগ। মালদা শহরের রাজমহল রোড এলাকার একটি শোরুমের পোশাক ব্যবসায়ী পিন্টু সাহা বলেন, ব্যাংকের লোন নিয়ে দু'মাস আগে থেকে নামীদামি কোম্পানির প্রায় কোটি টাকার নানান ধরনের পোশাক মজুত করেছি। কিন্তু এবারে কি জানি হঠাৎ করে পুজোর বাজারে ক্রেতাদের মধ্যে কেনাকাটার ভাঁটা নেমে এসেছে। মূলত ছুটির দিনেই খদ্দেরদের দোকানে বেশি ভিড় থাকে। কিন্তু এখন দোকানে বসে মাছি তাড়াতে হচ্ছে। দোকানের বিদ্যুৎ বিল কর্মচারীদের বেতন সহ নানান খরচ কিভাবে উঠবে সেটাও ভেবে পাচ্ছি না। এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে প্রচুর টাকা লোকসান হবে। মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক বলেন, পুজোর মরশুমে মূলত মালদার পোশাক ব্যবসায়ীরা বেচাকেনা করে লাভের মুখ দেখার আশা করে থাকেন। কিন্তু এবারের ব্যবসার চরম খারাপ অবস্থা। আশা করি কয়েকদিনের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে।

## আধুনিকতার সঙ্গে শোলার সাজ হারাচ্ছে তার ঐতিহ্য

# বাবার মতোই মা দুর্গার সাজের শোলার উপকরণ বানাচ্ছেন ছেলে দিলু

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** দাম বেড়েছে দুর্গা প্রতিমার শোলার সাজের। লাভের মাত্রা সামান্য থাকলেও, প্রয়াত বাবা রোহিনী মালাকারের শোলার সাজের শিল্পকে টিকিয়ে রাখতেই রাত- দিন এক করেই কাজ করছেন শোলা শিল্পী ছেলে দিলু মালাকার। মালদা শহরের ফুলবাড়ি এলাকার বাসিন্দা দিলু মালাকার বৃদ্ধ মা, স্ত্রী, বোন ও এক মামার সহযোগিতা নিয়ে দেবী দুর্গা প্রতিমার শোলার সাজের কাজ করে চলেছেন। ইতিমধ্যে তিনি তিনটি দেবী দুর্গার শোলার সাজের বরাত পেয়েছেন। সেই শোলার সাজের উপকরণ কেনা বাবদ এখনো পর্যন্ত খরচ হয়েছে তাঁর ৪০ হাজার টাকা। আরো কিছু খরচের সম্ভাবনা রয়েছে। পরিশ্রমের তুলনাই লাভের মাত্রা খানিকটা কম হলেও, শুধুমাত্র প্রয়াত

শোলাশিল্পী রোহিনী মালাকারের সত্ত্বাকে আঁকড়ে ধরে আপাতত এই শিল্পকর্মেই নিজেকে মনোনিবেশ করেছেন ছেলে দিলু মালাকার।

ইতিমধ্যে শোলা শিল্পী দিলু মালাকার মালদা শহরের দুর্গাবাড়ি আদি কংসবণিক সম্প্রদায়ের দেবী দুর্গার শোলার সাজের বরাত পেয়েছেন। এছাড়াও মালদার বাইরে আরো দুটি দেবী দুর্গার শোলার সাজের কাজও তিনি করছেন।

উল্লেখ্য, মালদার শোলা শিল্পের কাজে এক সময় ব্যাপক নাম ডাকছিল রোহিনী মালাকারের। মালদা শহরে হাতেগোনা সোলা শিল্পীর মধ্যেই প্রবীণ শিল্পী ছিলেন রোহিনী মালাকার। তাঁর প্রয়াণের পর ছেলে দিলু মালাকার সহ পরিবারের লোকেরা এই কাজ ধরেছেন। বাড়িতে বসেই রাতদিন এক করেই চলছে দেবী দুর্গার শোলার সাজের কাজ। যেখানে শোলা, চুমকি, মোম সহ আরো বিভিন্ন ধরনের উপকরণ দিয়েই দেবী দুর্গার এই সালমা শিল্পের সুন্দর সাজ তৈরি করা হচ্ছে।

শোলা শিল্পী দিলু মালাকার বলেন, প্রতি বছরই শোলার সাজের বিভিন্ন উপকরণের দাম বেড়েই চলেছে। এই কাজে লাভের মাত্রা অনেকটাই কম। ছোট থেকেই বাবার হাত ধরেই দেবী দুর্গার সোলার সাজের কাজ শিখেছি। অত্যন্ত ধৈর্য এবং ঠান্ডা মাথার কাজ। আপাতত তিনটে দেবী দুর্গার শোলার সাজ তৈরির বরাত পেয়েছি। মালদার শোলার সাজের শিল্পের কাজ প্রায় নেই বললেই চলে। হাতে গোনা এক থেকে দুইজন এই পেশার সঙ্গে যুক্ত। আসলে আধুনিক যুগে এখন সব রেডিমেড পোশাক তৈরি হয়ে যাচ্ছে। শোলা শিল্প লুপ্ত হয়ে যাওয়ার মুখে। আগামী প্রজন্ম মনে হয় না দেবী দুর্গার এই শোলার সাজের কাজ দেখতে পাবে। তাই প্রশাসন যদি এই শিল্পকে চাঙ্গা রাখতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয় তাহলে আগামী প্রজন্ম কর্মসংস্থানের পাশাপাশি এই কাজও শিখতে পারবেন।

## ৩৬ অলআউটের লজ্জা ভোলাতে গান গেয়েছিলেন শাস্ত্রী

# চার বছর আগের ঘটনা ফাঁস অশ্বিনের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাচ্ছে ভারত। তবে অনেকেই ভুলে যাননি গত বছর অ্যাডিলেডে দিন-রাতের টেস্টে ৩৬ রানে আউট হয়ে যাওয়ার কথা। সেই রাতে গোটা দলকে উজ্জীবিত করেছিলেন খোদ কোচ রবি শাস্ত্রী। চার বছর পর ফাঁস করলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

২০১৮-১৯ সালে প্রথম বার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট সিরিজ় জেতার আত্মবিশ্বাস নিয়ে ২০২০-২১ সফরে গিয়েছিল ভারত। তবে অ্যাডিলেডে প্রথম টেস্টেই খারাপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় তারা। দিন-রাতের টেস্টে দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৬ রানে শেষ হয়ে যায় তারা।

গোটা দল সে দিন হতাশ ছিল। তাদের চাঙ্গা করতে কারাওকের (নেপথ্যে যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে যখন গান পরিবেশন করেন গায়ক) সাহায্যে গান গেয়েছিলেন শাস্ত্রী। অশ্বিনের কথায়, ৩৩৬ রানে ও ভাবে অলআউট হয়ে যাওয়ার পরে সিরিজ জয় নিয়ে চিন্তাই করছিলাম না আমরা। গোটা সাজঘর হতাশ হয়ে পড়েছিল। এমন সময় রবি ভাই সবাইকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ করেন।দ

অশ্বিনের সংযোজন, তসেখানে উনি কারাওকের ব্যবস্থা করেছিলেন।

নিজেই গান গাওয়া শুরু করেন। পুরনো দিনের হিন্দি গান গাইছিলেন। বাকিরাও ধীরে ধীরে যোগ দিয়েছিল। কোভিডের কারণে আমরা তখন জৈব বলয়ে ছিলাম। বিরাটও দেশে ফেরার তোড়জোড় করছিল। তখন স্রেফ মেলবোর্নে পরের টেস্ট ভাল খেলার কথা ভাবছিলাম আমরা। ছোট ছোট লক্ষ্য রেখেছিলাম।

অ্যাডিলেডের ওই ফলাফলের পরেও সিরিজ জেতে ভারত। মেলবোর্ন ও গাব্বায় অস্ট্রেলিয়াকে হারায় এবং সিডনিতে ড্র করে।

## চোট সারিয়ে নেমেই জোড়া গোল, তার পরেও মন ভাল নেই মেসির, ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন লিয়ো

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** খেলার ইচ্ছা থাকলেও শরীর সঙ্গ দিচ্ছে না লিয়োনেল মেসির। চোট সারিয়ে ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলতে নেমে জোড়া গোল করেছেন তিনি। করিয়েছেন একটি গোল। তার পরেও মন ভাল নেই তাঁর। ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন মেসি। শনিবার ফিলাডেলফিয়ার বিরুদ্ধে ৩-১ গোলে জিতেছে মায়ামি। তার পরে একটি সাক্ষাৎকারে নিজের শারীরিক অবস্থা নিয়ে মুখ খুলেছেন মেসি। তিনি বলেন, ‘সত্যি বলতে। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এখানকার গরম আর আর্দ্রতা সহ্য করা যাচ্ছে না।

খেলার পুরো ইচ্ছা থাকলেও মেসি যেমনটা খেলতে চাইছেন তেমনটা পারছেন না। জোড়া গোল করলেও তিনি আরও ভাল খেলতে পারতেন বলে মনে করেন মেসি। তিনি বলেন, ‘এত দিন মাঠের বাইরে ছিলাম। মাঠে নামার জন্য ছটফট করছিলাম। আমি আরও ভাল খেলতে পারতাম। কিন্তু এত গরমে শরীর দিচ্ছে না।

এখনও পর্যন্ত মেজর লিগ সকারে ইস্টার্ন কনফারেন্সে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে মায়ামি। ২৮ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৬২। দ্বিতীয় স্থানে থাকা সিনসিনাটিক থেকে ১০ পয়েন্ট এগিয়ে তারা। মেসি এ বার চোটের কারণে বেশ কয়েকটি ম্যাচে খেলতে পারেননি। তার পরেও দল ভাল খেলছে। যোগ্য দল হিসাবেই তাঁরা শীর্ষে রয়েছেন বল মনে করেন মেসি। তিনি বলেন, ‘আমাদের দল এ বার খুব ভাল। যোগ্য দল হিসাবেই আমরা শীর্ষে আছি।

গত বারের পরে এ বারও কোপা আমেরিকা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মেসির আর্জেন্টিনা। তবে ফাইনালে পুরো খেলতে পারেননি মেসি। চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে হয় তাঁকে। তার পর থেকে দীর্ঘ দিন মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে তাঁকে। আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের দু’টি ম্যাচ খেলতে পারেননি তিনি। তবে মাঠে ফিরেই দাপট দেখিয়েছেন মেসি। জিতিয়েছেন দলকে।

## নয়ডায় বৃষ্টির মধ্যেও ‘টেস্ট’ খেলেছেন নিউ জিল্যান্ডের ক্রিকেটারেরা!

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বৃষ্টি এবং ভিজে মাঠের জন্য বাতিল করে দিতে হয়েছে আফগানিস্তান-নিউ জ়িল্যান্ডের টেস্ট ম্যাচ। পাঁচ দিনে এক বলও খেলা সম্ভব হয়নি গ্রেটার নয়ডায়। আফগানিস্তানের ক্রিকেটারেরা নিউ জ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম বার টেস্ট খেলার সুযোগ হারালেও রাচিন রবীন্দ্রেরা লাল বলের ক্রিকেটের উত্তেজনা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করেননি।

নয়ডায় এক বারের জন্যও মাঠে নামতে পারেননি দু’দলের ক্রিকেটারেরা। প্রতি দিনই একটা সময়ের পর দিনের খেলা বাতিল করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন আম্পায়ারেরা। বৃষ্টির জন্য ক্রিকেটারেরাও দীর্ঘ সময় হোটেলে বন্দি থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। সময় কাটাতে হোটেলেই ব্যাট-বল নিয়ে নেমে পড়েছিলেন নিউ জ়িল্যান্ডের ক্রিকেটারেরা। রাচিন জানিয়েছেন, তিনি টিম সাউদির সঙ্গে জুটি বেঁধে ছিলেন। অন্য দলে ছিলেন টম ব্লান্ডেল এবং ডেভন কনওয়ে। ভারতীয় বংশোদ্ভুত অলরাউন্ডার বলেছেন, ‘‘টানা বৃষ্টিতে আমরা অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। আমরা দলের বন্ধুরা মিলে সব সময় নিজেদের ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করি। কিছু একটা নিয়ে মেতে থাকতে চাই আমরা। নয়ডার হোটেলের করিডরে আমরা প্রায় টেস্ট সিরিজ খেলেছি। অধিনায়ক আর আমি দল তৈরি করেছিলাম। আমাদের বিরুদ্ধে ছিল ব্লান্ডেল আর কনওয়ে।’’ তিনি আরও বলেছেন, ‘‘সাত ম্যাচের সিরিজ খেলেছি আমরা। আমরা ৬-১ ব্যবধানে জিতেছিলাম। বেশ ভাল লড়াই হয়েছিল আমাদের মধ্যে। আমরা সবাই প্রতিযোগিতা পছন্দ করি। সামান্য সুযোগ কাজে লাগানোর জন্যও ঝাঁপিয়ে পড়ি। তাই বেশ উপভোগ্য হয়েছিল খেলাটা।’’

রাচিন আরও বলেছেন, ‘‘বিদেশের মাটিতে খেলার সময় আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য থাকে সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার। এ বারও আমরা সে ভাবে নিজেদের প্রস্তুত করেছিলাম।’’ তবে আসল টেস্ট না হওয়ায় হতাশ রাচিন।

## একদিন আমার দেশ/আমার দুনিয়া

# মণিপুরের পাঁচ জেলায় শিথিল কার্ফু, আজ খুলছে স্কুল

**ইম্ফল, ১৬ সেপ্টেম্বর:** চলতি মাসের শুরু থেকেই নতুন করে অশান্ত ছড়ায় মণিপুরে। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে। সরকারি নির্দেশে পাঁচ জেলায় শিথিল হয়েছে কার্ফু। এইসঙ্গে ছয় দিন পর উত্তরপূর্বের রাজ্যের একাধিক জেলা থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে ইন্টারনেটের উপর থাকা নিষেধাজ্ঞা। পাশাপাশি মঙ্গলবার থেকেই রাজ্যে স্কুল-কলেজ খুলবে বলে জানিয়েছে সরকার।

কুকি সম্প্রদায়ের সন্দেহভাজন জঙ্গিরা রাজ্যজুড়ে ড্রোন, রকেট হামলা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। জিরিবাম-সহ রাজ্যের একাধিক জায়গায় ড্রোন ও রকেট হামলার খবর মিলেছে। এর ফলে শুরু হয় পালটা হামলা। এহেন পরিস্থিতি গত কয়েক সপ্তাহে রক্ত ঝরেছে মণিপুরে। ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাঁচ জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধের বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর। এছাড়াও পূর্ব ইম্ফল, পশ্চিম ইম্ফল, থৌবাল-সহ পাঁচ জেলায় কার্ফু জারি হয়। পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় সোমবার রাজ্য সরকারের কমিশনার (হোম) এন অশোক কুমার জানিয়েছেন, লিজ লাইন, ভিএসটি, ব্রডব্যান্ড এবং ভিপিএন পরিষেবা-সহ সমস্ত ইন্টারনেট পরিষেবা অবিলম্বে চালু হবে। মঙ্গলবার থেকে রাজ্যের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

সাম্প্রতিক নানা হিংসার ঘটনায় রাজ্য জুড়ে অন্তত আট জনের মৃত্যু হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে খবর। জখম হয়েছেন ১২ জনেরও বেশি মানুষ। প্রতিবাদে রাস্তায় নামে পড়ুয়ারাও। এদিকে এক বছরের বেশি সময় কেটে গেলেও অশান্তিতে রাশ টানতে ব্যর্থ প্রশাসন। ফলে ঘরে-বাইরে প্রবল চাপে মুখ্যমন্ত্রী এন বিরেন সিং। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে শান্তি ফেরাতে গঠিত ‘ইউনিফায়েড কমান্ডে’র নিয়ন্ত্রণ হাতে পেতে সুর চড়াচ্ছেন তিনি।

### ফিরছে ইন্টারনেট পরিষেবাও

**ইম্ফল, ১৬ সেপ্টেম্বর:** চলতি মাসের শুরু থেকেই নতুন করে অশান্ত ছড়ায় মণিপুরে। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে। সরকারি নির্দেশে পাঁচ জেলায় শিথিল হয়েছে কার্ফু। এইসঙ্গে ছয় দিন পর উত্তরপূর্বের রাজ্যের একাধিক জেলা থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে ইন্টারনেটের উপর থাকা নিষেধাজ্ঞা। পাশাপাশি মঙ্গলবার থেকেই রাজ্যে স্কুল-কলেজ খুলবে বলে জানিয়েছে সরকার।

কুকি সম্প্রদায়ের সন্দেহভাজন জঙ্গিরা রাজ্যজুড়ে ড্রোন, রকেট হামলা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। জিরিবাম-সহ রাজ্যের একাধিক জায়গায় ড্রোন ও রকেট হামলার খবর মিলেছে। এর ফলে শুরু হয় পালটা হামলা। এহেন পরিস্থিতি গত কয়েক সপ্তাহে রক্ত ঝরেছে মণিপুরে। ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাঁচ জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধের বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর। এছাড়াও পূর্ব ইম্ফল, পশ্চিম ইম্ফল, থৌবাল-সহ পাঁচ জেলায় কার্ফু জারি হয়। পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় সোমবার রাজ্য সরকারের কমিশনার (হোম) এন অশোক কুমার জানিয়েছেন, লিজ লাইন, ভিএসটি, ব্রডব্যান্ড এবং ভিপিএন পরিষেবা-সহ সমস্ত ইন্টারনেট পরিষেবা অবিলম্বে চালু হবে। মঙ্গলবার থেকে রাজ্যের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

সাম্প্রতিক নানা হিংসার ঘটনায় রাজ্য জুড়ে অন্তত আট জনের মৃত্যু হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে খবর। জখম হয়েছেন ১২ জনেরও বেশি মানুষ। প্রতিবাদে রাস্তায় নামে পড়ুয়ারাও। এদিকে এক বছরের বেশি সময় কেটে গেলেও অশান্তিতে রাশ টানতে ব্যর্থ প্রশাসন। ফলে ঘরে-বাইরে প্রবল চাপে মুখ্যমন্ত্রী এন বিরেন সিং। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে শান্তি ফেরাতে গঠিত ‘ইউনিফায়েড কমান্ডে’র নিয়ন্ত্রণ হাতে পেতে সুর চড়াচ্ছেন তিনি।

# রাহুলের জিভ কাটলে ১১ লক্ষ টাকা, শিন্ডে-বিধায়কের মন্তব্যে বিতর্ক

**নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর:** বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির জিভ কেটে নিতে পারলে দেওয়া হবে ১১ লক্ষ টাকা। এমনই পুরস্কার ঘোষণা করে বিতর্ক তৈরি করলেন শিব সেনা শিন্ডের বিধায়ক সঞ্জয় গায়কোয়াড়। আমেরিকা সফরে গিয়ে রাহুল গান্ধির ‘সংরক্ষণ’ সংক্রান্ত মন্তব্যের পালটা আক্রমণ শানিয়ে এমনই পরামর্শ দিলেন গায়কোয়াড়। যদিও শরিক দলের বিধায়কের এমন মন্তব্যকে বিজেপি সমর্থন করছে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন মহারাষ্ট্রের বিজেপি সভাপতি চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলে।

সোমবার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শিব সেনা বিধায়ক গায়কোয়াড় বলেন, ‘আমেরিকায় বসে রাহুল গান্ধি মন্তব্য করেছেন তিনি সংরক্ষণ ব্যবস্থা তুলে দিতে চান। এই মন্তব্যে কংগ্রেসের আসল মুখোশটা খুলে গিয়েছে। একটা সময় ডঃ বিআর আম্বেদকরকে নির্বাচনে হারিয়ে দিয়েছিল কংগ্রেস। সেই দলের নেতার সংরক্ষণ বিরোধী মন্তব্য আসলে উত্তরাধিকার সূত্রে

পাওয়া।’ এর পরই হুঁশিয়ারি দিয়ে গায়কোয়াড় বলেন, ‘আমি ১১ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করছি, যে ব্যক্তি রাহুলের জিভ কেটে আনতে পারবে তাঁকে আমি এই টাকা দেব।’

একইসুরে সেনা বিধায়ক বলেন, দেশের জনতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন রাহুল। একদিকে ধাঙর, মারাঠা ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষ সংরক্ষণের জন্য লড়াই করছেন, অন্যদিকে রাহুল বলছেন সংরক্ষণ তুলে দিতে। উনি সংবিধান তুলে ধরে মাঝে মধ্যেই মানুষকে বোকা বানিয়ে বলেন, বিজেপি সংবিধান বদলে দিতে যায়। কিন্তু বাস্তবে কংগ্রেস চায় দেশকে ৪০০ বছর পিছিয়ে দিতে।

এদিকে গায়কোয়াড়ের মন্তব্য থেকে দূরত্ব বজায় রেখেই মহারাষ্ট্রের বিজেপি সভাপতি বলেন, ‘আমরা গায়কোয়াড়ের মন্তব্য সমর্থন করছি না ঠিকই তবে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু সংরক্ষণ তুলে দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন, এটি উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা। রাজীব গান্ধিও বলেছিলেন সংরক্ষণের অর্থ নির্বোধদের সমর্থন করা। এখন রাহুল গান্ধিও চাইছেন এটি তুলে দিতে।’ এদিকে গায়কোয়াড়ের মন্তব্যের পালটা মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস মুখপাত্র অতুল লন্ধে বলেন, সঞ্জয় গায়কোয়াড় এই সমাজ ও রাজনীতিতে থাকারই যোগ্য নন। তাঁর এই মন্তব্যের পর আমরা দেখতে চাই মহারাষ্ট্রের পুলিশমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ ওনার বিরুদ্ধে অপরাধমূলক হত্যার অভিযোগ আনেন কি না। কংগ্রেসের বিধায়ক ভাই জগপত বলেন, ‘এই ধরনের মন্তব্যের আমি তীব্র বিরোধিতা করছি। এই ধরনের লোক রাজ্যের রাজনীতিকে নষ্ট করছে।’

## সোনার খনির দখল নিয়ে সংঘর্ষ, দুই গোষ্ঠীর গুলির লড়াইয়ে ৩০ জনের মৃত্যু

**পোর্ট মোর্সবি, ১৬ সেপ্টেম্বর:** ‘এল ডোরাডো’ বা সোনার শহরের খোঁজে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে অগুনতি মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন আফ্রিকার দুর্গম অরণ্যে। সোনার প্রতি সেই মোহে আজও অমলিন। সেই সঙ্গে চলছে সম্পদের দখল পেতে সংঘর্ষের ঐতিহ্য। পাপুয়া নিউগিনিতে সোনার খনির দখল নিয়ে সংঘর্ষ দুই গোষ্ঠীর গুলির লড়াইয়ে ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে। ভংয়কর পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে অতিরিক্ত ক্ষমতা দিয়েছে প্রশাসন। এলাকা ঘিরে ফেলে অপারেশনে নেমেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দেশটির পাহাড়ি এলাকা পোরগেরায় সোনার খনির কাছে চরম অশান্তি শুরু হয়েছে। সাকার গোষ্ঠীর সদস্যরা অগস্টের কোনও এক সময় প্রতিদ্বন্দ্বী পিয়ান্দের গোষ্ঠীর মালিকানাধীন জমিতে বসতি স্থাপন করে। এর পর থেকেই উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে ধুন্ধুমার বাধে। শুধু রবিবারই ৩০০-র বেশি গুলি চলেছে বলে খবর। দু’পক্ষের মধ্যে শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পরে গুলির লড়াই শুরু হয়।

### আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ কেনিয়ার আমজনতা

# উঠল দেশ ছাড়ার দাবি

**নাইরোবি, ১৬ সেপ্টেম্বর:** কেনিয়ায় একাধিক সরকারি প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যাওয়া আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ সেখানকার জনতা। আদানিদের দেশছাড়া করার দাবিতে চলছে বিক্ষোভ-আন্দোলন। অভিযোগ উঠেছে, কেনিয়া সরকারের একাধিক মন্ত্রী ও আধিকারিকদের ঘুষ দিয়ে সুবিধা আদায় করেছে আদানিরা। এমনকী কাজে বাধা পেলে সেই তথ্য ফাঁসের হুমকি দেওয়া হয়েছে সংস্থার তরফে। প্রবল বিতর্কের মাঝেই এবার এই ইস্যুতে মুখ খুলল গৌতমের সংস্থা।

শুধু বিদ্যুৎ প্রকল্প নয়, কেনিয়ায় আরও একাধিক সরকারি প্রকল্পে কাজ করছে ভারতীয় সংস্থা আদানি গ্রুপ। আদানিদের কেনিয়া ছাড়া করতে তীব্র আন্দোলন শুরু করেছে সেখানকার শ্রমিক সংগঠনগুলি। তাঁদের দাবি, বিদেশি সংস্থা দেশের প্রকল্পে কাজ করলে দেশের লোকের পরিবর্তে সেখানে কাজের সুযোগ পাবে বিদেশিরা। সেই আন্দোলনের মাঝেই সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় সংস্থার এক প্রেস রিলিজ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। যেখানে আদানি গ্রুপের তরফে দাবি করা হয়েছে, বিক্ষোভের কারণে যদি কাজে বাধা পায় সংস্থা, সেক্ষেত্রে কেনিয়ার সরকারের দুর্নীতি ফাঁস করে দেবে তারা। সরকারের কোন কোন মন্ত্রী ও আধিকারিকরা সংস্থার থেকে ঘুষ নিয়েছেন সব নাম প্রকাশ্যে আনা হবে। আদানি সংস্থার নামে এমন প্রেস রিলিজ প্রকাশ্যে আসতেই বিক্ষোভ আরও চরম আকার নেয়।

এমন টালমাটাল পরিস্থিতিতেই এবার মুখ খুলল আদানি সংস্থা। সংস্থার তরফে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় যে প্রেস রিলিজ ঘুরে বেরাচ্ছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এমন কোনও প্রেস রিলিজ সংস্থার তরফে দেওয়া হয়নি। এই ধরনের ভুয়ো বার্তাকে গুরুত্ব

না দেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে সংস্থার তরফে। শুধু তাই নয় আদানি গ্রুপ আরও জানিয়েছে, এমন ভুয়ো প্রেস রিলিজ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানোর জন্য সংস্থার তরফে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সংবাদমাধ্যমগুলিকেও তথ্য যাচাইয়ের পরামর্শ দিয়ে বলা হয়েছে, সংস্থা যে কোনও প্রেস রিলিজ নিজেদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে। কোনও কিছু প্রকাশ করার আগে যেন সেখান থেকে যাচাই করা হয়।

এদিকে প্রবল বিতর্কের মাঝেই সম্প্রতি নতুন করে বিদ্যুৎ প্রকল্পের বরাত দেওয়া হয়েছে আদানি গোষ্ঠীকে। জানা গিয়েছে, এই প্রকল্পে ১.৩ বিলিয়ন ডলার ছাড় দেওয়া হয়েছে সংস্থাকে। যার জেরে নতুন করে উত্তাল হয়ে উঠেছে কেনিয়া। এই প্রকল্পেরও সেখানে দুর্নীতির যোগ দেখছে সেখানকার শ্রমিক সংগঠনগুলি।

# কেজরিওয়ালের পদত্যাগে প্রতিক্রিয়া আন্না হাজারের

**নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর:** আবগারি মামলায় জামিনে জেলমুক্ত হয়েই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছেড়েছেন আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এই ঘটনায় মুখ খুলেছেন এক সময় দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনে কেজরির সঙ্গী আন্না হাজারে। গান্ধিবাদী বর্ষীয়ান নেতার মন্তব্য, তখনই বলেছিলাম রাজনীতিতে যোগ দিও না, যদিও আমার কথায় কান দেননি কেজরি।এদিন আন্না বলেন, ‘অনেক আগেই কেজরিকে রাজনীতিতে যোগ দিতে বারণ করেছিলাম, একাধিকবার বলেছি, আত্মতৃপ্তি একমাত্র সমাজসেবাতে সম্ভব। কিন্তু আমার কথায় কান দেয়নি কেজরি। আমি শুরু থেকেই বলে আসছি অরবিন্দ কেজরিওয়ালের রাজনীতিতে আসা উচিত হয়নি। তিনি আমার উপদেশে কান না দেওয়াই বিবেচনা করেছেন।’ রামলীলা ময়দানে দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনে অনশন চালানো আন্না আরও বলেন, ‘এখন যা হয়েছে তা অনিবার্যই ছিল। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের হৃদয়ে কী আছে তা অবশ্য আমি জানি না।’

এর আগে আবগারি দুর্নীতি মামলায় কেজরির গ্রেপ্তারির পর মুখ খুলেছিলেন গান্ধিবাদী নেতা। সেবার তিনি বলেন, ‘আমি হতাশ, যে অরবিন্দ কেজরিওয়াল এক সময় আমার সঙ্গে কাজ করেছিল। মাদকের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল, সেই তিনিই আজকে আবগারি মামলায় অভিযুক্ত হয়েছেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএলএস/এইচডব্লুএইচ/১০/৫৪২/ইএমইউ (ওপেন টেন্ডার) ফর ই-টেন্ডারিং ইন ওয়ার্কস কন্ট্রাক্ট অফ সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম, তারিখ ১৩.০৯.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ইএমইউ), পূর্ব রেলওয়ে, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ কাজের নাম ঃ আজিমগঞ্জ ইয়ার্ডে মেমু স্ট্যাবলিং লাইনের মধ্যবর্তী পথের আলোকসজ্জার ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য ঃ ১৯,৬০,৯২৯.৯০ টাকা। বায়না মূল্য ঃ ৩৯,২০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য। কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ ১২০ দিন। বন্ধের তারিখ ঃ ০৪.১০.২০২৪-এ দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদন করা হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে গ্রাহ্য না করে সরাসরি বাতিল করা হবে।

(HWH-290/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE RADHARGHAT-I GRAM PANCHAYAT
Sealmara : Berhampore : Murshidabad.
1) NOTICE INVITING e-TENDER NO-02/PRODHAN/ RADHARGHAT-I GP/ 2024-25, Dated : 14/09/2024 is hereby invited through online by the Prodhan, Radhargha-t-I G.P , Berhampore, MSD. for Civil works upto 27/09/2024 Time: 17.00 Details may be obtained from this office during office hours.
Sd/- Prodhan, RADHARGHAT-I GP Sealmara, Berhampore, Murshidabad.

OFFICE OF THE RADHARGHAT-I GRAM PANCHAYAT
Sealmara : Berhampore : Murshidabad.
1) NOTICE INVITING e-TENDER NO- 03 & 04 /PRODHAN/ RADHARGHAT-I GP/2024-25, Dated :14/09/2024 is hereby invited through online by the Prodhan, Radhargha-t-I G.P, Berhampore, MSD. for Civil works upto 23/09/2024 Time: 17.00 Details may be obtained from this office during office hours.
Sd/- Prodhan, RADHARGHAT-I GP Sealmara, Berhampore, Murshidabad.

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
সংশোধনী ও সংযোজনী
• ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে প্রিন্সিপ্যাল চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং এসঅ্যান্ডটি/ওয়ার্কস/০৮/২০২৪-এর সংশোধনী-১। উপরের টেন্ডারটিতে নিচের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন এবং সংযোজন নিম্নোক্ত হিসেবে পড়তে হবে ঃ প্রয়োজনে পরিবর্তিত সামগ্রী ঃ ফিল্ড নেম - প্রি-বিড কোয়ারি ডেট অ্যান্ড টাইম। একজিস্টিং ভ্যালু - ১৮.০৯.২০২৪, ১১.০০ ঘঃ। মডিফায়েড ভ্যালু - ১৮.০৯.২০২৪, ১৫.৩০ ঘঃ।
• নতুন সংযোজিত সামগ্রী ঃ ডকুমেন্ট ডেসক্রিপশন- প্রি বিড ডিটেইলস। ফাইল নেম - PreBidDetails.pdf। অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। www.ireps.gov.in-তে বিশদ দেখা যাবে।
ডেপু. চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/কন
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

KRIBHCO KRISHAK BHARATI COOPERATIVE LTD.
Krishak Bharati Cooperative Limited (KRIBHCO) invites tenders from reputed firms/parties for hiring of taxis as and when required by us. The tender form can be received from our below-mentioned office address and submitted duly filled. The deadline to submit the forms is 5:00 PM on September 26, 2024. KRIBHCO reserved the right to accept or reject one or all quotations received without assigning any reason to the parties.
State Marketing Manager
KRIBHCO-Kolkata
148, Block-A, Lake Town, Kolkata-700089
Mob: 9830703407/8583054044

Printed and Published by Krishnanand Singh on behalf of Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd. Printed at LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015 and Published at 1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404, Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com Editor: Santosh Kumar Singh

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

# আগমনী বার্তা

**সুপ্রিয় দেবরায়**

অবশেষে বাধ্য হয়ে একদিন বাচ্চা কোলে স্বস্তিকাকে স্থায়ীভাবেই ফিরে আসতে হয় তার বাপের বাড়িতে, আশ্বিনের এক নিঃশেষিত বিষণ্ণ মধ্য-সকালে। চারদিকে যেন গুমোট, ভ্যাপসা এক লাগামহীন উষ্ণতা ছড়িয়ে। উড়ছে না আকাশে সাদা মেঘের ভেলা, পাওয়া যাচ্ছে না বাতাসে উমামায়ের আগমনী বার্তা। যদিও কোথাও রোদের প্রদীপ্ত দ্যুতি নেই কিংবা ছিটেফোঁটা বৃষ্টিবিন্দু পড়ার সম্ভাবনা। স্তূপ স্তূপ মেঘ আর ধুলোর আস্তরণে ঢাকা এক অনুজ্জ্বল আলোয় ছায়াময় বাতাবরণ। গাছের পাতারাও অনড়, নিশ্চল, নিঝুম। নিজের জীবনের মতোই হঠাৎ করে স্বস্তিকার অতি-পরিচিত এই মফস্বল শহর যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু যখন একহাতে লোহার গেটটি খুলে মাথা নুইয়ে বাসার প্রবেশপথের দু'পাশে বেপরোয়া ভাবে ছেয়ে থাকা মাধবীলতাকে অভিবাদন জানিয়ে উঠোনে প্রবেশ করে, ঘ্রাণে-বর্ণে- সবুজের সমাহারে মাত্র কয়েকটি বছরের জমে থাকা একরাশ ক্লান্তি একনিমেষে ধুয়ে যায়। এই তো সেই ছাতিম গাছ, পেয়ারা গাছ, আম গাছ, আঙিনার ধুলো-মাটি; যাদের পরিচর্যায়, ভালোবাসায় সে বড় হয়েছে। জীবনের চব্বিশটা বছর কাটিয়েছে যাদের সাহচর্যে। এরাই তো তাকে শক্তি জোগাবে তার পরবর্তী লড়াইয়ের, তার অপমানের, তার কন্যার প্রতি চরম অবহেলার। সম্মান জানাতে হবে তার আমিত্বকে, তার অস্মিতাকে। কড়ায় গণ্ডায় আদায় করতে হবে তার ন্যায্য পাওনা। প্রয়োজন হলে মামলা-মোকদ্দমা'র মাধ্যমে।

বয়স তেইশ, অর্থনীতিতে মাস্টার্স করতেই শুরু হয় চাকরির সন্ধান। ছয় মাসের মধ্যেই জুটে যায় বেসরকারি ব্যাঙ্কে চাকরি। ট্রেনে-বাসে প্রায় দু'ঘণ্টার দূরত্বে কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে ব্যাঙ্ক শাখাটির অবস্থান। বাবা, মা ও ভাইকে নিয়ে ছিমছাম সংসার। এমনি করে কেটে যাচ্ছিল দিন। তারপর একদিন যা ঘটা অবধারিত তাই ঘটল। এসে গেল বিয়ের সম্বন্ধ। সানাই বাজল। হয়েও গেল বিয়ে। স্বস্তিকা তার জন্মভিটে আজীবনের পরিচিত বাড়ি ছেড়ে চলে গেল লাল রঙের বেনারসি পরে। অচেনা এক মানুষের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে। নির্ভয়ে। অপরিচিত ঠিকই। কিন্তু ভয় কিসের? যা দেখার, যা জানার; বাবা-মা ভালো করেই সেসব দেখে এসেছেন। তাই মন শান্ত করে স্বস্তিকা বিয়ের এক সপ্তাহ আগে থেকেই প্রায় সমবয়সী পিসতুতো বৌদির তত্বাবধানে রোজ সদ্য বাটা কাঁচা হলুদ, দুধের সর দিয়ে মুখমণ্ডল আর হাত-পা ঘষে ঘষে ধুয়ে ফেলে। মেঘের ফাঁকফোকর গলিয়ে বেরিয়ে আসা রূপালি জ্যোৎস্নায় স্নাত ছাদের ওপর মাদুর বিছিয়ে, দূরাকাশে মিটমিট করে জ্বলতে থাকা নক্ষত্ররাশির দিকে তাকিয়ে ফক্কড় পিসতুতো বৌদি স্বপ্ন দেখায় নতুন ভবিষ্যতের, নতুন দাম্পত্য জীবনের। শোনায় বাতাসে ভেসে আসা ছাতিমফুলের তীব্র সুগন্ধের মাদকতায় ভরা প্রথম রাতের অভিজ্ঞতার কথা। স্বস্তিকার শ্বশুরবাড়ি সম্ভ্রান্ত, অভিজাত। আলিপুরে দু'মহলা বাড়ি। স্বামী আইটি ইঞ্জিনিয়ার। শ্বশুরমশাই অবসরপ্রাপ্ত আয়কর অফিসার। শাশুড়িমা গৃহবধূ। ননদ-বিহীন নির্ঝঞ্ঝাট সুখী সংসারে চতুর্থ সদস্য হিসেবে হাসিমুখে প্রবেশ স্বস্তিকার।

বিয়ের প্রথম কয়েকটা মাস প্রায় স্বপ্নের মতো কেটে গেলেও, তারপরেই ঘটে ছন্দপতন। শাশুড়িমায়ের আবদার, বংশধর চাই এ-বছরই। শ্বশুরমশাইয়ের ফরমান আরও সাংঘাতিক। এ সংসারে কন্যাসন্তান স্বাগত নয়। যদি পুত্রসন্তান না হয় তাহলে বউমাকে ফেরত পাঠানো হবে বাপের বাড়িতে। যেন সব দায় বউমার একার। শ্বশুরমশাইরা ছিলেন দুই ভাই। তার আগের বংশে শ্বশুরমশাইয়ের বাবারা নাকি ছিলেন তিন ভাই। অবশ্য গৃহকর্মী বাতাসি মাসি একদিন ফিসফিস করে স্বস্তিকাকে জানিয়েছিল, শ্বশুরমশাইয়ের বাবা-কাকাদের নাকি একটি বোন হয়েছিল। জন্মের পরেই আঁতুড়ঘর থেকে তাকে শ্বশুরমশাইয়ের দাদু স্বহস্তে তাদের ধানিজমিতে পুঁতে দিয়ে এসেছিলেন। মুখে দু'হাত চাপা দিয়ে চোখ কপালে তুলে স্বস্তিকা শিউড়ে উঠেছিল আতঙ্কে, ভয়ে। সেইদিন সে আর মুখে খাবার তুলতে পারেনি।

এই ঘোষণার পরেই স্বস্তিকাকে বলা হল চাকরি ছেড়ে দিতে। যদিও বিয়ের আগে স্বস্তিকা জেনেছিল তার বাবা-মায়ের থেকে, স্বস্তিকার চাকরি করার ব্যাপারে শ্বশুর-শাশুড়ির কোনও আপত্তি নেই। বরের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলতে গেলে, সে জানায়, চাকরি করা কিসের জন্য? নিজের শখ-আহ্লাদ মেটানোর জন্য যে টাকার দরকার সেটা সে স্বস্তিকাকে দেবে। স্বস্তিকার প্রশ্ন তার স্বামীকে, তাহলে কি তুমি এটাই বলতে চাইছ, আমার বাইরের আমিকে গুটিয়ে ত্যাগ করে ভিতরের আমির কাছে ফিরে যেতে? আমার সাফল্যের মানদণ্ড কি তুমি ঠিক করে দেবে? সব দিক অর্থাৎ ঘর এবং বাহির দু'টোই বজায় রেখে আমি যদি সমাজে প্রতিষ্ঠা-সাফল্য লাভের চেষ্টা করি, তবে অসুবিধা কোথায়? উত্তরে সে জানায়, বাবা-মা চান না বাড়ির বউ ড্যাং ড্যাং করে সকালেই শাশুড়ির বাড়া খাবার নাকে-মুখে গুঁজে সালোয়ার-কামিজ কিংবা জিনস-কুর্তি পরে বাস-মেট্রোর ভিড়ে শরীর মিশিয়ে অফিস যায়। এর পরেই স্বস্তিকা আর তার বরের মধ্যে দাম্পত্য দূরত্ব নিজেদের অজান্তেই ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। বরের অবহেলা, রুক্ষতা, ঔদ্ধত্য কায়েম করার প্রবণতা স্বস্তিকাকে তার বরের থেকে দূরে সরে আসতে বাধ্য করে। ইচ্ছের মর্যাদা লঙ্ঘন করে, কেবলমাত্র নিয়মরক্ষার তাগিদে দৈহিক মিলনের সম্ভোগ সুখের সময়টুকু অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরক্ষণেই স্বস্তিকার বরের নির্লিপ্ত ঔদাসীন্য শেলের মতো তার বুকে বিঁধতে থাকে। স্বস্তিকার অফিস যাওয়া নিয়ে চলে সংসারে অশান্তি। আড়ালে-আবডালে আসতে থাকে শাশুড়িমায়ের বাক্যবাণ। স্বস্তিকা নাকি তার বরকে ভেড়ুয়া বানিয়ে রেখেছে। সংসারের কুটোটি নাড়ে না সে। বাড়ির বউ যদি শাশুড়ির সাথে হাতে হাত লাগিয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ না করে, তাহলে ছেলের বিয়ে দিয়ে লাভ কী হোল! কটা টাকাই বা মাইনে পায়! সেটা তো তার ছেলের হাতের ময়লা। চাকরি করে যেন শ্বশুরবাড়ির সবাইকে উদ্ধার করছে! তিনি কি কিছু বোঝেন না! চাকরি করতে তো যায় না, যায় ফুর্তি করতে, আড্ডা মারতে। হ্যাঁ, এটা সত্যি স্বস্তিকা মাইনে বেশি পায় না। প্রবেশনারি পিরিয়ড চলছে, দু'মাস পরে কনফার্মড হলেই মাইনে অনেকটা বেড়ে যাবে। কিন্তু সেই অল্প টাকার মাইনেতেই তো সে বাড়ির সকলের জন্য নববর্ষের সময় কিছু না কিছু কিনে এনেছিল; শ্বশুরমশাই, শাশুড়িমা, নিজের বর, এমনকি বাতাসি মাসির জন্যেও। কিন্তু নববর্ষের সকালে সবাইকে প্রণাম করার সময়ে কারুর মুখে হাসির প্রলেপটুকুও দেখতে পায়নি, একমাত্র বাতাসি মাসি ছাড়া। এই ছোট্ট ছোট্ট খুশিগুলোও কি তাঁরা ধরে রাখতে জানেন না! হ্যাঁ, এটা সত্যি তার বর একটা দামি জর্জেটের শাড়ি এনেছিল। এর দু'দিন পরেই কিছুটা দুঃখে, কিছুটা সংসারের অশান্তি এড়াতে; স্বস্তিকা দুম করে চাকরিটা ছেড়ে দেয়। যদিও ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সহজে রিলিজ করতে চাননি এবং বলেছিলেন, সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলে এক সপ্তাহের মধ্যে জানাতে। স্বস্তিকা তখন এক রবিবারে যাত্রা করে বাপের বাড়ি উদ্দেশে। কিছুদিন সেখানে থেকে মনটা সতেজ হালকা করার জন্য। ট্রেন থেকে নেমে ওভার-ব্রিজ পেরিয়ে স্বস্তিকা যখন মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা রিকশাগুলির দিকে এগিয়ে যায়, নজরে আসে এক হাতে সাইকেল নিয়ে ছোট্ট চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা হলুদ জামা পরিহিত তপন নামক যুবকটির দিকে। সাইকেল হাতে এগিয়ে আসে তপন। স্বস্তিকার কপালে ঘামের বিন্দুতে আলগোছে আটকে থাকা ঝুলন্ত দুখানা চুলের গুচ্ছের থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে লাজুক মুখে একটি মৃদু হাসি দিয়ে তপন বলে ওঠে, 'আপনার ভাইয়ের থেকে খবর পেলাম। শুনলাম চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। ভালো করেননি। আর এদিকে দেখুন, আপনার থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে আমি উত্তরপাড়ার কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের চাকরিতে যোগদান করেছি, অবশ্য অস্থায়ী রূপে।' স্বস্তিকা আলতো হাসি দিয়ে রিকশায় উঠে বসে। 'হাসলে আপনার চোখে এখনও সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলে।' বলেই তৎক্ষণাৎ সাইকেল নিয়ে দ্রুত পায়ে পিছন ফিরে হাঁটা দেয়। এত ব্যস্ততার সাথে সাইকেল চালিয়ে চলে যায়, যেন এক রাশ কাজ ফেলে এসেছে কোথাও। এরপর আর একদিনও দেখা হয়নি তপনের সাথে।

একবার কলেজ যাওয়ার সময়ে, এই যুবকটি সাহস করে স্বস্তিকাকে বলেছিল, আপনাকে আমার খুব ভাল লাগে। এই পাড়া থেকে একমাত্র আপনিই নারী হিসেবে মাস্টার্স করছেন। বাকি সবাই তো স্কুলের গণ্ডি, বড়জোর স্নাতক হলেই বিয়ের পিঁড়িতে বসে পড়ে। তারপরেই আসা-যাওয়ার পথে মৌলিক আলাপ। অঙ্কে মাস্টার্স। এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে বসে আছে। কিছু পড়ুয়াকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে অঙ্ক শেখায়। অল্পই রোজগার। এছাড়া সকালে সংবাদপত্র আর কিছু জানাশোনা লোকের বাড়িতে প্যাকেটের দুধ বিলি করে। স্বস্তিকা ব্যাঙ্কে চাকরি পাওয়ার পরেই, তপন জানায়; এবার তাকেও উঠেপড়ে লাগতে হবে। এসএসসি'র ভরসায় থাকলে সারাজীবন দুধ বিলি করেই কাটাতে হবে। স্বস্তিকার তপনকে ভাল লেগেছিল, তার সরলতার জন্য, সাবলীল সহজ কথাবার্তার জন্য। হয়ত একটু প্রশ্রয়ও দিয়েছিল।

কান্না যে এত মধুর, এত মিষ্টি; সেদিনই প্রথম জানল স্বস্তিকা যখন নার্স তার কোলে রেখে গেল ফুটফুটে দেবশিশুর মতো এক কন্যাসন্তানকে। এতদিন সে শুনেছে প্রিয়জন হারানোর কান্না, বিদায়ের কান্না, অপমান, দুঃখ, ব্যাথার কান্না। সেদিন শুনল তার মেয়ে আগমনী'র কান্না। এতদিনের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে এই পৃথিবীতে নেমে এসে কান্না দিয়ে জানান দিচ্ছে, আমি এসেছি। বাচ্চাটা যখন ঈশ্বরের মতো অপূর্ব ছোট্ট হাতে তার আঙুল জড়িয়ে ধরে, উপলব্ধি করতে পারে, সে যেন বলতে চাইছে; এসেই যখন পড়েছি, তুমিই আমার একমাত্র ভরসা এই নোংরা পৃথিবীতে বেঁচে থাকার। আমার হাত ছাড়বে না তো কোনোদিন? মেয়ে হয়েছে সংবাদ শুনে, শ্বশুরমশাই-শাশুড়িমা কেউই নার্সিংহোমে তো এলেনই না একবার আগমনী'র মুখ দেখতে, এমনকি স্বস্তিকার বর তখন কাজের অজুহাত দেখিয়ে চলে যায় অফিসের কাজে বাইরে। অগত্যা স্বস্তিকার বাবা-মা'ই একদিন পর স্বস্তিকা আর আগমনীকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন আলিপুরের বাড়িতে। বাবা-মা বলেছিলেন, কিছুদিনের জন্য তাঁদের বাড়িতে গিয়ে থাকতে। স্বস্তিকা রাজি হয়নি। শুরু হল স্বস্তিকা আর তার সদ্যোজাত মেয়ের প্রতি চরম অবহেলা। খেতে না দেওয়া, সঙ্গে শারীরিক নির্যাতন, নিত্য অপমান। স্বস্তিকা ঠোঁট টিপে, মুখ বুজে সবই সহ্য করে যাচ্ছিল। কিন্তু সেই রাতে যখন তার স্বামী অভিযোগ জানাল যে তাদের বংশের বীর্যে কন্যাসন্তান জন্মাতে পারে না, সন্দেহ প্রকাশ করল আগমনী'র জন্মসংক্রান্ত বাবার পরিচয়ের ব্যাপারে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে জানাল আগমনি তার সন্তান নয়, গত কয়েকমাস তাদের মধ্যে দৈহিক মিলনই ঘটেনি; এবং স্বস্তিকার বিস্ময়ভরা ব্যাথাতুর দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দাঁতে দাঁত পিষে একটু ঝুঁকে তার কানের কাছে মুখ এনে হিস হিস করে এক নাগাড়ে বিষ ঢেলেই গেল; প্রায় দেড় বছর আগে সে যখন গিয়েছিল বাপের বাড়ি, খবর আছে তার কাছে স্বস্তিকাদের মফস্বল শহরের স্টেশন থেকে বেরিয়ে প্রথম যে মোড়টি যার লাগোয়া ছোট্ট চায়ের দোকানটির সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতো যে ছেলেটি, কলেজ কিংবা অফিস ফেরতা স্বস্তিকাকে দেখাও গিয়েছিল তার সাথে হেসে কথা বলতে, এবারও দেখা গিয়েছে; সেই অবৈধ সম্পর্কের ফসল এনে তোলা এই কুলীন বংশে; সব প্রতিরোধের বাঁধ ভেঙে যায়, কুলকুল করে বয়ে যাওয়া লজ্জা-গ্লানি-কলঙ্কের প্লাবনে। দু'কানে আঙুল দিয়ে, আগুনঝরা চোখে স্বস্তিকা যখন তার বরকে ঘর থেকে সেই মুহূর্তে বেরিয়ে যেতে বলে, রীতিমতো ভয় পেয়েই সে বেরিয়ে গিয়েছিল। হয়ত মনে পড়ে গিয়েছিল, কুরু রাজসভায় অপমানিতা দ্রৌপদীর কুরুবংশ ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা। পরদিন ভোরেই শাশুড়িমাকে প্রণাম করে একটি ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে স্বস্তিকা, আগমনীকে কোলে নিয়ে। শাশুড়িমায়ের একাধিক প্রশ্নের একটাই উত্তর দিয়ে, পরের মাসে আপনার নাতনির মুখেভাত। আসবেন আমাদের মফস্বল শহরের বাড়িতে।

সেই ছোটবেলা থেকে স্বস্তিকা দেখে আসছে উঠোনের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা ছাতিম গাছটিকে। যথেষ্ট বয়স হয়েছে অবশ্যই। কাণ্ডের মাঝে মাঝে গোল গোল করে গুটুলি পাকিয়েছে। কিছু কিছু গুটলি ফেটেও গেছে। মাঝামাঝি অংশে এমনই একটি গুটলির কোটলে ছোট্ট এক বাসা বেঁধেছে পাখি। একটি নয়, দু'টি। বাদামী রঙের পাখি দু'টির বুকের দিকটা ধবধবে সাদা। মুনিয়া বলেই মনে হচ্ছে। কোটরের ভিতর থেকে কিচিরমিচির আওয়াজ, ডানা ঝাঁপটানোর শব্দ। সেই মুহূর্তেই একটি পাখি বাইরে উড়ে যায়, ফিরে আসে একটু পরেই ঠোঁটের ফাঁকে কয়েকটি শস্যের দানা নিয়ে। আবার তাকে দেখে উড়ে যেতে, হয়ত আরও খাবার কিংবা জলের সন্ধানে। আরেকটি পাখি, নিশ্চয়ই মেয়ে হবে, হয়ত কোটরের ভিতরে রয়েছে ঘর আর সন্তান পাহারা দেওয়ার জন্য। কোনও কথাবার্তা, অনুষ্ঠান কিংবা দলিলপত্র ছাড়াই কী সুন্দর বোঝাপড়া! এগিয়ে বাড়ির বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখতে পায় এবার খড়কুটো দিয়ে যত্ন করে তৈরি পাখিদের বাসাটা। দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মের সুষ্ঠু বণ্টনের নমুনা। আঙুলের চাপে ডোরবেলের ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠতেই, উঠোনের ওপর ঝুঁকে থাকা আম গাছটার ডালে বসে থাকা একজোড়া টিয়া ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দে উড়ে পালায়। জানান দেয় নিস্তব্ধ মধ্য-সকালে পাড়াপড়শি আর ঘরের লোককে, উমামায়ের সপরিবারে আগমনী বার্তা।

দেশের, সমাজের শোধন করার জন্যই তো আবির্ভাব হয় উমামায়ের, প্রত্যেক বছর। স্বস্তিকার মনে যে আগুনটা জ্বলছে, সেই তাপের হলকাতেই সে প্রার্থনা করবে একটাই; সুবিচার না পাওয়া পর্যন্ত লড়ার শক্তি।

*ইলাস্ট্রেশন: প্রয়াত সহকর্মী অতীশ চক্রবর্তী*

## কবিতা

**শরৎ বিনোদন**

**পার্থ সারথি**

আসো আসো আসো,
আজ সকলকে ভালোবাসো —
মেহেগিনী দিনকাল —
বিদ্বেষ বিষ নাশো,
আহা দেবী দুর্গার আগমন,
এ সুখ যে নির্ভেজাল!

আজ শরতের হলো সকাল —
মৌ গুঞ্জনে দেখি,
ভুগোলক জুড়ে পবিত্র মায়াজাল —
ওলো সুন্দরী ওলো উমা,
এলে কি ফিরে বছর শেষের পর?

মেতে উঠি সকলে রঙ্গে,
রঙে রূপে ভরে উঠি এই বেলা —
যা কিছু জীর্ণ যা পুরাতন —
খেলুক বাকল খসার খেলা।

# অকাল বোধন-এর ইতিহাস তুলে ধরাই ট্র্যাডিশন খিদিরপুরের ভেনাস ক্লাবের

## আসছে মা সাজছে শহর

**শুভাশিস বিশ্বাস**

মাঝে আর মাত্র কয়েকটা দিন। এরপরই দেবীপক্ষের শুরু। মা আসছেন। সব কিছু ভুলে মায়ের এই আগমনকে ঘিরে কয়েকটা দিন তাঁরই আরাধনায় মাতবেন বঙ্গবাসী। শরতে মায়ের এই আরাধনার একটা ইতিহাস আমরা সেই ছোটবেলা থেকে জেনে এসেছি। রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধারের জন্য যখন লঙ্কা অভিযান করেন তখন দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাবণকে হারাতে দেবী দুর্গার শরনাপন্ন হতে হয় তাঁকে। এদিকে পুরাণে কথিত আছে এই শরৎকালে দেবদেবীরা নিদ্রিত অবস্থায় থাকেন। ফলে দেবী দুর্গাকে তাঁর এই নিদ্রিত অবস্থা থেকে উত্থিত করার জন্য পুজোয় বসেন রামচন্দ্র স্বয়ং। এদিকে দেবীর এই পুজোয় অবশ্যই প্রয়োজন ১০৮টি পদ্মের। এই ১০৮টি পদ্ম সংগ্রহও করেন তাঁর বানরবাহিনী। তবে মা দুর্গা পরীক্ষা করে দেখতে চান তাঁর প্রতি ভক্তের ভালোবাসা। সেই কারণে ওই ১০৮টি পদ্ম থেকে একটি পদ্ম লুকিয়ে ফেলেন। পুজোয় বসে রামচন্দ্রের নজরে আসে ১০৮টি পদ্মের জায়গায় ১০৭টি পদ্ম রয়েছে। তখন নিজের চোখ ওই পদ্মের জায়গায় অর্পণ করতে প্রস্তুত হতেই বাধা দেন দেবী। এরপর তাঁর পুজো গ্রহণ করে রামচন্দ্রকে লঙ্কাজয়ের জন্য অগ্রসর হতে বলেন। মা দুর্গার আশীর্বাদে লঙ্কা জয় করে সীতাকে উদ্ধার করেন রামচন্দ্র। এই ঘটনা হয়তো বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই জানেন না। যেমন অনেকেই জানেন না, বসন্তকালে বঙ্গে পূজিত হতেন মা দুর্গা। এটাই ছিল রীতি। এরপর শরতে রামচন্দ্রের এই অকাল বোধনের ঘটনাকে বঙ্গের মানুষ আপন করে নেয়। বাঙালির দুর্গাপুজোর এই ইতিহাসকে আরও একবার মনে করিয়ে দিতে খিদিরপুর ভেনাস ক্লাব তাদের পুজোর থিম রেখেছে 'অকাল বোধন'। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, খিদিরপুরের এই ক্লাবটি তাদের এই থিম থেকে কখনও-ই সরে আসে না। থিম এক থাকলেও ফি-বছর প্রতিমা বা প্যান্ডেল তৈরি হয় নানা আঙ্গিকে। যেমন, ২০২৪-এ খিদিরপুর ভেনাস ক্লাবের থিম 'অনুভূতি'। এবারের এই থিমে মূলত গ্রাম বাংলার একটা ছবি তুলে ধরতে চাইছেন ক্লাব উদ্যোক্তারা। কারণ, শহরের মানুষেরা অনেকেই গ্রামের প্রান্তিক মানুষদের অর্থনীতি বা তাঁদের সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত নন। বাস্তবিক ক্ষেত্রে, শহরে জীবনের সঙ্গে কোনও ভাবেই মেলানো যায় না এই গ্রাম্য জীবন। অথচ, আমরা শহুরে মানুষেরা কখনও-ই ভেবে দেখেন না শহরের এই চাকচিক্যের পিছনে যে অর্থনীতি রয়েছে তার ভিত্তি গ্রামবাংলা। ভুলে গেলে চলবে না, আমরা একবিংশ শতাব্দী দাঁড়িয়ে প্রযুক্তির হাত ধরে বহুদূর এগিয়ে গেলেও প্রকৃত অর্থনীতি দাঁড়িয়ে কৃষিকাজের ওপরে। এই কৃষিকাজ থেকে শুরু করে কুটির শিল্প সব কিছুই গ্রাম কেন্দ্রিক। বাংলার এই অর্থনীতির মূল ভিত্তিকে বর্তমান 'টেকস ফ্যাবি' প্রজন্ম যাতে মনে রাখে তারই জন্য এবারে 'অনুভূতি' থিমের মধ্যে দিয়ে গ্রাম বাংলার অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থাকে তুলে ধরছে খিদিরপুরের এই ক্লাবটি। এই প্রসঙ্গে পুজোর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভেনাস ক্লাবের পুজো প্রাঙ্গনে পা রাখলে ভল্যান্টিয়াররা থাকবেন পুজোর থিম সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যও।

ক্লাবের সভাপতি তপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, দেখতে দেখতে তাঁদের এই পুজো ২০২৪-এ পা দিল ৭৯ বছরে। সাবেকি পুজোর ঘরানা থেকে তাঁদের সরে আসার কোনও ইচ্ছে তাঁদের ছিল না, ভবিষ্যতেও নেই। ফলে মূর্তি থেকে প্যান্ডেল সবই হচ্ছে একেবারে সাবেকি ঘরানায়। কারণ পুজোর কর্মকর্তারা মনে করেন, থিম পুজোর যেমন একটা নান্দনিক দিক রয়েছে, ঠিক তারই পাশাপাশি এই সাবেকি পুজো ধরে রাখে এক ভাব গম্ভীর পরিবেশকে। যেটা থিম-পুজোয় ঠিক যেন খুঁজে পাওয়া যায় না।

এবারের মাতৃমূর্তি গড়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কুমোরটুলির বিখ্যাত মৃৎশিল্পী প্রদীপ রুদ্র পালকে। মণ্ডপ সজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন বাবাই মালিক। আলোক সজ্জাও তিনি-ই সাজাচ্ছেন থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে। তবে পুজোর কয়েকটা দিন ভেনাস ক্লাবের এই আলোক সজ্জা যে নজর কাড়বে দর্শনার্থীদের, তা জানাতে ভোলেননি তপনবাবু। আর এই আলোকসজ্জা মনে করিয়ে দেয় বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের কলকাতার আলোকসজ্জাকে। সেই আলোর গেট, নানা রংয়ের বাল্বের আলোতে দর্শনার্থীরা মনের অগোচরেই টাইম মেশিনে পৌঁছে যেতে পারেন পুরনো কলকাতার পুজোর আবহে।

খিদিরপুরের ভেনাস ক্লাবের বাজেট খুব একটা কম নয়। ১৮ লাখ থেকে ২০ লাখ এবারের বাজেট বলেই জানালেন ক্লাব কর্তারা। তবে এই টাকা শুধু যে পুজোতে খরচ হয় তা নয়, খরচ করা হয় সমাজসেবামূলক নানা খাতে। যার মধ্যে থাকে বস্ত্র বিতরণের মতো কর্মসূচি। মূলত আর্থিক ভাবে প্রান্তিক শ্রেণির মানুষদের মধ্যেই এই বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

এই বাজেট প্রসঙ্গে আরও একটা কথা না বললেই নয়, পুজোর চারটে দিন এলাকার সব বাড়িতেই চলে অরন্ধন। কেনই- বা হবে না! কারণ, পুজোর কয়েকটা দিন ভোগের ব্যবস্থা থাকেই। আর অষ্টমী-নবমীতে থাকে একেবারে পাত পেড়ে খাওয়ার ব্যবস্থা। সেখানে পল্লিবাসী প্রত্যেকেই আমন্ত্রিত। আর সময় মতো পৌঁছে গেলে এই ভুরি ভোজ থেকে দর্শনার্থীরাও যে বাদ পড়েন না, তা বলাই বাহুল্য।

দশমীতে পুজো শেষে মায়ের নিরঞ্জনেও থাকে সেই সাবেকি ছোঁয়া। পাড়ার আট থেকে আশি সবাই অংশ নেন মাকে গঙ্গার বুকে বিদায় জানাতে। মাকে বিদায় জানিয়ে ফের শুরু হয় নতুন ভাবে পথচলা।